নান্দনিক প্রত্যয় : ফ্রাঙ্ক সিবলি এবং সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া

এম. মতিউর রহমান *

সারসংক্ষেপ: জ্ঞানার্জনের প্রতিটি শাখার কোনো-না-কোনো মৌলিক ধারণা রয়েছে, যেগুলো সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রাকস্বীকৃত হিসেবে সমধিক পরিচিত। আধুনিক পরিভাষায় বর্তমানে জ্ঞানার্জনের যে শাখাটিকে আমরা 'নন্দনতত্ত্ব' বা 'এসথেটিক্স্' বলে অভিহিত করি, তারও বেশ কিছু মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ ধারণা রয়েছে। 'নান্দনিক প্রত্যয়' নন্দনতত্ত্বের সর্বজনস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক ধারণা। নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পদর্শনের সকল আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে 'নান্দনিক প্রত্যয়'। প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রখ্যাত সমকালীন নন্দনতত্ত্ববিদ ফ্রাঙ্ক সিবলি এবং তাঁর কয়েকজন সমসাময়িক নন্দনতত্ত্ববিদের আলোচনা ও মন্তব্য পর্যালোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকি। এই প্রবন্ধে আমরা দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীর মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই। আমরা বলি যে, একটি উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে এবং এখানে শহরের জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে; একটি চিত্রকর্মে মলিন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, মূলত নীল ও সবুজ, এবং এর গভীর পশ্চাদপটে রয়েছে প্রতীকী মূর্তি; একটি মূর্তির মর্মার্থকে এই স্থানে উল্টে দেয়া হয়েছে এবং এখানে দুটি লয় একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে; একটি নাটকের দ্বন্দ্ব এক দিনের মধ্যেই শুরু হয়েছে এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি পুনর্মিলনের দৃশ্য রয়েছে। স্বাভাবিক চোখ, কান ও বুদ্ধি দিয়েই কেউ এই ধরনের মন্তব্য করতে পারে এবং ওইরূপ ধর্মগুলোকে সনাক্ত করতে পারে। অন্যদিকে আমরা আরও বলি যে, একটি কবিতা খুব শক্ত-বুনটে বাধা, এবং গভীরভাবে স্রোতস্বিনী; ছবিটি সামঞ্জস্যহীন, অথবা সেটি প্রশান্তিময় ও নীরবতাপূর্ণ, অথবা এর মূর্তিগুলোর দলবদ্ধতা বিস্ময়কর টানাপড়েনের সৃষ্টি করেছে; এই উপন্যাসের চরিত্র কখনও বাস্তব জীবনে থাকতে পারে না অথবা এর কোনো উপাখ্যান একটি মিথ্যা পটভূমির ঝলক প্রদান করে। এই ধরনের মন্তব্যের জন্য প্রয়োজন অভিরুচি, প্রত্যক্ষযোগ্যতা, সংবেদনশীলতা, নান্দনিক প্রভেদযোগ্যতা ও উপলব্ধির অনুশীলন। যখন একটি শব্দ ও উক্তির জন্য অভিরুচি ও প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা একে বলবো নান্দনিক পদ বা উক্তি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যয়কে বলব নান্দনিক প্রত্যয় (aesthetic concepts) বা অভিরুচি প্রত্যয় (taste concepts)।

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নান্দনিক পদ

নান্দনিক পদের বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক এবং একে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ও উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু, এই ধরনের কোনো বিভাজন করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এখানে আমাদের আগ্রহের বিষয় হলো সেগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান ধর্ম। নিম্নলিখিত তালিকায় এইরূপ ধর্মের সীমাহীন বৈচিত্র্যকে দেখানো যায়। ঐক্যবদ্ধ (unified), সামঞ্জস্যপূর্ণ (balanced), প্রশান্তিময় (peaceful), গতিশীল (dynamic) নিরানন্দময়, শক্তিশালী, প্রাণবন্ত, নিষ্প্রাণ, সমন্বিত (integrated), সূক্ষ্ম, প্রবহমান, আবেগপ্রবণ, করুণ, মামুলি প্রভৃতি। এই তালিকা কেবল বিশেষণ পদের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়; শিল্প-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত উক্তি, যেমন 'তুলনার কথা বলা', 'টানাপড়েন সৃষ্টি করা', 'তাৎপর্য বহন করা' অথবা 'একে একত্রে ধারণ করা' ইত্যাদি, সমানভাবে ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য (Andrews, 1989 : 183)। এই তালিকায় সাধারণ মানুষের উক্তি যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনই সমালোচকের উক্তিও অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যাঁরা পোশাদারি সমালোচক ও বিশেষজ্ঞ তাদের উক্তিও।

নান্দনিক উক্তির দৃষ্টান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে বিচারমূলক ও মূল্যায়নমূলক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করেছি, এটাই তাদের সবচেয়ে বিস্তৃত বিশেষত্ব। কিন্তু, এখন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বুঝতে চাইছি : আমরা এমন সমস্ত পদ প্রয়োগ করি যাদের প্রয়োগের জন্য অভিরুচির চর্চার প্রয়োজন হয় কেবল যখন আমরা শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করি - তা নয়, দৈনন্দিন জীবনের আলোচনার ক্ষেত্রেও ওই চর্চার প্রয়োজন হয়। বিচারমূলক প্রেক্ষাপটে, সর্বদাই না হলেও সর্বাধিক ক্ষেত্রে, উপরিউক্ত পদগুলোর নান্দনিক প্রয়োগ রয়েছে। বিচারমূলক প্রেক্ষাপটের বাইরে তাদের অধিকাংশের আরও সাধারণ প্রয়োগ আছে, যা অভিরুচির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। দৈনন্দিন জীবনে অনেক উক্তি দ্বৈত কর্তব্য পালন, কখনও তা নান্দনিক পদ হিসেবে প্রয়োগ হয়, কখনও তা হয় না। অন্যান্য উক্তি আবার, শৈল্পিক প্রেক্ষাপটে হোক অথবা দৈনন্দিন জীবনে, একমাত্র ও প্রধানত নান্দনিক পদ হিসেবে প্রযুক্ত হয়। এই ধরনের পদের দৃষ্টান্ত হলো : মাধুর্যপূর্ণ, সুদর্শন, সুরুচিপূর্ণ, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, জাঁকালো ইত্যাদি। পরিশেষে, পূর্বের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তগুলোর সঙ্গে তুলনা করার জন্য এমন অনেক পদ আছে যা কদাচিৎ নান্দনিক পদ হিসেবে প্রযুক্ত হয়, যেমন লাল, কোলাহলোমুখর (noisy), বাকানো (brackish), বুদ্ধিদীপ্ত (clammy), বিশ্বস্ত (faithful), বর্গাকার (square), লাজুক (docile), নিরীহ (curved), অনুগত (derelict), মন্থর, (tardy) দায়িত্বহীন, খেয়ালী ইত্যাদি।

স্পষ্টতই যখন আমরা শব্দকে নান্দনিক পদ হিসেবে প্রয়োগ করি, তখন আমরা প্রায়শই রূপকের প্রয়োগ করি; এক্ষেত্রে শব্দের যা প্রধান কাজ নয়, সেটাই তাকে দিয়ে করানো হয়। আবার অনেক শব্দ এক প্রকার রূপকধর্মী রূপান্তরের মাধ্যমে নান্দনিক পদে পরিণত হয়ে থাকে। এসব পদের দৃষ্টান্ত হলো 'গতিশীল', 'করুণ' (melancholy), 'সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'শক্ত-বুনটে বাধা (tightly-knit)' ইত্যাদি; এগুলো সাধারণত নান্দনিক পদ নয়। কিন্তু, নান্দনিক শব্দকোষকে সম্পূর্ণভাবে রূপকধর্মী বলে মনে করা যায় না। অনেক শব্দ, যেমন সুন্দর, মনোরম, প্রীতিকর, মাধুর্যপূর্ণ, কোমল ইত্যাদি, নান্দনিক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় রূপকার্থে প্রযুক্ত হয় না, কারণ এটাই তাদের মুখ্য প্রয়োগ-ক্ষেত্র এবং এদের মধ্যে কোনো কোনো পদের অ-নান্দনিক প্রয়োগ-ক্ষেত্র নেই। যদিও 'গতিশীল' 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' ইত্যাদি পদগুলো রূপকার্থে নান্দনিক পদ হিসেবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগকে কদাচিৎ রূপকধর্মী বলা যেতে পারে। শিল্পকলার বর্ণনা ও সমালোচনার ভাষার মধ্যে রূপক হিসেবে প্রবেশ করার পর, এগুলো এখন ওই ভাষার শব্দকোষে পরিণত হয়েছে।

যেসব উক্তিকে আমরা নান্দনিক পদ বলছি সেগুলো আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের কোনো খণ্ডাংশ গঠন করে না। প্রায়শই, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ভালো দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির অভাববিশিষ্ট লোকেরা অন্তত কিছু পরিমাণে প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতা প্রয়োগ করতে পারে; কোনো কিছুরই মাধুর্যকে দেখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুর্বল দৃষ্টিশক্তি থাকা বা নির্বোধ হওয়ার প্রয়োজন নেই। মনুষ্য অন্যান্য সামর্থ্যের চেয়ে অভিরুচি ও সংবেদনশীলতা অত্যন্ত বিরল; একই সঙ্গে ব্যাপক বিস্তৃত ও পরিশুদ্ধ সংবেদনশীলতার অধিকারী ব্যক্তিরা সংখ্যালঘু। নান্দনিক পদের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক ও মতানৈক্যকেও মীমাংসাহীন বলে মনে হয়। কিন্তু, প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণে কিছু ক্ষেত্রে অভিরুচি অনুশীলন করার সামর্থ্য রাখে। কাজেই, নান্দনিক পদের দীর্ঘ উপেক্ষার ইতিহাস দেখে বিস্মিত হতে হয়। অন্যান্য নান্দনিক আলোচনায় সেগুলো তাৎক্ষণিক মনোযোগের বিষয় হয়েছে; কিন্তু সেগুলো একটি বৃহৎ প্রকারের অন্তর্ভুক্তি হিসেবে যে সাক্ষাৎ মনোযোগ পাওয়ার কথা, তা তারা পায়নি।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়বস্তুর পরিধি চিহ্নিত হয়, সেটাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। যখন আমরা এই প্রবন্ধে অভিরুচির কথা বলব, তখন আমরা 'অভিরুচির বিষয়' (অর্থাৎ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়)-এর মতো কোনো উক্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন বিবেচনা করব না। আমাদের এখানে বিবেচ্য বিষয় কেবল লক্ষ করার সামর্থ্য বা প্রভেদ-সামর্থ্য।

নান্দনিক গুণধর্ম

নান্দনিক পদের প্রয়োগের সমর্থনে আমরা প্রায়ই এমন গুণধর্মকে নির্দেশ করি যাদের উল্লেখের মধ্যে অন্যান্য নান্দনিক পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। 'উন্মুক্ত ও সতেজ অঙ্কন শৈলীর কারণে এর একটি অসাধারণ সজীবতা রয়েছে', 'এর রেখার কোমল প্রবাহের মাধুর্য', 'শৌখিন ও চমৎকার বর্ণ সমন্বয়ের জন্য সুরুচিকর'। এটি একটি মানবিক বিশেষণকে একই ধরনের অন্য বিশেষণের দ্বারা যুক্তিযুক্ত করে তোলার মতোই একটি স্বাভাবিক কাজ, যেমন 'বুদ্ধিমান' (intelligent) বিশেষণটিকে 'প্রতিভাবান', উদ্ভাবক, ' মেধাবী', 'চালাক', 'চতুর' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে সমর্থিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রায়ই আমরা যখন নান্দনিক পদের প্রয়োগ করি, তখন যে সমস্ত গুণধর্ম তাদের সনাক্তকরণের জন্য অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের নির্দেশ করে আমরা ব্যাখ্যা করি যে, 'এর বক্ররেখা ও মলিন রঙের কারণে কেন এটি লাবণ্যময় হয়', 'একটি গোষ্ঠীবদ্ধ মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণে কেন এটি সামঞ্জস্যহীন হয়' (Bourasa, 1991 : 139)।

যখন এই প্রকার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় না, তখন তার অনুসন্ধান যুক্তিসঙ্গত হয়ে পড়ে। একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান প্রায়শই কঠিন, কিন্তু এর অনুসন্ধানের প্রশ্নটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যখন আমরা নিজেকে বলতে পারি না যে, কোন ধরনের অ-নান্দনিক গুণধর্ম কোনো কিছুকে মনোরম, ভারসাম্যহীন, শক্তিশালী বা গতিশীল করে তোলে, তখন একজন ভালো সমালোচক একটি সঠিক ব্যাখ্যার দিকে আঙুল নির্দেশ করেন, যা আমাদের উদ্দীপিত করে। সংক্ষেপে বললে, নান্দনিক পদ প্রয়োগের চূড়ান্ত কারণ হলো, এবং নান্দনিক গুণধর্ম যাদের ওপর নির্ভর করে তা হলো, বক্র ও কৌণিক রেখা, রঙের সঙ্গতি, ভরের স্থানান্তর, গতির ক্ষিপ্রতা, চাক্ষুষ ও শ্রবণযোগ্যতা এবং অভিরুচি ও সংবেদনশীলতা ছাড়াই যেগুলো অন্য উপায়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাদের উপস্থিতি। এই নির্ভরতা যে রকমের হোক না কেন, এবং নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণাবলির সম্বন্ধের বৈচিত্র্য যতই ব্যাপক হোক না কেন, এই প্রবন্ধে আমরা যা স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করছি তা হলো এই, এমন কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্ম নেই যা নান্দনিক পদের প্রয়োগের শর্ত হিসেবে কাজ করে। এই অর্থে নান্দনিক ও অভিরুচির প্রত্যয় শর্তাপেক্ষিক নয় (Sibley, 1959: 438)।

কদাচিৎ এটি ধরে নেয়া যায় যে, নান্দনিক পদ সেই সমস্ত পদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন 'বর্গক্ষেত্র', যাদের প্রয়োগের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত রয়েছে। কারণ, একটি বর্গক্ষেত্র একই ধর্মসমষ্টির কারণে বর্গক্ষেত্র হয়, যেমন চারটি সমান বাহু ও চারটি

সমকোণ থাকা, কিন্তু নান্দনিক পদ বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। একটি বস্তু কোনো এক ধর্মের কারণে মাধুর্যপূর্ণ হলেও, অন্য বস্তুটি অন্যান্য ধর্মের কারণে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে থাকে; এভাবে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন ধর্মের কারণে একই নান্দনিক বিশেষণের অধিকারী হয়ে থাকে। সম্প্রতি দার্শনিকেরা আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্তের মডেলটিকে ভেঙে দিয়েছেন এই কারণে যে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রত্যয় ওই মডেলের অধীনে পড়ে না (Walton, 1990: 366)। এর পরিবর্তে, তাঁরা ভিন্ন প্রকারের প্রত্যয়ের বর্ণনা প্রদান করেছেন, যেগুলো অনেক শিথিল শর্তের অধীন। যাইহোক, এই নতুন মডেলটি যেহেতু অনেক প্রসিদ্ধ প্রত্যয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে, সেহেতু সঙ্গতিপূর্ণভাবেই মনে করা যায় যে, নান্দনিক প্রত্যয়ও এই নতুন মডেলের অধীন, তাই এগুলোর শর্তাবলিও অনেক শিথিল। আমরা যুক্তি দিতে চাই যে, নান্দনিক প্রত্যয় সম্পূর্ণভাবে ওই সমস্ত অন্যান্য প্রত্যয় থেকে ভিন্ন।

সম্প্রতি যে সমস্ত প্রত্যয়ের ওপর মনোযোগ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কোনো আবশ্যিক শর্ত দেখানো যায় না, কিন্তু এদের জন্য এমন বহু গুণধর্ম প্রাসঙ্গিক, যেক্ষেত্রে এই সমস্ত গুণধর্মের কোনো কোনো সমষ্টি প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগের পর্যাপ্ত শর্ত। এই প্রাসঙ্গিক গুণধর্মের তালিকা উন্মুক্ত ও অবাধ হতে পারে; অর্থাৎ, যদি ধরা যায় যে, ক, খ, গ, ঘ হলো একটি প্রাসঙ্গিক গুণধর্মের তালিকা, তাহলে এই তালিকায় অন্যান্য গুণধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে তালিকাটিকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না (Sibley, 1959: 423)। এই ধরনের প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত হতে পারে এই রকম: 'দীর্ঘসূত্রী', 'সৌজন্যবোধহীন', 'আধিপত্যকামী', 'খামখেয়ালী', 'সমৃদ্ধশালী', 'বুদ্ধিমান'। যদি আমরা 'বুদ্ধিমান' প্রত্যয়টির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রত্যয়ের তালিকা তৈরি করি, যেমন বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ অনুসরণ ও বোঝার সামর্থ্য, কোনো ঘটনার তদন্ত ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার সামর্থ্য, গাণিতিক সামর্থ্য, দাবা খেলার সামর্থ্য ইত্যাদি, তাহলে আমরা এই তালিকায় অসংখ্য গুণধর্ম যুক্ত করতে পারি।

যাইহোক, এই ধরনের প্রত্যয় দিয়ে, যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, অবধারণ গঠন করা যায়, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্র স্পষ্টভাবেই নির্ধারিত হয়েছে, তা থেকে এমন শর্ত ও গুণধর্মের সমষ্টিকে বাতিল ও উল্লেখ করা সর্বদাই সম্ভব, যেগুলো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রাসঙ্গিক ধর্মগুলো, যাকে আমরা শর্ত বলেছি, যদিও এককভাবে পর্যাপ্ত নয় এবং এদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম যোগ করা প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো সর্বদাই তাদের গুরুত্ব বহন করে এবং এদের কেবল একটি অভিমুখেই গণ্য করা যেতে পারে। একটি ভালো দামি খেলোয়াড় হওয়ার ধর্মটিকে কেবল বুদ্ধিমান হওয়ার অভিমুখেই গণ্য করা যায়, এর বিপরীত দিকে নয়। যেখানে এর উল্লেখের ক্ষেত্রে

আবেগাত্মকভাবে অন্যান্য মন্তব্যের প্রবেশ হয়, যেমন এই ধরনের উক্তিতে লক্ষণীয়, 'আমরা বলেছি সে বুদ্ধিমান, কারণ...' অথবা 'যে কারণে আমরা তাকে বুদ্ধিমান বলেছি তা হলো ...', সেখানে একে এই অসম্পূর্ণ নেতিবাচক উক্তির সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে না, 'আমরা বলেছি সে নির্বোধ, কারণ...'। কিন্তু, আমরা সেই সমস্ত গুণধর্মের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে চাইছি, যেগুলো একটি পদের শর্ত হিসেবে কাজ করে এবং এই গুণধর্মগুলোর কোনো কোনো সমষ্টি ওই পদটি প্রয়োগ করার যুক্তিযুক্ততা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত। এই গুণাবলির অধিকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বোধ বা বুদ্ধিমান বলে উল্লেখ করার যোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু এখানে আরও কিছু গুণধর্ম যোগ করা প্রয়োজন হবে, যাতে আমরা পর্যাপ্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ব্যক্তির এমন কিছু ধর্ম আছে যার অধিকারী কেউ হলে অস্বীকার করা যায় না যে সে বুদ্ধিমান। আমরা এখানে আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্তকে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু শর্তের পরিধিকে ছাড়িয়ে যাইনি।

নান্দনিক পদের শর্তনিরপেক্ষতা

এভাবেও নান্দনিক প্রত্যয় শর্তাপেক্ষিক নয়। এমন কোনো পর্যাপ্ত শর্ত নেই, এমন কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্ম নেই, যাদের এক বা একাধিকের উপস্থিতি নান্দনিক পদের প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা প্রদানে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। শর্তাপেক্ষিক পদের জন্য আমরা যে বিবৃতি গঠন করি, তার অনুরূপ কোনো বিবৃতি গঠন করা অসম্ভব (Dickie, 1997 : 152)। আমরা বলতে পারি যে, 'যদি এটি সত্য হয়, সে এটা বা ওটা করতে পারে, তাহলে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে সে হলো বুদ্ধিমান' অথবা 'যদি সে ক, খ, গ করে, তাহলে কীভাবে অস্বীকার করা যায় যে সে অলস তা আমরা বুঝতে পারি না', কিন্তু আমরা কোনো সাধারণ বিবৃতি গঠন করতে পারি না এই আকারের, 'যদি কলসটি বিবর্ণ ধূসর রঙের হয়, কিছুটা বাঁকানো ও নানা বর্ণের নকশা খচিত ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সুচারু ও মনোরম হওয়া ছাড়া অন্য রকম হতে পারে না।' এমনকি কেউ এমন কিছুও বলতে পারে না যে, 'কেবল লম্বা ও পাতলা হওয়া মানেই কলসটির মনোরম ও সুচারু হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু যদি তা কিছুটা বাঁকানো ও বিবর্ণ রঙের হয়, তাহলে এটি অস্বীকার করা যায় না যে সেটি ওই রকমই।'

কোনো বস্তু আমাদের কাছে বর্ণিত হতে পারে অ-নান্দনিক পদের মাধ্যমে যাতে আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হই, কিন্তু তার দ্বারা আমাদেরকে এমন কোনো অবস্থানে রাখা হয় না যাতে আমরা অনুমোদন করতে পারি যে, বস্তুগুলো মনোরম, মাধুর্যপূর্ণ, সুচারু অথবা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ (Goodman, 1996 : 207-208)। কোনো কোনো দিক থেকে নান্দনিক পদের প্রয়োগ যে শর্তাপেক্ষিক বা নিয়মাধীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটি অসম্ভব হতে পারে যে, একটি বস্তুর রঙ বিবর্ণ, মলিন ও ধূসর এবং তার রেখা ও নকশা সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পরও, তা চমকপ্রদ হবে। অ-নান্দনিক পদবিশিষ্ট এমন বর্ণনা থাকতে পারে, যা নান্দনিক পদবিশিষ্ট বর্ণনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যদি আমরা বলি যে, পাশের ঘরের চিত্রকর্মটিতে একটি বা দুটি খুব ফেকাসে নীল ও ধূসর রঙের সেট রয়েছে একেবারে মলিন রঙের পটভূমিতে, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সেটি কখনও দীপ্তিমান, চমকপ্রদ, জাঁকালো বা সুচারু হতে পারে না। এই ধরনের বর্ণনা কোনো কোনো নান্দনিক পদের প্রয়োগকে অনুপযুক্ত করে তুলতে পারে। যদি আমরা ওই বর্ণনাগুলো থেকে অনুমান করতাম যে চিত্রকর্মটি দীপ্তিমান, চমকপ্রদ বা সুচারু, তাহলে একে ওই বর্ণনা বুঝতে পারার ব্যর্থতা হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই, আমরা অস্বীকার করার চেষ্টা করছি না যে, অভিরুচি প্রত্যয় নেতিবাচকভাবে শর্তাধীন হতে পারে। যদিও আমরা ছবিটি দেখে সঠিকভাবে বলতে পারি যে, এটি মনোরম, সুচারু, প্রশান্তিময়, দুর্বল, ফেকাসে বা বিরস, কিন্তু অ-নান্দনিক পদবিশিষ্ট কোনো বর্ণনাই আমাদের এ দাবির অনুমোদন দেয় না, এই সমস্ত বা অন্যান্য নান্দনিক পদগুলো অবশ্যই অপরিহার্যরূপে ছবিটির ওপর প্রযোজ্য হবে (Sibley, 1959: 426)।

আমরা বললাম যে, যদি একটি বস্তু স্বরূপগত নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম বিশিষ্ট হয়, তাহলে একে কার্যকরভাবে ওই বস্তুটির ওপর নির্দিষ্ট কিছু নান্দনিক পদ প্রয়োগের সম্ভাবনার বিরোধী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু, এই রকম কিছু গুণধর্মের উপস্থিতিকে কার্যকরভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই; অন্যান্য গুণধর্ম সেই সমস্ত গুণধর্মের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত, যারা নান্দনিক পদের প্রয়োগকে অনুপযুক্ত করে তোলে। একটি চিত্রকর্মের অধিকাংশ রঙ মলিন ধূসর হলেও, তা চমকপ্রদ হতে পারে। এ ব্যাপারটি অভিরুচি প্রত্যয়ের অপর কতগুলো গুণধর্মের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেউ এমন কিছু গুণধর্ম বা বর্ণনা খুঁজে পেতে পারে যাকে কোনো এক অর্থে কেবল একটি অভিমুখেই বিবেচনা করা যায়, অর্থাৎ কেবল নির্দিষ্ট নান্দনিক পদের প্রয়োগের পক্ষে বা বিপক্ষেই গ্রহণ করা যেতে পারে (Sibley, 1959: 424)।

কৌণিকতা, মেদবাহুল্য, উজ্জ্বলতা, রঙের তীব্রতা সাধারণত মনোরম ও মাধুর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। পাতলা, হালকা, ঈষৎ বাঁকা, রঙের তীব্রতার অভাব মাধুর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কিন্তু জাঁকালো, চমকপ্রদ, রাজকীয়, বিশালতা, মহত্ত্ব, আড়ম্বর ইত্যাদি ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। 'গড়নে সুঠাম ও একেবারে ছিপছিপে না হলেও, সে খুব হালকা হওয়ার কারণে মাধুর্যপূর্ণ' এই কথা স্বাভাবিকভাবেই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যখন বলা হয় যে, অত্যন্ত ভারী, মেদবহুল ও কৌণিক হওয়ার কারণে কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ, অথবা

রঙের উজ্জ্বলতা ও তীব্রতার কারণে মনোরম, তখন তা বিজাতীয় শোনায়। কাজেই, এ কথা ঠিক যেন সেই কথার প্রতিধ্বনি যা আমরা শর্ত সম্বন্ধে বলেছি। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানে রয়েছে। যদিও এই অর্থে পাতলা, হালকা ও রঙের তীব্রতার অভাবকে কেবল মাধুর্য বা লাবণ্যের অভিমুখী হিসেবে গণ্য করা যায়, কিন্তু এই গুণধর্মগুলোকে কেবল স্বরূপ বা প্রকারগতভাবেই বা স্বভাবগতভাবেই লাবণ্য ও মাধুর্যের অভিমুখী বলা যেতে পারে; শর্ত-গুণধর্মগুলোকে যে অর্থে অলস ও বুদ্ধিমান হওয়ার ধর্মের অভিমুখী বলা যায়, ওই একই অর্থে এগুলোকে লাবণ্যের অভিমুখী বলা যায় না।

একে সবল করে তোলার আরেকটি উপায় হলো, স্বরূপগতভাবে একটি নান্দনিক পদের সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ কতগুলো গুণধর্ম অনুরূপভাবে অন্যান্য নান্দনিক পদের সঙ্গেও অনুষঙ্গাবদ্ধ তা লক্ষ করা। 'মাধুর্যপূর্ণ' এবং 'লাবণ্যময়' পদগুলো একদিক থেকে 'হিংসাত্মক', 'বিশালত্ব', 'জাঁকালো', 'জ্বলন্ত', 'প্রকাণ্ড' ইত্যাদি পদের বিপরীত হতে পারে, যেগুলোর সেই সমস্ত স্বাভাবিক অ-নান্দনিক গুণধর্ম রয়েছে, যারা 'মাধুর্য' ও 'লাবণ্যের' জন্য দায়ী অ-নান্দনিক ধর্ম থেকে ভিন্ন। কিন্তু অন্যদিকে, সেগুলো সেই সমস্ত নান্দনিক পদেরও বিপরীত হতে পারে যারা তাদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ বা নিকটবর্তী, যেমন 'নিষ্প্রাণ', 'দুর্বল', 'ফেকাসে', 'বিবর্ণ', 'মলিন'; এবং বিবর্ণ রঙ, হালকা, পাতলা, তীক্ষ্ণতা ও কৌণিকতার অভাব, এই ধরনের গুণাবলির পরিধি কার্যত 'মধুর' 'গতিশীল' বা 'বলিষ্ঠ' ইত্যাদি পদের সঙ্গে যুক্ত অনেক গুণধর্ম স্বরূপত সেই সমস্ত গুণধর্মের সঙ্গে অভিন্ন যারা 'হিংসাত্মক', 'বিশাল', 'জাঁকালো', 'জ্বলন্ত', 'প্রকাণ্ড' ইত্যাদি পদের সঙ্গে যুক্ত।

এভাবে, যে সমস্ত বস্তু কেবল লাবণ্যের স্বভাবগত গুণাবলির দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত, সেগুলোও নিবিড় পর্যবেক্ষণে লাবণ্যময় বলে নাও মনে হতে পারে, বরং দুর্বল ও মলিন বলে প্রতিভাত হতে পারে (Elton, 1964 : 159)। দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, রঙ ও রূপরেখায় অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা মাধুর্য বা লাবণ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। একটি সফল ফ্রাগোনার্দের সাদৃশ্য অপেক্ষা এডগাড় ডেগাসের ব্যর্থতা ও সাফল্য অনেকটা একই রকমের হতে পারে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আমাদের মূল লক্ষ্যের চেয়ে বেশি দূরে যাওয়া আবশ্যিক নয়। যে চিত্রকর্মের শুধুমাত্র এমন গুণধর্ম রয়েছে যা প্রাণশক্তি ও সাবল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু তা প্রাণবন্ত ও সবল হতে ব্যর্থ, তার জন্য অন্য কোনো গুণধর্মের প্রয়োজন নেই, যেমন, বিশৃঙ্খল বা কর্কশ। এর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না বলেই মনে হয়। এটি উজ্জ্বল রঙ বা ওই রকম কিছু প্রয়োগ করতে পারে, বিশেষভাবে প্রাণবন্ত ও সজীব হওয়া ছাড়াই; কিন্তু কেউ একে

বিশৃঙ্খল, জাঁকালো ও চমকপ্রদ হিসেবে বর্ণনা করতে অক্ষম বলে মনে করতে পারে। বরং এটি বিশেষ কোনো গুণের অধিকারী নয়।

এমন অনেক গুণধর্ম আছে যাদের এইভাবে বিশেষ নান্দনিক গুণধর্মের অভিমুখী বা বিপরীতমুখী বলা যায় না। একটি কবিতার ছন্দ ও লয়ের সামঞ্জস্য থাকার কারণে তা শক্তিশালী হতে পারে; কিন্তু এই একই কারণে অন্য কোনো কবিতা দুর্বল ও গতিহীন হতে পারে। এখানে 'কারণে' থেকে 'সত্ত্বেও' যাওয়ার প্রয়োজনবোধ আমরা করি না। যাইহোক, আমরা সেই সমস্ত গুণধর্মের ওপর মনোযোগ দিয়েছি, যেগুলো স্বভাবগতভাবে নান্দনিক গুণধর্মের সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ, কারণ যদি অভিরুচির প্রত্যয় শর্তাধীন হওয়ার সপক্ষে কোনো দৃষ্টান্ত থাকত, তাহলে এগুলো শর্তাধীন হওয়ার সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী হতো। কিন্তু, গুণধর্ম স্বভাবগতভাবে একটি নান্দনিক পদের সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ এ কথা বলা মানে সেগুলো শর্ত নয়; একটি বর্ণনা যতই সম্পূর্ণ হোক না কেন তাকে এই প্রশ্নের বাইরে রাখা যায় না যে কোনো কিছু হলো মাধুর্যপূর্ণ, ঠিক যেমন একটি বর্ণনাকে এই প্রশ্নের বাইরে রাখা যায় যে কেউ একজন অলস বা বুদ্ধিমান।

নান্দনিক পদের পর্যাপ্ত ধর্ম

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা নিছক এমন কোনো দাবি করছি না যে, অভিরুচির প্রত্যয়ের জন্য কোনো পর্যাপ্ত শর্তের উল্লেখ করা যায় না। কারণ, সেটাই যদি হতো, তাহলে অভিরুচির প্রত্যয় আমাদের এইমাত্র আলোচ্য প্রকারের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন হতো না। এগুলোকে অন্য কোনো প্রত্যয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যাকে এইচ এল এ হার্ট বলেছেন 'বাধকযোগ্য' প্রত্যয় (defeasible concept) বাধকযোগ্য প্রত্যয়ের ধর্ম হলো, আমরা এগুলোর পর্যাপ্ত শর্ত উল্লেখ করতে পারি না, কারণ শর্তাবলির যে তালিকা আমরা উল্লেখ করি না কেন, তাতে সর্বদাই একটি বাধক শর্তের উপস্থিতির সম্ভাবনা থেকে যায়, যা ওই প্রত্যয়ের প্রয়োগকে বাতিল করে দিতে পারে। বাধকযোগ্য প্রত্যয় সম্বন্ধে আমরা সবচেয়ে বেশি যা বলতে পারি তা হলো যে, ক, খ, গ শর্তগুলো একত্রে প্রত্যয়টির পর্যাপ্ত শর্ত হবে যদিনা উপস্থিত কোনো ধর্ম তাকে বাতিল বা শূন্য করে দেয়। কিন্তু, আমরা দাবি করতে চাই যে, আমরা সে কথা বলতে পারি মানে আমরা এখনও শর্তের পরিমণ্ডলে রয়েছি (Hart, 1951 : 136)। বাধকযোগ্য প্রত্যয়ের অধীন গুণধর্মগুলোকে সাধারণত একটি অভিমুখেই বিবেচনা করা যেতে পারে, পক্ষে বা বিপক্ষে।

হার্টের দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। 'প্রস্তাব' ('offer') ও 'গ্রহণযোগ্যতা' ('acceptance')কে কেবল একটি বৈধ চুক্তির অস্তিত্বের অভিমুখী হিসেবেই গণ্য করা

যেতে পারে; এবং প্রতারণা, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনাকে কেবল ওই চুক্তির বিরোধী অভিমুখেই গণ্য করা যায়। এমনকি কোনো বাধকযোগ্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও যদি আমাদের বলা হয় যে সেখানে কোনো বাধকধর্মের উপস্থিতি নেই, তাহলেও আমরা জানতে পারি যে, ক, খ, গ..., শর্তাবলির বা গুণধর্মের একটি সমষ্টি ওই বাধকধর্মের অনুপস্থিতিতে এর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত যে সেখানে একটি চুক্তি রয়েছে। একটি বাধকযোগ্য প্রত্যয়ের জন্য এটাই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় যে, কিছু গুণধর্মের সমষ্টি বাধকধর্মের অনুপস্থিতিতে পর্যাপ্ত হওয়ার কথা। বাধকযোগ্য প্রত্যয় পর্যাপ্ত শর্তহীন, কিন্তু আমাদের আলোচ্য অর্থে তা শর্তাধীন প্রত্যয়। অভিরুচির প্রত্যয় সম্বন্ধে আমাদের দাবি অনেক বেশি সবল; অর্থাৎ নেতিবাচক উপায়টি বাদ দিলে, আমাদের মতে, সেগুলো আদৌ শর্তাধীন নয়। যদি আমাদের সমস্ত বাধকধর্মের অনুপস্থিতির কথা বলাও হয়ে থাকে, তাহলেও আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, একটি বস্তু অবশ্যই মাধুর্যপূর্ণ হবে, তাতে মাধুর্যপূর্ণতার গুণাবলি দিয়ে যতই সম্পূর্ণভাবে বস্তুটির বর্ণনা দেয়া হোক না কেন (Davies, 1999 : 260)।

এখন পর্যন্ত আমাদের যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ অনেকাংশে কৌশলগত। উল্লেখিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগুলো ছাড়াও অনেক প্রত্যয় আমাদের ব্যাখ্যার প্রস্তাবনার চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত ও জটিল। প্রাসঙ্গিক শর্তাবলির একটাই উন্মুক্ত তালিকা থাকতে পারে কেবল তা নয়; একটি পর্যাপ্ত সমষ্টির জন্য কতগুলো শর্ত ওই তালিকা থেকে নেয়ার প্রয়োজন হবে তার কোনো নিয়ম থাকাও অসম্ভব হতে পারে; এমনকি ওই সমষ্টির অন্তর্গত ধর্মগুলো কোন মাত্রায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, তারও কোনো সূত্র থাকা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, নিরর্থক প্রচেষ্টা হিসেবে শর্তাবলির বর্ণনা দেয়া বা তার কোনো সূত্র নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে হতে পারে; এবং কেবলমাত্র প্রত্যয়ের সাধারণ ব্যাখ্যার দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, যেখানে থাকবে আদর্শ নমুনা, দৃষ্টান্ত ও পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের উল্লেখ। কাজেই, আমরা এই সমস্ত প্রত্যয়গুলোকে নিছক শর্তাবলির তালিকা দিয়ে, কোনো গৃহীত প্রক্রিয়া ও সূত্রাবলি অনুসারে প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তাতে ওই প্রক্রিয়া যতই জটিল হোক না কেন।

কারণ এই প্রত্যয়গুলোর একটির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য আমাদের অবশ্যই আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং নতুন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে শব্দটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে; প্রত্যেকটি নতুন দৃষ্টান্ত হতে পারে একটি ভিন্ন বস্তু, ঠিক যেমন প্রাসঙ্গিক ধর্মের দিক থেকে একজন বুদ্ধিমান শিশু আরেকজন বুদ্ধিমান শিশু থেকে ভিন্ন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের স্বতন্ত্র সমন্বয় প্রকাশ করে

থাকে। এই সমস্ত নতুন ক্ষেত্রে কৌশলী সূত্র ও প্রক্রিয়া কার্যকর নয়; দৃষ্টান্ত ও পূর্বসূরিদের অবদানের একটি জটিল সমষ্টিকে অনুসরণ করে আমাদের অবধারণের অনুশীলন করতে হবে। এখানে নান্দনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে চিহ্নিত অতিরিক্ত কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ, নান্দনিক পদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা নমুনা ও দৃষ্টান্ত থেকে শিখি, কিন্তু কোনো নিয়ম থেকে নয় এবং এগুলোকে আমাদের নতুন ও অভিনব দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় কোনো নিয়ম ও গৃহীত প্রক্রিয়ার সাহায্য ছাড়াই। কোনো প্রকার প্রত্যয়ই 'কৌশলী' বা নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়ার প্রয়োগকে অনুমোদন করে না (Budd, 1996: 211)।

এটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, নতুন ও অনন্য কোনো ক্ষেত্রে 'অলস' ('lazy') ও 'বুদ্ধিমান' (intelligent) এই ধরনের কোনো পদ প্রয়োগ করার সময় আমরা বলি যে, আমাদের অবধারণ করার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই রকম অনুশীলনের ক্ষেত্রে, এ কথা বলা বাঞ্ছনীয় নয় যে, আমরা অভিরুচির অনুশীলন করছি। অবধারণ করার অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবধারণগুলোর একে অপরের সুবিধা ও অসুবিধার ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে; এবং সম্ভবত আমাদের নির্ধারণ করতে বলা হচ্ছে যে, একটি সম্পূর্ণ নতুন গুণ একদিক থেকে অথবা অন্য কোনো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি-না। এটি দেখায় যে, যদিও আমরা বিবৃত শর্তের সমষ্টির পরিবর্তে নমুনা ও দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি এবং এগুলোর ওপর আস্থা রাখি, তবুও আমরা সাধারণ শর্ত ও সূত্রাবলির পরিধির বাইরে চলে যাই না। নমুনা ও দৃষ্টান্ত আবশ্যিকভাবে প্রাসঙ্গিক শর্তাবলি ও সূত্রের জটাজালের সঙ্গে জড়িত। পূর্বসূরি দৃষ্টান্তের সুবিধা নিতে হলে সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে এবং এক দৃষ্টান্ত থেকে আরেক দৃষ্টান্ত পর্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণভাবে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। এটাই হলো পূর্বসূরি দৃষ্টান্তের প্রধান কার্যাবলি। কাজেই, একটি স্পষ্ট আদর্শ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে এ কথা বলা সম্ভব যে, 'এটি ক, কেননা...।' এবং একে এমন ধর্মের ব্যাখ্যার সঙ্গে অনুসরণ করা সম্ভব, যা তার বিষয়বস্তুর সমর্থন প্রদান করে (Berleant, 1996 : 53)।

দৃষ্টান্তের প্রাসঙ্গিকতা

এটি নান্দনিক পদের ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব নয়। এই প্রত্যয়গুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে আমরা এমন কোনো শর্ত ও সূত্র নিষ্কাশন করতে পারি না, যার ভিত্তিতে নতুন কোনো ক্ষেত্রে ওই পদগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ও বোধগম্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। যখন মাধুর্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা শক্তবুনটে বাঁধা কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে, কেউ আমাকে বলে কেন সেটি ওই রকম হয়, কী কারণে সেটি ওই রকম হয়ে ওঠে, তখন এটি সর্বদাই আমাকে অবাক

করতে পারে যে, ওই ধর্মগুলো থাকা সত্ত্বেও সেটি সত্যিই মাধুর্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ইত্যাদি হয় কি-না (Sibley, 1968: 328)।

আমরা যা বলতে চাইছি তা নিম্নলিখিতভাবে আরও জোরালো হয়ে উঠতে পারে। যে ব্যক্তি অভিরুচি প্রত্যয়ের স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি জানে যে নান্দনিক বিষয়ে তার সংবেদনশীলতা নেই এবং এই অভাব সে প্রকাশ করতে চায় না, সে উদ্যমী প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা একটি সূত্র ও সামান্যীকরণে উপনীত হতে পারে। আরোহী প্রক্রিয়া ও বুদ্ধিদীপ্ত আন্দাজের দ্বারা সে স্বাভাবিকভাবেই সঠিক জিনিসটি বলতে পারে। কিন্তু তার খুব বেশি আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তাবোধ থাকতে পারে না। একটি স্বল্পতম পরিবর্তনে একটি বস্তু সম্বন্ধে অনেক সূত্র যে কোনো মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং সে একটি ভ্রান্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করে নিতে পারে। সঙ্গতিপূর্ণ সূত্র ও শর্তের সমষ্টি সম্বন্ধে সে যতই যত্নবান হোক না কেন, সে কেবল এটাই চিন্তা করার মতো অবস্থানে রয়েছে যে, বস্তুটি খুব সম্ভবত মাধুর্যপূর্ণ। অলস, বুদ্ধিমান বা চুক্তি ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো দিয়ে যিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কিছু সূত্র গঠন করেছেন যা তাকে সঠিক দিকে চালিত করে, তিনি ওই প্রত্যয়গুলো অনুধাবন করার সূচনা বিন্দুকে দেখাতে পারেন, কিন্তু তিনি মাধুর্যপূর্ণ কেমন হয় তা প্রত্যক্ষ করার সূচনা বিন্দুকে দেখাতে পারেন না।

যদিও তিনি কোনো কোনো সময় সঠিক জিনিস বলতে পারেন, কিন্তু তিনি মাধুর্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না, কেবল আন্দাজ করতে পারেন (Holloway, 1949: 185)। তিনি যতই বুদ্ধিমান হোন না কেন, আমরা তাকে খুব সহজেই ভুলভাবে বলতে পারি যে, কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ; এবং তার প্রবঞ্চনা সনাক্ত করার সামর্থ্য ছাড়াই কেন তা হয় তার ব্যাখ্যাও দিতে পারি। কিন্তু, যদি 'বুদ্ধিমান' পদটির ক্ষেত্রে আমরা ওই একই কাজ করি, তাহলে তিনি অন্ততপক্ষে একটি অসঙ্গতিকে উন্মোচিত করতে পারেন, যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তার মতো কোনো সত্তার বিশ্বের মাধুর্যের মতো প্রত্যয়ের কোনো প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকত না। সেক্ষেত্রে তার জীবনে ওই প্রত্যয়টি অন্য কোনো ভূমিকা নির্বাহ করত। চিৎকার চেঁচামেচি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একজন বধির মানুষের কাছে যে যুক্তি থাকতে পারে, এর চেয়ে বেশি তার কাছে যুক্তি থাকতে পারে না কোনো সুরুচিকর বস্তু বা ছবি ইত্যাদিকে পছন্দ করার জন্য। তিনি কোনো অভিরুচি চর্চার অনুশীলন করবেন না। সবচেয়ে ভালো, তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা উল্লেখ করার কাজে লাগতে পারে। ছবি, ভাস্কর্য, কবিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অভিরুচি চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা যা করেন, তিনি তার চেয়ে ভিন্ন কিছু করতেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, অনেক সময় এটি দেখতে মনে হতে পারে যেন একটি নান্দনিক পদ সূত্রানুসারে প্রযোজ্য হতে পারে। এই সমস্ত প্রয়োগক্ষেত্র বিভিন্ন ধরনের হয়। এদের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র একটির উল্লেখ করব। কাঁচের জিনিসপত্র সম্বন্ধে 'শৌখিন' বা 'ছিমছাম' শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, কেউ বলতে পারেন যে, অন্যান্য জিনিস অপরিবর্তিত রেখে কাঁচ যতই পাতলা হবে একটি কাঁচের জিনিস ততই শৌখিন হবে। অনুরূপভাবে, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রেও, এমন একটি মুহূর্ত থাকতে পারে যখন অধিক পাতলা ও কোমল হওয়ার জন্য অথবা আরও বেশি চকচকে হওয়ার জন্য তাতে একটি নান্দনিক পদের প্রয়োগ করা যায়। এই সমস্ত মুহূর্তে কেউ এমন একটি সূত্র গঠন করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিধির অন্তর্গত বস্তুর ক্ষেত্রে নান্দনিক পদটি প্রয়োগ করার জন্য সূত্রটি অনুসরণ করতে পারে। এমন হতে পারে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন তা ওই রকমই হয়, তখন ব্যবহৃত শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আদৌ নান্দনিক পদ নয়। যেমন, এই প্রসঙ্গে কাঁচের জিনিসের ক্ষেত্রে 'শৌখিন' শব্দটির প্রয়োগ আদৌ 'পাতলা', 'ভঙ্গুর' বা 'পলকা' শব্দগুলোর চেয়ে বেশি কিছু বোঝায় না।

তবে, সর্বদাই ব্যাপারটি সেই রকম নয়; লোকেরা অনেক সময় এমন মুহূর্তেও অভিরুচির অনুশীলন করেন যখন তারা বলেন যে, কাঁচের পাত্রটি অনেক শৌখিন যেহেতু তা খুব পাতলা, এবং যখন তারা জানেন যে, সেটি কম শৌখিন হতো যদি তা পুরু হত এবং আরও শৌখিন হতো যদি তা আরও পাতলা হতো। এইসব আপাতদৃষ্ট সূত্র অনুসারী দৃষ্টান্তগুলো হলো নান্দনিক পদের প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রান্তিক দৃষ্টান্ত (Macdonald, 1997 : 149)। যদি কেউ কেবল সূত্র অনুসরণ করত, তাহলে আমরা বলতাম না যে, সে অভিরুচি চর্চা করছে এবং আমাদের অনুমোদন করতে দ্বিধা হতো যে, তার আদৌ শৌখিনতা সম্বন্ধে ধারণা আছে কিনা যদি না সে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে যে, যেসব দৃষ্টান্ত সূত্রের অধীন নয়, সেই সব দৃষ্টান্তে সে এটি অবলোকন করতে পারে। যে-কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে, যখন সূত্রের দ্বারা নান্দনিক পদের প্রয়োগ হতে পারে, সেই সব মুহূর্তগুলো প্রান্তিক ও কেন্দ্রীয় কোনোটাই নয়; এগুলো ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত মাত্র।

অবশ্যই এটি চিন্তা করা যায় না যে, নান্দনিক পদের প্রয়োগের জন্য যে-কোনো শর্ত উল্লেখ করার অসম্ভাব্যতা ভাষার আপতিক দৈন্যদশা বা অযাথার্থ্যের পরিণতি, অথবা এটি একটি চূড়ান্ত জটিলতার বিষয়। এটি সত্য যে, 'গোলাপি', 'নীল' 'বাঁকা' ইত্যাদি পদ সব ধরনের গোলাপি, নীল ও বাঁকানো ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক নাম দেয়ার মতো কোনো প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করে না (Holloway, 1949: 186)। কিন্তু যদি আমাদের আরও

উদারভাবে বিশেষ নাম তাদের দিতে হতো, অথবা যদি আমাদের বিশেষ বিশেষ রঙের ও আকৃতির আরও বহু নমুনার প্রয়োগ করতে হতো, তাহলে কোনো শর্ত সরবরাহ করা আরও অসম্ভব হয়ে উঠত ওই একই কারণে।

শিল্পকর্মের বিশেষ গুণধর্ম

একটি শিল্পকর্ম সম্বন্ধে কিছু বলার সময় আমরা নিজেদেরকে এর স্বাতন্ত্র ও নির্দিষ্ট গুণধর্ম সম্বন্ধে সীমিত রাখি। আমরা বলি যে, এটি শৌখিন নিছক এই কারণে নয় যে এটি ফেকাসে রঙের, বরং এই কারণে যে এটি ওই বিশেষ রকমের ফেকাসে রঙের; এটি মাধুর্যপূর্ণ এই কারণে নয় যে এর রেখাগুলো কিছুটা বাঁকানো, এবং এই কারণে যে এর রেখাগুলো ওই বিশেষ রকমের বাঁকানো। আমরা এইরূপ বাক্যরীতি প্রয়োগ করি, 'ফেকাসে রঙের হওয়ার কারণে', 'উজ্জ্বল রঙের হওয়ার কারণে', 'রেখাগুলোর পরস্পর ছেদ করে যাওয়ার কারণে', এই সব ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে, আমরা এখানে সাধারণ গুণধর্মের উপস্থিতিকে নির্দেশ করছি না, বরং অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও বিশেষ গুণধর্মকে নির্দেশ করছি। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, কোনো রঙের বিশেষ একটি আভার, বা কোনো রেখার বিশেষ একটি বাঁকানো অবস্থার নির্দিষ্ট নামের সাহায্য নিয়েও অথবা তাদের নমুনা ও ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েও, যে-কোনো শর্ত নির্ধারণের প্রচেষ্টা নিরর্থক হবে। কারণ, একই গুণধর্ম, যথা একই রঙ, রেখা ও আকৃতি, কোনো একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টির সহায়ক হলেও, অন্যটির প্রতিকূল হয়। 'এটি অনেক শৌখিন হতো যদি তাতে ফেকাসে রঙটি না থাকতো', এ কথা আমরা সেই রঙ সম্বন্ধে বলতে পারি, যাকে অন্য একটি ছবির মাধুর্যের কারণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এই মন্তব্য করার একটি উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, যে গুণধর্ম কোনো কিছুকে মাধুর্যপূর্ণ, শৌখিন বা লাবণ্য করে তোলে, তা একটি বিশেষ অনন্য কোনো উপায়ের দ্বারা সমন্বিত; অর্থাৎ নান্দনিক গুণধর্ম এই সব নির্দিষ্ট রঙ ও আকৃতির বিশেষ অনন্য সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল, যাতে ন্যূনতম পরিবর্তন অনেক বড় মাপের পার্থক্য সূচনা করতে পারে। গুণধর্ম সম্বন্ধে কোনো শনাক্তকরণ, সার্বিকীকরণ ও পৃথকীকরণের প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো কিছুই অর্জিত হতে পারে না।

আমরা যুক্তি দিচ্ছি যে অভিরুচি প্রত্যয় কখনও শর্তাপেক্ষিক বা সূত্রাধীন হয় না ও হতে পারে না (Wisdom, 1953 : 237)। ওই রকম না হওয়াটাই তাদের আবশ্যিক ধর্ম। এই যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা খুব সাধারণভাবেই দাবি করেছি যে কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্মের পক্ষে ওইরূপ শর্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তারপর আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে উপস্থিত আরও বিশেষ গুণধর্মের এবং নান্দনিক পদের সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ স্বরূপত সাধারণ ধর্মের বিবেচনা করেছি। আমরা এই বিশেষ ধর্মগুলোর সঙ্গে নান্দনিক গুণাবলির

সম্বন্ধ কীরূপ তা বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করিনি। আমাদের নান্দনিক পদের প্রয়োগের সমর্থনে ও ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে, ওই ধর্মগুলোকে নির্দেশ করার জন্য আমরা যেসব বাক্যরীতি প্রয়োগ করি তার একটি বিচার-বিশ্লেষণ ভাষাগত সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে এই ব্যাপারটিকে জোরালো করে তোলে যে, আমরা সেগুলোকে ব্যাখ্যামূলক ও ন্যায্যতা-প্রদানকারী শর্ত হিসেবে প্রস্তাব করছি না। যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন আমরা একজন ব্যক্তিকে অলস ও বুদ্ধিমান বলি, তখন যে বিশেষণে বিশিষ্ট করে আমরা তাকে বর্ণনা করছি, তা দিয়েই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়।

উত্তরে আমরা বলি, 'কারণ সে প্রায়ই তার কাজ অসমাপ্ত রাখে', 'কারণ সে অমুক অমুক সমস্যার সমাধান দিতে পারে', ইত্যাদি। কিন্তু, যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমাদের মতে কেন একটি ছবি সামঞ্জস্যহীন, কেন একটি কবিতা গতিশীল ও শক্ত-বুনটে বাঁধা, তখন আমরা একটি ভিন্ন ধরনের কাজ করি। আমরা বলতে পারি 'এই পদ্যটি শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যেহেতু তা নিখুঁত ছন্দে রচিত ও তার বাক্যগুলোর মধ্যবিরতি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ', অথবা 'পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের অভাব ও সীমিত বর্ণ বৈচিত্র্য থাকার কারণে এটি অত্যন্ত বিষম'। কিন্তু, ভিন্ন বাক্যরীতি প্রয়োগ করেও আমরা যা চাই তা বলতে পারি : 'নিখুঁত ছন্দে রচিত হওয়া ও তার বাক্যগুলোর মধ্যবিরতি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এর সাবল্য ও বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী', 'এটি অত্যন্ত বিষম যেহেতু তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের অভাব ও সীমিত বর্ণ বৈচিত্র্য রয়েছে', 'বাম দিকের মূর্তিটি স্পষ্ট হওয়ার ফলাফল হলো এর সামঞ্জস্যপূর্ণতার অভাব', 'এর মাইনর কর্ড একে অত্যন্ত গতিশীল করে তুলেছে', 'এই পরস্পর-ছেদী রেখাগুলো এর নিবিড় সামঞ্জস্য প্রদান করেছে' আমরা এই বাক্যরীতিগুলোকে 'অলস' বা 'বুদ্ধিমান' পদগুলো দিয়ে পরিবর্তন করতে পারি না; যা কাউকে অলস করে তোলে, যা তার অলসতার জন্য দায়ী, যার কারণে সে অলস, এই সব বিষয়গুলোর উল্লেখ করতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে।

সাম্প্রতিক আলোচনায় একের পর এক লেখকেরা দাবি করেন যে, নান্দনিক অবধারণ 'যান্ত্রিক' বা নিয়মতান্ত্রিক নয়। 'সমালোচকেরা কোনো সূত্র গঠন করেন না এবং তাকে সমস্ত শিল্পকর্মে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেন না।' 'সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগে যান্ত্রিক সমস্যার মীমাংসা খুব সহজ। কিন্তু নান্দনিক সমস্যার সমাধান কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়।' বস্তুতপক্ষে, এই লেখকেরা দাবি করেন যে, ব্যক্তি অবধারণের 'স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্দাজ' দিয়ে এর কোনো বিকল্প প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা নেই, এবং এর চূড়ান্ত আদর্শ হলো ব্যক্তিগত অভিরুচি (Nicolson, 1997 : 234)। এখানে বিস্ময়কর ব্যাপারটি হলো, যদিও ওই রকম জিনিস বারবার পুনরাবৃত্ত হয়, কিন্তু কেউ বলে না যে 'অভিরুচি' ও 'যান্ত্রিক' শব্দগুলো

বলতে ঠিক কী বোঝায়। অভিরুচির প্রয়োজন হয় এমন অবধারণের পাশাপাশি আরও কিছু অবধারণ রয়েছে যা স্বতঃস্ফূর্ততা ও ব্যক্তিগত অবধারণের দাবি করে কিন্তু সেগুলো যান্ত্রিক নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা ছাড়া আমরা বুঝতে পারি না যে কীভাবে নান্দনিক অবধারণ যান্ত্রিক হয় না, অথবা কীভাবে তারা অন্যান্য অবধারণের থেকে ভিন্ন, এমনকি অভিরুচি ঠিক কী জিনিস সেটাও আমরা সনাক্ত করতে পারি না। এটাই আমরা চেষ্টা করেছি। নান্দনিক পদবিশিষ্ট অবধারণগুলোর আবশ্যিক ধর্ম হলো, এগুলো আমাদের আলোচ্য অর্থে শর্তের ওপর নির্ভর করে গঠিত হয় না। আমরা বিশ্বাস করি যে, এটাই হলো সাধারণভাবে অভিরুচি ও নান্দনিক অবধারণের যৌক্তিক কাঠামো, যদিও আমরা এখানে একে অধিক সীমিত অবধারণ হিসেবে বিবেচনা করেছি যা নান্দনিক পদকে প্রয়োগ করে। এটাই হলো 'অভিরুচি' বলতে যা বোঝায় তার অংশ।

নান্দনিক প্রত্যয়ের স্বরূপ

অভিরুচি প্রত্যয়কে নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে আমরা আরও কিছু প্রস্তাব করব, যা সেগুলোকে বুঝতে সাহায্য করবে। নান্দনিক অবধারণ যে শর্তাধীন নয় তার উপলব্ধি একটি প্রহেলিকার জন্ম দেয় এই প্রসঙ্গে যে, কীভাবে আমরা আমাদের নান্দনিক শব্দকোষের অন্তর্গত শব্দগুলোকে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করি। যদি আমরা কোনো সূত্র অনুসরণ না করি এবং তাদের প্রয়োগের কোনো শর্তও না থাকে, তাহলে কীভাবে আমরা জানি যে তারা প্রয়োগযোগ্য? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার একটি স্বাভাবিক উপায় হলো এটাই উল্লেখ করা যে, অন্য এক ধরনের শর্ত আছে যা শর্তাধীন নয় (Onions, 2001: 267)। আমরা বর্ণবাচক শব্দগুলোকে কোনো নিয়ম বা সূত্র অনুসরণ করে প্রয়োগ করি না। আমরা তাকিয়ে দেখি বইটি লাল রঙের, ঠিক যেমন মুখে দিয়ে স্বাদ নিয়ে বুঝি চা মিষ্টি। অনুরূপভাবে, বলা হয়ে থাকে যে, আমরা দেখি বস্তুটি মাধুর্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, লাবণ্যময় ইত্যাদি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগের সঙ্গে অভিরুচি অনুশীলনের এই তুলনা অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ঘটনা। আমরা 'অভিরুচি' শব্দটি যেভাবে প্রয়োগ করি সেটাই দেখায় যে ওই তুলনা অনেক প্রাচীন এবং খুব স্বাভাবিক। তবে, এদের সাদৃশ্য যাই হোক না কেন, এদের বৈসাদৃশ্যও অত্যন্ত বেশি। যদিও এখানে আমরা খুব নিপুণভাবে ওই তুলনা দেখাতে পারব না, কিন্তু তা অত্যন্ত মূল্যবান। তবে কিছু পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে এবং যে সমস্ত লেখক মনে করেন যে নান্দনিক অবধারণ যান্ত্রিক নয়, তাঁরা এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং এগুলোর দ্বারা প্রহেলিকার মধ্যে পড়েছেন।

প্রথমত, যেখানে আমাদের নান্দনিক গুণধর্মকে সনাক্ত করার সামর্থ্য আমাদের ভালো দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল, সেখানেও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও তা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। মিস ম্যাকডোনাল্ড বলেন, যারা প্রেক্ষাগৃহে কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনেন, মিউজিয়ামে ঘোরেন, কোনো একটি কবিতা পড়েন, তাদের প্রত্যক্ষ সামর্থ্য একই রকম হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাদের কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি কিছু উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। কিন্তু, তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন যে, বস্তুর এই ধর্মগুলোর দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা কেবল বিশেষভাবে যোগ্য পর্যবেক্ষকই উপলব্ধি করতে পারেন এবং প্রশ্ন তুলতে পারেন, 'ওই বেশি কিছু জিনিসটি আদৌ কী জিনিস?'

এটাই হলো নান্দনিক ও প্রত্যক্ষমূলক গুণধর্মের পার্থক্য যা অংশত আমাদের এই মতের দিকে চালিত করে যে, শিল্পকর্ম হলো অল্পসংখ্যক মানুষের উপলব্ধিযোগ্য বস্তু, সরল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু নয়। কিন্তু বস্তুর মধ্যে নিছক নান্দনিক গুণধর্ম উপলব্ধির জন্য একে ওই রকম বস্তু বলে মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই (Schwyzer, 1962: 355)। যে বস্তুকে নির্দেশ করার জন্য আমরা নান্দনিক পদের প্রয়োগ করি, সেগুলো বিভিন্ন ধরনের বস্তু এবং সেগুলো কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তির উপলব্ধিযোগ্য বস্তু নয়; যেমন মানুষ, স্থাপত্য, ফুল, বাগান, বাসনপত্র, আসবাবপত্র, কবিতা, সঙ্গীত আরও কত কিছু। এমনকি এদের গুণাবলিও সংখ্যালঘুর উপলব্ধিযোগ্য বস্তু নয়। এটি সত্য যে ভালো দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু আমরা অবশ্য বলি যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি বা লক্ষ করি (তুমি কি লক্ষ করেছো সে কত সুন্দর?, তুমি কি তার সমস্ত ছবির মধ্যে একটা সমতা পর্যবেক্ষণ করোনি?), বস্তুত এগুলো অতি সুপরিচিত পদার্থ। আমরা খুব ছোটবেলা থেকেই নান্দনিক পদ প্রয়োগ করতে শিখি, যদিও এগুলো আমাদের শিক্ষণের প্রাথমিক বস্তু নয়; এগুলো প্রয়োগ করার দক্ষতা আমাদের অবশিষ্ট শব্দকোষের ওপর নির্ভরশীল (Schwyzer, 1962: 358)। এগুলো বিরল নয়; দৈনন্দিন জীবনে এগুলো আমরা অহরহই প্রয়োগ করে থাকি।

আমরা যেভাবে নান্দনিক পদবিশিষ্ট অবধারণকে সমর্থন করি তার ওপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও অভিরুচি অনুশীলনের মধ্যে লক্ষণীয় দ্বিতীয় পার্থক্যটি নির্ভরশীল। কোনো শর্ত ও সূত্র ছাড়াই ওই প্রত্যয়গুলোকে প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের অবধারণকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি, অন্যকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি ও তাদের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করি। তাই, মিস ম্যাকডোনাল্ড বলেন, শিল্পকলা সংক্রান্ত বিতর্ক নিরর্থক, কারণ সমালোচকেরা শিল্পকলার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা

করেন সঠিক অবধারণ প্রতিষ্ঠা করার বিষয় দিয়েই। কাজেই, এই বিতর্ক অবরোহী ও আরোহী অনুমানের ওপর না করলেও, এর সংঘটনই দেখায় যে, ওই অবধারণগুলো অন্যান্য প্রত্যক্ষমূলক অবধারণ থেকে কত ভিন্ন।

এখন এটি স্পষ্ট যে, সমালোচকদের বক্তব্যের মধ্যে সাধারণত সহজলভ্য অ-নান্দনিক গুণধর্মসহ সেই সমস্ত গুণের উল্লেখ থাকে যেগুলোর ওপর নান্দনিক গুণাবলি নির্ভরশীল। কিন্তু, সমস্যাবহুল প্রশ্নটি থেকে যায় যে, ওই গুণধর্মগুলো উল্লেখ করে সমালোচক কীভাবে তাঁর অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করেন। সাম্প্রতিক সময়ের লেখকেরা এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। যেমন স্টুয়ার্ট হ্যামশায়ার বলেন, নান্দনিক আলোচনায় কেউ অংশগ্রহণ করেন সে যা দেখেছে তার জন্যই; কোনো বস্তুতে যা প্রতিভাত হচ্ছে তা দেখানোর জন্য যদি কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলেই নান্দনিক আলোচনার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্যটি হলো ওই সমস্ত গুণধর্মকে উপলব্ধি করার জন্য লোককে আকৃষ্ট করা (Hampshire, 1959 : 205)। প্রায়শই সমালোচকের বক্তব্য তাঁর অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রদান করে ভিন্ন একটি বিশেষ উপায়ে; যা তিনি উপলব্ধি করেছেন, এটি তা দেখতে আমাদের সাহায্য করে, যথা নান্দনিক গুণধর্ম। কিন্তু, যখন এটি স্বীকৃত যে, এটিই হলো সমালোচকের অন্যতম একটি কাজ, তখন সমস্যাটি আবার এই দিকে এসে দাঁড়ায় যে, সমালোচক কীভাবে তা করেন। কীভাবে এটা সম্ভব যে, লোকেরা যা দেখেনি, শিল্পকর্মের গুণাবলি সংক্রান্ত বক্তব্যের দ্বারা তা দেখানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি? এটি কোন ধরনের সামর্থ্য যা বক্তব্যের দ্বারা পরিমার্জিত হতে পারে? আলোচনা কখনও দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করতে পারে না।

আমরা অবশ্যই নান্দনিক পদ প্রয়োগে সফল হই, এবং যা দেখেছি তা বলে বা ইঙ্গিত ইশারা দিয়ে অপরকে দেখাতে সাধারণত সক্ষম হই। কেউ আশঙ্কা করতে পারেন যে, আমরা কীভাবে তা করতে পারি সেই সংক্রান্ত সমস্যা এবং নান্দনিক গুণধর্মের 'সংখ্যালঘুর দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য' হওয়ার সমস্যাও অনুপযুক্ত দার্শনিক মডেলের চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়। যখন কেউ দেখতে সক্ষম হয় না যে টেবিলের উপরে থাকা বইটি ধূসর রঙের, তখন আমরা তাকে কেবল বক্তব্যের দ্বারা তা দেখাতে পারি না। কাজেই, এটা সম্ভবত একটি প্রহেলিকা যে, আমরা একটি কলসের মাধুর্য কাউকে দেখাতে সক্ষম হতে পারি কেবল তার বর্ণনার মাধ্যমে। যদি এই প্রহেলিকা আমাদের দূর করতে হয় এবং নান্দনিক প্রত্যয় ও গুণাবলি উপলব্ধি করতে হয়, তাহলে আমরা কীভাবে বাস্তবত ওই প্রত্যয় প্রয়োগ করি, এই প্রশ্নের অনুপযুক্ত ব্যাখ্যা ও মডেলকে পরিত্যাগ করতে

হবে। সমালোচক যা করেন তার প্রতি প্রবল সম্মতি ও আগ্রহ নিয়ে, কেউ আশা করতে পারেন যে, কীভাবে সমালোচক তা করেছেন তার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু, খুব কম কিছুই এ বিষয়ে বলা হয়েছে বলে মনে হয় এবং যতটুকু বলা হয়েছে সেটাও সন্তোষজনক নয়।

ম্যাকডোনাল্ড ও হ্যামশায়ার

সমালোচকের কাজ সংক্রান্ত এই মতকে মিস ম্যাকডোনাল্ড গ্রহণ করেছেন যা কারণিক বা অনির্দেশিত তদন্তের জন্য স্পষ্ট নয় তার উপস্থাপন হিসেবে। তিনি প্রশ্ন করেছেন, একটি বিচারমূলক নির্ণায়ক অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত এবং কীভাবে? কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেননি। এর পরিবর্তে তিনি শিল্পকর্ম সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ভিন্ন প্রশ্নের ওপর জোর দেন। জটিল শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমালোচক সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাই মিস ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাব করেন যে, বিচারমূলক প্রসঙ্গে সমালোচক আমাদের সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেন যা তিনি নতুন ব্যাখ্যার মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু, 'তিনি কী দেখেছেন এবং কীভাবে দেখেছেন?' এই প্রশ্নটি যদি এ রকম হয়, তাহলে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যাকার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন না। সাধারণত তাঁর কাজ হলো সেই গুণাবলি উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করা যা অন্য সমালোচকেরা শিল্পকর্মের মধ্যে সচরাচর খুঁজে পান। নতুন ব্যাখ্যার ওপর জোর দেয়া মানে এই প্রশ্নকে স্পর্শ না করা যে, কীভাবে সমালোচক তার বক্তব্যের দ্বারা নতুনভাবে উপলব্ধ নান্দনিক গুণাবলিকে অথবা পুরনো গুণাবলিকে দেখতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন (Hampshire, 1959 : 205)। যে-কোনো ক্ষেত্রে, অনেক ব্যাখ্যার উৎস এমন কোনো জটিল কবিতা বা নাটকের পাশাপাশি সরল কবিতা বা নাটকও আপেক্ষিকভাবে থাকে। বাসনপত্র, আসবাবপত্র, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা অনুরূপ ভঙ্গিতে কথা বলি এবং একই রকম অবধারণ গঠন করি। কাজেই, বিভ্রান্তিজনক প্রশ্নটি থাকে এই রকম– আমরা কীভাবে ওই অবধারণগুলোর যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করি এবং আমরা যা দেখি তা দেখানোর জন্য কীভাবে অন্যকে সাহায্য করি?

হ্যামশায়ার অনুরূপভাবে বিশ্বাস করেন যে, বস্তুতে যা দেখা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কীভাবে সমালোচক তা করেছেন তার একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সমালোচকের বড় কাজ হলো বিশেষ একটি বস্তু যে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির কারণে সুন্দর ও কুৎসিত হয়ে ওঠে তা উল্লেখ করা এবং তাকে মনোযোগের রূপরেখার মধ্যে বন্দী করা। কারণ, যা দেখতে হয় ও শুনতে হয় তার সব কিছুই দেখা বা শোনা কঠিন

কাজ এবং এটি ধরে নেয়া একটি নিছক সংস্কার যে, যখন বস্তুতে রঙ ও আকৃতি বাস্তবত থাকে, তখন আক্ষরিকভাবে বা বস্তুনিষ্ঠভাবে রঙ ও আকৃতির প্রত্যক্ষীভূত ছন্দ সামঞ্জস্যের অনুরূপ কিছু বস্তুতে থাকে না। যাই হোক, এই অসাধারণ গুণাবলি, যা সমালোচকের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়ে থাকে, হলো এমন গুণাবলি যা সাক্ষাৎ আগ্রহের বিষয় নয়। কাজেই, তা আমাদের দেখানোর জন্য সমালোচক তার বর্ণনায় শব্দের অস্বাভাবিক প্রয়োগকে উপস্থাপন করেন; সাধারণ শব্দকোষ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয় বলে বস্তুর আসক্তিহীন প্রত্যক্ষকে কলুষিত করে। তাই এই গুণাবলিকে সাধারণ শব্দকোষ থেকে গৃহীত একটি রূপান্তরের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে রূপকার্থে বর্ণনা করা হয়ে থাকে (Carlson, 1983: 153)।

হ্যামশায়ার যা বলেছেন তার অধিকাংশই সত্য। কিন্তু, এখানে এই মতের ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্তি রয়েছে যে, সাধারণ শব্দকোষ আমাদের নান্দনিক উদ্দেশ্যকে অস্পষ্ট করে তোলে, যা অস্বাভাবিক ও রূপকধর্মী, এবং সমালোচক তাঁর ভাষার প্রধান ঝোঁকের বিপরীতে একটি নতুন শব্দকোষ নির্মাণে প্রয়োজনবোধ করেন। প্রথমত, যখন আমরা নান্দনিক গুণধর্মের বর্ণনায় নতুন রূপক সংযোজন করি, তখন আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনোভাবেই সাধারণ শব্দকোষ থেকে গৃহীত শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগকে বিপর্যস্ত করার প্রয়োজনবোধ করি না। আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি যে, নান্দনিক পদের স্বীকৃত শব্দকোষের একটি বড় অংশই এখন আর রূপকধর্মী নয়, তাতে তাদের রূপকধর্মী উৎস যাই হোক না কেন, এবং এর আরেকটি অংশ কিছু পরিমাণে রূপকধর্মী। দ্বিতীয়ত, আমাদের নান্দনিক উদ্দেশ্য সাধনে রূপকধর্মী ও অল্প-রূপকধর্মী প্রয়োগ অস্বাভাবিক ও এমন একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া যেখানে অন্য উদ্দেশ্য সাধনে নির্মিত একটি ভাষার দ্বারা আমরা চালিত হতে বাধ্য হই। এই মত নান্দনিক ভাষা ও গুণাবলির মুখ্য বৈশিষ্ট্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। সমালোচনায় 'গতিশীল', 'শক্তিশালী' 'শক্ত-বুনট' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তাদের প্রয়োগ করা হয় তারা তা যথাযথভাবে করতে পারে।

যে শব্দের রূপকধর্মী উপাদান নেই, সেই শব্দ দিয়ে আমরা তাদের প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনবোধ করি না। শিল্পকর্মের বর্ণনায় তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, আমরা নান্দনিক গুণধর্ম লক্ষ করি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত আক্ষরিক ও সাধারণ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে (Sibley, 1959: 448)। যদি 'গতিশীল' শব্দটি থেকে ভিন্ন কোনো শব্দ আমাদের থাকত, যাকে আমরা এমন একটি নান্দনিক গুণকে সনাক্ত করার জন্য প্রয়োগ করতে পারতাম যা 'গতিশীল' শব্দের সাধারণ অর্থ

থেকে ভিন্ন, তাহলে সেটি এমন কোনো গুণকে বর্ণনা করার জন্য প্রয়োগ করা যেত না যা 'গতিশীল' শব্দটি দিয়ে করা হয়ে থাকে। হ্যামশায়ার একটি নন্দনকাননের চিত্র অঙ্কন করেন, যার অধিবাসীরা সমস্ত রকম ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রতি অনাসক্ত ও সৃষ্টিশীল এবং তিনি বলেন যে, নান্দনিক গুণধর্মের বর্ণনা, যা আমাদের কাছে রূপকধর্মী, তাদের কাছে অত্যন্ত আক্ষরিক ও সুপরিচিত অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি তাদের একটি নতুন ও সাক্ষাৎভাবে বর্ণনামূলক শব্দকোষ থাকে, যার সঙ্গে আমাদের শব্দকোষের অন্তর্গত অ-নান্দনিক গুণধর্মের সম্পর্ক ও সুবিধা নেই, তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি এমন অনেক নান্দনিক গুণধর্ম সম্বন্ধে তাদের নীরব থাকতে হতো।

নান্দনিক গুণধর্মের সঙ্গে অ-নান্দনিক গুণধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ (Holloway, 1949: 184)। নান্দনিক প্রত্যয়ের সবগুলোই তাদের সঙ্গে একটি সংযোজনী বহন করে এবং কোনো-না-কোনোভাবে অ-নান্দনিক গুণধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। অনেক নান্দনিক পদ রূপকধর্মী বা অল্প-রূপকধর্মী হওয়ার অর্থ এই নয় যে সাধারণ ভাষা অত্যন্ত দুর্বলভাবে গৃহীত একটি উপায় যা দিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। হ্যামশায়ার যা বলেছেন, যখন কেউ তা লেখেন, তখন কেউ আবার আশঙ্কা করতে পারেন যে, বিচারমূলক ভাষা মূল্যায়িত হচ্ছে অন্য একটি মডেলের ভিত্তিতে। সাধারণত রূপকধর্মী ভাষার প্রয়োগ অন্য কোনো উদ্দেশ্যের নিরিখে ও অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু নান্দনিক উদ্দেশ্য ও পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সেই রকম হয় না। এটা করার জন্য একে ভাষার অস্বাভাবিক প্রয়োগ বলা মানে তা থেকে এটাই প্রতিপাদিত হয় যে এই উদ্দেশ্যের জন্য অন্য কোনো স্বাভাবিক প্রয়োগের অস্তিত্ব আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু, এটি নান্দনিক বিষয় সম্বন্ধে কোনো কিছু বলার একটি স্বাভাবিক উপায় (Miller, 1993 : 280-281)।

সমালোচকের দায়িত্ব

কাজেই, সমালোচক যা করেন, তাঁর অবাধারণের যুক্তিযুক্ততা তিনি যেভাবে প্রতিপাদন করেন এবং তিনি যা দেখেছেন তা পর্যবেক্ষককে দেখানোর জন্য যা করেন, তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য সমালোচক হিসেবে আমরা যা করি, আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করব।

১. আমরা খুব সহজভাবেই অ-নান্দনিক গুণধর্ম উল্লেখ ও শনাক্ত করতে পারি। যেমন কতগুলো রঙের সমন্বয়, রেখার নকশা, কালো গহ্বর। এই সমস্ত সহজ পৃথকযোগ্য গুণধর্মগুলো একটি চিত্রকে স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও গতিশীল করে তোলে এবং

এগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে আমরা কাউকে নান্দনিক গুণধর্ম দেখাতে সফল হতে পারি। আমরা তাকে একটি 'খ' ধর্ম দেখানোর চেষ্টা করছি অপর একটি 'ক' ধর্মের উল্লেখ করে। কখনও এটি করার সময়, আমরা এমন একটি ধর্মের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি যা হয়তো একজন অপ্রশিক্ষিত ও অমনোযোগী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেছে। 'বাম দিকের মূর্তিটির পুনরাবৃত্তির দিকে লক্ষ করো', 'তুমি কি ব্রঘেলের আইকারাসের মূর্তিটি লক্ষ করেছ? এটি খুব ছোট।' কোনো কোনো সময় এগুলো দৃষ্ট অথবা শ্রুত গুণধর্ম হয়ে থাকে, কিন্তু এদের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিভিন্নভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। 'লক্ষ করো কেন্দ্রীয় মূর্তিটি সে কত অন্ধকার করেছে, সন্নিকটবর্তী রঙের চেয়ে ওই রঙগুলো কত উজ্জ্বল', 'অবশ্যই তুমি একেবারে নিচের দিকে ওই কৃষককে পর্যবেক্ষণ করে থাকবে; কিন্তু এই ছবির অন্যদের মতোই তাকেও কি তুমি বিবেচনা করে থাকবে যে, আইকারাসের পতন লক্ষ না করেই সে তাঁর কাজ করে যাচ্ছে?' স্বাভাবিক চোখ, কান ও বুদ্ধির অধিকারী যে-কোনো লোকের দ্বারা পৃথকযোগ্য গুণধর্মের উল্লেখের ক্ষেত্রে, আমরা সেটাই বেছে নিই, যা কোনো কিছু দেখা বা অনুধাবন করার এক প্রকার সংকেতসূত্র বা চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করতে পারে (Anderson, 2000: 126)।

২. আমরা প্রায়শই সেই গুণাবলির উল্লেখ করি যা আমরা লোককে দেখাতে চাই। একটি চিত্রকে নির্দেশ করে আমরা বলি, 'লক্ষ করো চিত্রটি কত স্পর্শকাতর ও লাবণ্যময়' অথবা 'দেখো, এর কত প্রাণশক্তি ও সজীবতা।' নান্দনিক পদের প্রয়োগই স্বরূপত ওই চমকটি দেখাতে পারে।

৩. অনেক ক্ষেত্রে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্ম বিষয়ক মন্তব্যের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকে। 'তুমি কি এই ওই রেখাগুলো এবং এখানকার ওখানকার রঙগুলো লক্ষ করেছ ... এগুলো তার প্রাণশক্তি ও সজীবতা প্রদান করে না?'

৪. আমরা প্রায়শই বিস্তৃত ও কার্যকর উপমা ও বিশুদ্ধ রূপক প্রয়োগ করি। 'এ যেন প্রদীপ শিখার ছোট একটি আলোক বিন্দু', 'মনে হচ্ছে যেন সে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে রঙগুলো ছুড়ে দিয়েছে', 'আলো ঝলমল করছে, রেখাগুলো যেন নৃত্যরত, সবকিছুই এখন স্নিগ্ধ, হালকা ও প্রফুল্ল', 'তার ক্যানভাসগুলো যেন অগ্নিকুণ্ড, সবকিছুই জ্বলন্ত, দাউদাউ করে পুড়িয়ে দিচ্ছে, এমনকি তার সবচেয়ে প্রশমিত অংশও অবিরাম জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার শিখার প্রজ্বলন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্ভাসিত হচ্ছে', ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫. আমরা বৈপরীত্য, তুলনা ও প্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োগ করি। 'ধর সে এই হালকা হলুদ রঙ দিয়েছে, বাম দিকে সরিয়েছে, কত সমতল একে মনে হবে', 'তুমি কি মনে করো না যে এটি রেমব্রান্তের গুণসম্পন্ন একটি জিনিস?' 'এটি নোরফ্লকের গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মতো বিশুদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও স্নিগ্ধ নয় কি?' আমাদের কাছে যে সমস্ত সংকেত-সূত্র থাকে তা আমরা শ্রোতাদর্শকের জ্ঞাত সংবেদনশীলতা ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রয়োগ করি। সমালোচক ও ভাষ্যকার তাদের প্রক্রিয়ায় একটি চূড়ান্ত বিন্দু থেকে আরেকটি চূড়ান্ত বিন্দুর দিকে, রেখা, রঙ, স্বর ও ছন্দ সহ প্রত্যেকটি বিবরণের ওপর যন্ত্রণাদায়ক মনোযোগ থেকে আরও সুসজ্জিত ও জাঁকালো রূপকের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এমনকি উপযুক্ত উপাখ্যান ও রূপক দিয়ে সজ্জিত অত্যন্ত উদ্যমশীল আত্মজৈবনিক রূপরেখা দিয়েই ওই কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু, এটা কখনও সম্পূর্ণ রূপরেখা হবে না যদিনা এর সঙ্গে আরও কিছু মন্তব্য যোগ করা হয়।

৬. অনেক ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করে। যখন আমরা একটি ক্যানভাসের মুখোমুখি হই, তখন আমরা একই রেখা ও আকৃতির দিকে মনোযোগ দিয়ে, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করে, নিবিড় দৃষ্টিপাত করে, আরও সযত্নে শুনে, একই উপমা ও রূপক দিয়ে অতীতে ও একই স্থানে ফিরে যেতে পারি। আমরা একদা যা বলেছিলাম তা পুনরায় বলা অনেক সময় সাহায্য করতে পারে। যখন কেউ আবর্তিত গুণধর্ম দেখতে ব্যর্থ হয়, যখন কারও বিশেষণ ও রূপক কাজ করে না, তখন আমরা এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষণ ও রূপক নিক্ষেপ করি। আমরা এর বন্য গতির কথা বলি, এটি কত কঠিন ও জটিল, কত দুমড়ে মুচড়ে আবর্তিত হয়; আমরা অনেক নিকটবর্তী-সমার্থক শব্দ প্রয়োগে সফল হতে পারি।

৭. পরিশেষে, আমাদের শাব্দিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি, অন্যান্য অবশিষ্ট আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের কথার সঙ্গে উপযুক্ত স্বরধ্বনি, অভিব্যক্তি, অঙ্গাভঙ্গি, তাকানোর ভঙ্গি, মাথা নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যুক্ত করি। কখনও একজন সমালোচক তার কথার চেয়ে হাতের ইশারায় বেশি কিছু বলতে পারেন। একটি উপযুক্ত অঙ্গাভঙ্গি দিয়ে কোনো একটি চিত্রের অন্তর্গত হিংস্রতাকে অথবা কোমল রেখার ধর্মকে দেখানো যেতে পারে।

এই সমস্ত কর্মকাণ্ড ও সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নয়, তাতে তা বিশেষ একটি শিল্পকর্ম হোক অথবা পরিচ্ছেদ, রেখা, কোনো শিল্পীর সমগ্র শিল্পকর্ম সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য, অথবা সূর্যাস্তের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা। কিন্তু, বক্তার এই সব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও, তিনি যা দেখেছেন তা আমরা দেখতে ব্যর্থ হতে পারি

(Beardsley, 1958 : 189)। এখানে এমন কিছু থাকতে পারে যাকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ সংবেদনশীলতা হিসেবে পরিত্যাগ করতে পারেন। তিনি আমাদের আবার পড়তে ও তাকাতে বলতে পারেন, অথবা অন্য কোনো জিনিসের দিকে তাকাতে ও পড়তে বলতে পারেন, তারপর আবার সেখানেই ফিরে আসতে পারেন; জীবনের কত অভিজ্ঞতাই না আমরা এড়িয়ে যাই, তা দেখে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু, এটাই সেই কর্মকাণ্ড যা তিনি করেন। যদি কোনো কিছু সফল হয়, তাহলে এগুলোই সফল হতে পারে; বস্তুত এটাই সেই জিনিস যা করা যেতে পারে।

নান্দনিক প্রত্যয়ের লক্ষ্য

আমাদের বিচার্য বিষয় শিল্পকলা, দৃশ্য, ব্যক্তি বা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু যাই হোক না কেন, এভাবেই যে নান্দনিক প্রত্যয়কে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি তা স্পষ্টভাবে বুঝে, আমরা মনুষ্য কর্মকাণ্ডের পরিধিকে এই কর্মকাণ্ডের জন্যই উপলব্ধি করতে পারি। আমরা ভিন্ন ধরনের প্রত্যয়গুলোকে ভিন্ন কোনো উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করি। যদি আমরা কারও সম্মতি আদায় করতে চাই যে অমুক রঙটি লাল, তাহলে আমরা একে ভালো আলোতে নিয়ে এসে তাকে এর দিকে তাকাতে বলতে পারি; যদি সেটি নীলচে সবুজ রঙের হয়, তাহলে আমরা একটি রঙের তালিকা এনে তাকে তুলনা করতে বলতে পারি; যদি তাকে এই বিষয়ে একমত করতে চাই যে, এটি চৌদ্দটি বাহুবিশিষ্ট একটি আকৃতি, তাহলে আমরা তাকে তা গুণে দেখার কথা বলতে পারি; এবং যদি আমরা তাকে এ বিষয়ে একমত করতে চাই যে, কোনো কিছু একেবারে জীর্ণশীর্ণ বা কোনো ব্যক্তি খুব অলস, তাহলে আমরা একটু ভিন্ন কাজ করতে পারি, যেমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা, যুক্তি দেয়া, আচরণের বিচার-বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলো ওই সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। কিন্তু নান্দনিক গুণধর্ম দেখানোর জন্য যে উপায় আমরা অবলম্বন করি, তা থেকে সেগুলো ভিন্ন; এগুলো সেই ধরনের প্রত্যয় যা আমরা বর্ণনা করেছি (Walton, 1990)।

প্রত্যেক প্রকারের প্রত্যয় দিয়ে আমরা যা করি ও যেভাবে করি তার বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু, যে পদ্ধতি অন্যান্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত, তা নান্দনিক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয় এবং তা বিপরীতভাবেও সত্য। আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে পারি না যে কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ। দশটা চালেই এটি শেষ হয়ে যাবে তা পদ্ধতি, রূপক ও সমালোচকদের অঙ্গাভঙ্গি দ্বারা প্রমাণ করতে আমরা যেমন অক্ষম, এটি তার চেয়ে বেশি প্রহেলিকাপূর্ণ নয়। উত্থাপিত প্রশ্নটির কোনো উত্তরে আমরা যে বর্ণনা দিয়েছি তার বাইরে অনুমোদিত হয় না। কীভাবে এটি সম্ভব যে যখন আমরা এই সব কাজ করি, তখন

লোকেরা তা দেখতে সক্ষম হয়, এই প্রশ্ন করা মানে এই রকম একটি প্রশ্ন তোলা যে, কীভাবে এটি সম্ভব যে, যখন আমরা একটি বই আলোর সামনে নিয়ে আসি, তখন আমাদের সঙ্গীরা আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবে যে বইটি লাল রঙের। নন্দনতত্ত্বে এই ধরনের প্রশ্ন ও ধাঁধার কোনো স্থান নেই (Walton, 1990: 340)। নান্দনিক প্রত্যয় অন্যান্য প্রত্যয়ের মতোই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রত্যয়; এটি কদাচিৎ সংখ্যালঘুর প্রত্যয়। এটি দার্শনিকভাবে আরও সুপরিচিত ও ভিন্ন মডেলের পটভূমির বিপরীত যে সেগুলো উৎকট ও প্রহেলিকাপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়।

আমরা বর্ণনা করেছি কীভাবে লোকেরা নান্দনিক অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করে এবং বস্তুর মধ্যে নান্দনিক গুণধর্ম দেখানোর জন্য অন্যকে সাহায্য করতে পারে। আমরা শেষ করব এটাই দেখিয়ে যে, আমরা যে পদ্ধতির রূপরেখা অঙ্কন করেছি তা সূচনা থেকেই অভিরুচি প্রত্যয়ের জন্য স্বাভাবিক। যখন কেউ আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে একটি চিত্রকর্ম মাধুর্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এই সব পদ সম্বন্ধে আমাদের একটি ধারণা থাকে এবং এক অর্থে আমরা জানি যে আমরা কী খুঁজছি। কিন্তু, এই চিত্রে তিনি কীভাবে আমাদের ওই গুণাবলি দেখাতে পারেন সেই বিষয়ে যদি কোনো ধাঁধা থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে নান্দনিক পদ প্রয়োগ করা শিখেছি এবং কীভাবে নান্দনিক গুণাবলিকে অবলোকন করতে পারি সেই বিষয়েও অনুরূপ ধাঁধা থাকবে। কাজেই, আমরা প্রশ্ন করতে পারি কীভাবে আমরা ওই সব কাজ করা শিখেছি; এবং আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে (১) মানুষের কোন ধরনের অব্যক্ত ক্ষমতা ও প্রবণতা রয়েছে? ও (২) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওই ক্ষমতা ও প্রবণতাকে কীভাবে উন্নত করব ও তার সুবিধা গ্রহণ করব? এখন, এই দ্বিতীয় কাজটির জন্য কোনো সন্দেহ নেই যে, নান্দনিক গুণধর্মের ওপর আমাদের প্রতিক্রিয়া ও তা লক্ষ করার সামর্থ্য আমাদের পিতামাতা ও শিক্ষকের সাহচর্যের দ্বারা খুব ছোটবেলা থেকেই চর্চিত ও পরিশীলিত হয়ে থাকে। বর্তমান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, যখন দৃষ্টান্তের উপস্থিতির ভিত্তিতে আমাদের শিখতে হয় যে মাধুর্যপূর্ণ বা লাবণ্যময় বস্তু কেমন হয়, তখন যে পদ্ধতি, ভাষা ও আচরণ আমরা অনুসরণ করি, সেটাই হলো সমালোচকের পদ্ধতি (Sibley, 1959: 427)।

প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর অনুসন্ধান

উক্ত দুটি প্রশ্নের অনুসন্ধানে, প্রথমে 'গতিশীল', 'করুণ', 'সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'দৃঢ়', 'প্রফুল্লময়' ইত্যাদির মতো পদগুলো বিবেচনা করা যাক, যাদের নান্দনিক প্রয়োগ আংশিক রূপকধর্মী। পূর্বেই এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, আমরা ওই সমস্ত পদের প্রয়োগ

করতে পারি না এমন কোনো পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা ছাড়া যেখানে সেগুলো আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই এখন অনুসন্ধানের বিষয় হলো, কীভাবে আমরা তাদের আক্ষরিক প্রয়োগ থেকে নান্দনিক প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হই। এর জন্য প্রয়োজন হবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট একটি সামর্থ্য ও প্রবণতা, সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো কিছুকে বিবেচনা করা এবং এই সাদৃশ্যগুলোকে দেখা, মনোযোগ দেয়া ও বিশ্লেষণ করা।

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও সংবেদনশীলতার একটি ধর্ম হলো যে, আমরা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ওই কাজগুলো করি এবং এই প্রবণতা আরও উৎসাহিত ও বর্ধিত হওয়ার যোগ্য। আমাদের রূপক প্রয়োগ করা যে উচিত হবে তার চেয়ে এটি খুব বেশি হতবুদ্ধিকর নয় যে, আমাদের উচিত হবে ওই ধরনের নান্দনিক পদ প্রয়োগ করা। এই সব নান্দনিক পদের প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হওয়ার সহজ পথ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। আমরা শিশুদের প্রস্তাব করি যে এই গানটি খুব দ্রুত গতিশীল অথবা থেমে থেমে ধাবমান; তারপর আমরা অগ্রসর হই দেখাতে যে, এটি প্রাণবন্ত, প্রশান্তিময়, প্রফুল্লময়, অথবা করুণ, দুঃখ-দায়ক; এরপর শিশুদের অভিজ্ঞতা ও শব্দকোষের পরিধি বাড়লে, আমরা তাদের দেখতে পারি যে, এটি গতিশীল, গুরুগম্ভীর ও বিষাদময়। কিন্তু, শিশুরা নিজেই ওই রকম অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে এবং তাতে আগ্রহী ও আনন্দিত হতে পারে। এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রবণতা ছাড়া আমাদের প্রশিক্ষণ সম্ভব হতো না। যেহেতু আমরা এই প্রবণতার সুবিধা গ্রহণ করে শিশুদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি, সেহেতু সমালোচকেরা যা করেন, আমরা ঠিক সেটাই করি। আমরা শিশুদের কেবল মনোযোগ দিতে, তাকাতে বা শুনতে বলতে পারি; অথবা আমরা একটি গানকে খুব সহজেই প্রাণবন্ত বলতে পারি। কিন্তু সমালোচকেরা যেমন করেন, সেটাও আমাদের পক্ষে করা সম্ভব, যেমন পুনরাবৃত্তি, সমার্থক শব্দ প্রয়োগ, তুলনা, উপমা, রূপক, ইঙ্গিত-ইশারা ও অন্যান্য অভিব্যক্তি।

অবশ্য সাদৃশ্য ও সরল রূপকধর্মী বাচ্যের পরিধি উপলব্ধি করাই ভাষার নান্দনিক প্রয়োগের একমাত্র প্রক্রিয়া নয় (Schwyzer, 1962: 360)। অন্যান্য প্রক্রিয়া ভিন্নভাবে হয়ে থাকে; যেমন, আমাদের পূর্বে-উল্লেখিত প্রান্তিক দৃষ্টান্তগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যখন কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের নান্দনিক প্রশংসা কাঁচের সূক্ষ্মত্বের মতো বা কাপড়ের মসৃণতার মতো সরল হয়, তখন সেগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা, অনুরূপ আনন্দ জাগিয়ে তোলা ও উপযুক্ত নান্দনিক পদের অবতারণা করা খুব কঠিন কাজ নয়। এটি একটি সূচনা বিন্দু মাত্র; একটি পদ নান্দনিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে কিনা তা নিয়ে

কতক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের উল্লেখিত পদের অনেকগুলো এমনভাবে প্রয়োগ হতে পারে যা সোজাসুজি আক্ষরিক নয়, কিন্তু এদের সম্বন্ধে এ কথা বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত যে, সেগুলো অধিক নান্দনিক সংবেদশীলতার দাবি রাখে। আমরা উষ্ণ ও শীতল রঙের কথা বলি, এবং আমরা একটি উজ্জ্বল রঙের ছবি সম্বন্ধে বলতে পারি যে, এটি অন্ততপক্ষে প্রাণবন্ত ও সজীব।

যখন আমরা কাউকে এই ধরনের রূপকধর্মী পদের বাচ্যার্থ সম্বন্ধে অবগত করি, তখন সে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেখান থেকে সে এমন প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হতে পারে, যাকে নান্দনিক প্রয়োগ বলে গণ্য করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত হবে, এবং যা আরও নান্দনিক সংবেদনশীলতার দাবি রাখে। যখন আমরা শুরুতেই বলেছি যে নান্দনিক সংবেদনশীলতা অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিভার চেয়ে বিরল, তখন আমরা অস্বীকার করিনি যে প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত এটি মাত্রাভেদে পৃথক হয়। কিন্তু যখন কেউ উজ্জ্বল ক্যানভাসকে প্রাণবন্ত ও সজীব বলতে পারে কোনো কিছু যে সত্যিকারের স্পন্দনশীল তা চিহ্নিত করা ছাড়াই, অথবা সে একজন ছাত্রীর বহির্মুখী প্রতিভা, উৎসাহ বা শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে ছাত্রীটির অভ্যন্তরীণ তেজ ও প্রেরণা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েও, তখন এক্ষেত্রে তার নান্দনিক সংবেদনশীলতাকে বিশেষভাবে উন্নত বলে মনে করা যায় না। যাই হোক, এই প্রক্রিয়া একবার সাধারণ প্রয়োগ থেকে নান্দনিক প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে, নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ-পরিধি আরও বিস্তৃত হতে থাকে, আরও সূক্ষ্ম, আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। কাজেই, প্রাথমিক স্তরটি প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ও সহজ, তাতে তার রূপকধর্মী পরিবর্তন ও তার ভিত্তিস্বরূপ অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন।

এই একই কথা সেই সমস্ত পদের ক্ষেত্রেও সত্য যাদের কোনো আদর্শ অ-নান্দনিক প্রয়োগে নেই, যেমন 'প্রীতিকর', 'সুন্দর', 'মনোরম', 'মাধুর্য' ও 'লাবণ্য' প্রভৃতি (Anderson, 2000: 243)। আমরা বলতে পারি না যে এদের প্রয়োগ আমরা শিখেছি রূপকধর্মী প্রয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু, এগুলো বিভিন্নভাবে অ-নান্দনিক গুণধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এদের শিক্ষণ নির্দিষ্ট এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ও সামর্থ্যের দ্বারা সম্ভব। সাদৃশ্য লক্ষ করে আমরা সেগুলো খুব বেশি শিখি না, কিন্তু আমাদের মনোযোগ অন্য কোনোভাবে আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। অসাধারণ, ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা রয়েছে যা চোখ-কানকে আকৃষ্ট করে আমাদের মনোযোগ ও আগ্রহকে খর্ব করে দেয় এবং বিস্ময়, প্রশংসা, ভয় অথবা অভিরুচিহীনতার দিকে আমাদের চালিত করে। ওইভাবে শিশুরা শুরু করে সাধারণ সূর্যাস্ত, শরতের গাছপালা, গোলাপ ও অন্যান্য

মনোরম রঙিন বস্তুর দিকে প্রতিক্রিয়া দিয়ে, এবং এই রকম পরিস্থিতিতেই আমরা 'মনোরম', 'সুন্দর', 'প্রীতিকর', 'মাধুর্যপূর্ণ' ও 'কুৎসিত' ইত্যাদি পদের সূচনা বিন্দু খুঁজে পাই। এটি কোনো আপতিক ঘটনা নয় যে, নান্দনিক উপলব্ধির প্রথম পাঠ শিশুকে ঘাসের দিকে নয়, গোলাপের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত; এটাও বিস্ময়কর নয় যে, আমরা তাকে লক্ষ করতে বলি প্রশমিত মলিন রঙের শীতের দিকে নয়, শরতের রঙের দিকে।

কেবল শিশুরা নয়, আমরা সবাই খুব সহজেই ওই সমস্ত সাধারণ ও সহজগ্রাহী বস্তুর দিকে নান্দনিক মনোযোগ দিয়ে থাকি। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে নব বসন্তের ঘাসের দিকে, প্রথম তুষারপাতের দৃশ্য ও পাহাড়-পর্বতের আড়ালে মেঘের আনাগোনা, সূর্যে কিরণের লুকোচুরি ইত্যাদির দিকে তাকাই। আমরা বৃহৎ আকৃতির কোনো বস্তু দেখে অভিভূত হই, যেমন পাহাড়-পর্বত ও ক্যাথিড্রাল। আমরা অনুরূপভাবে নিখুঁতভাবে গড়া কোনো ক্ষুদ্র বস্তু অথবা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দিকে মনোযোগ দিই, যেমন অলঙ্কার, কাঠের ওপর নকশা, ছাদের সিলিঙের নকশা ইত্যাদি। এই সময় আমরা প্রাকৃতিক আগ্রহ ও মুগ্ধতার সুবিধা গ্রহণ করে প্রথমে খুব সরল শব্দের প্রয়োগ শেখাই (Dovies, 1999:163)। মধ্যম মানের জটিলতা ও নান্দনিক সংবেদনশীলতা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের নান্দনিক আগ্রহকে প্রধানত ওইরূপ পরিস্থিতিতে অব্যাহত রাখে এবং কেবল সাধারণ শব্দের প্রয়োগ করে (যেমন, 'সুন্দর', 'মনোরম' ইত্যাদি)।

এই সমস্ত পরিস্থিতি সূচনা বিন্দু হিসেবে কাজ করে যেখান থেকে আমরা আমাদের নান্দনিক আগ্রহকে বিস্তৃত করতে পারি আরও ব্যাপক ও কম স্পষ্ট পরিধির মধ্যে এবং আরও সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট শব্দকোষের প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হতে পারি (Budd, 1991: 208)। সূত্রটি কখনও পরিবর্তিত হয় না; 'মাধুর্যপূর্ণ', 'মনোরম', 'প্রীতিকর', 'চমকপ্রদ' ইত্যাদির মতো আরও সুনির্দিষ্ট পদের শিক্ষণের ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক গুণধর্মের প্রতি আমাদের আগ্রহ ও মুগ্ধতা ('সে খুব সহজেই এগিয়ে চলেছে, যেন ভাসমান একটি বস্তু', 'এটি এতই পাতলা ও ভঙ্গুর যে মনে হয় ফুঁ দিলেই ভেঙে পড়বে', 'খুব ছোট কিন্তু জটিল', 'অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত')। এমনকি যে সমস্ত পদ স্বরূপত রূপকধর্মী নয়, সেগুলো দিয়ে আমরা ওইভাবে সমালোচকের পদ্ধতি, তুলনা, ব্যাখ্যা ও রূপকের ওপর আস্থা রাখি যাতে শিক্ষা দেয়া যায় ও স্পষ্ট করে তোলা যায় তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন।

আমরা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়ার প্রাকৃতিক ভিত্তির ওপর জোর দেয়ার চেষ্টা করেছি, যেগুলো ছাড়া নান্দনিক পদের শিক্ষণ সম্ভব নয়। কোন ধরনের গুণধর্মের ওপর আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি তার একটি

রূপরেখাও দেয়ার চেষ্টা করেছি, যেমন বিভিন্ন প্রকার সাদৃশ্য, লক্ষণীয় রঙ, আকৃতি, গন্ধ, আয়তন, নৈকট্য ইত্যাদি। এমনকি অ-রূপকধর্মী নান্দনিক পদগুলোর সঙ্গে সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক গুণধর্মের নিবিড় সংযোগ রয়েছে, যার দ্বারা আমাদের আগ্রহ, বিস্ময়, মুগ্ধতা, আনন্দ অথবা অভিরুচিহীনতার উদ্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু, আমরা বিশেষভাবে দাবি করতে চাই যে, এটি প্রহেলিকার মতো আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা নয় যে, সমালোচকেরা লক্ষণ-সূচক গুণধর্মের নির্দেশনা দিয়ে এবং সেই বিষয়ে কিছু বলে তাঁরা তাঁদের অবধারণকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং আমাদের নান্দনিক গুণধর্মের উপলব্ধিতে সাহায্য করেন। এটি সেই রকমই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে লোকেরা একেবারে শুরু থেকেই আমাদের নান্দনিক বোধশক্তি ও প্রাসঙ্গিক নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। যদি আমরা ওই সমস্ত পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া করে থাকি, তাহলে এটি বিস্ময়কর নয় যে, আমরা এখন সমালোচকদের প্রসঙ্গের প্রতি প্রতিক্রিয়া করছি। যদি এই ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে লোকেরা বস্তুর নান্দনিক গুণধর্ম উপলব্ধি করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য না করতে পারত, তাহলে তা বিস্ময়কর হতো। কারণ, তখন এটাই প্রমাণিত হতো যে, এক প্রকার উপলব্ধি ও কর্মকাণ্ডের সামর্থ্য আমাদের নেই। এ পর্যায়ে নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত ফ্রাঙ্ক সিবলির বক্তব্যকে অধ্যাপক সাইজার কীভাবে সমালোচনা করেন তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

সিবলি ও সাইজার

অধ্যাপক সাইজারের মতে, যখন আমরা নান্দনিক অবধারণ গঠন করি অথবা নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলি, তখন আমরা তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দেই। এমনকি, আমাদের মন্তব্য সম্বন্ধে সংশয় না উঠলেও, আমরা মনে করি যে সেগুলোর জন্য আমাদের অবশ্যই যুক্তি রয়েছে। এভাবে আমরা কাউকে বলতে পারি যে গত রাতে একটি ভালো চলচ্চিত্র দেখেছি; তারপর এর মূল ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অগ্রসর হতে পারি। অথবা, আমরা কাউকে একটি জাঁকালো পোশাক কেনার জন্য বকাবকি করতে পারি; তারপর এর রঙ, নকশা ও আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলার দিকে অগ্রসর হতে পারি। প্রশ্ন হলো: আমরা প্রাথমিকভাবে যা বলি এবং পরে যা বলার জন্য অগ্রসর হই তার মধ্যে সম্বন্ধ কী? অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমটির যুক্তিযুক্ততা বা ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে কেন? কারণ, প্রথম উক্তিগুলো মূল্যায়নমূলক এবং এদের ক্ষেত্রে 'অভিরুচি' থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিগুলো নিছক বর্ণনামূলক। ফ্রাঙ্ক সিবলির 'নান্দনিক প্রত্যয়' বিষয়ক মতের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আমাদের নান্দনিক মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রদানে আমরা যেভাবে অগ্রসর হই, তা থেকে উৎপন্ন প্রহেলিকার সমাধান দেয়া।

সিবলি সমস্যাটিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন : সমালোচকেরা ও অন্যরা যে সমস্ত পদ প্রয়োগ করেন, তাদের মধ্যে নান্দনিক পদগুলো তাদের প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভিরুচি, সংবেদনশীলতা ও প্রত্যক্ষযোগ্যতার দিক থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'মাধুর্যপূর্ণ', 'লাবণ্যময়', 'শক্তিশালী', 'করুণ', 'চমকপ্রদ', 'মনোরম', 'সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'গতিশীল' ইত্যাদি; এগুলোর নান্দনিক প্রয়োগ থাকতে পারে। এই অর্থে কেবল বিশেষণ পদই নয়, 'টানাপড়েন উৎপন্ন করে', 'অমুক তাৎপর্য বহন করে', 'একত্রে সংস্থাপিত হয়' ইত্যাদি উক্তিও উপযুক্ত পরিস্থিতিতে নান্দনিক হতে পারে। এগুলোর বিপরীতে রয়েছে অ-নান্দনিক পদ, যেমন 'লাল', 'চিৎকার-চেঁচামেচি', 'বর্গাকার', 'বাঁকানো' ইত্যাদি; এগুলো স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই প্রয়োগ করা হতে পারে।

সিবলির মতে, প্রায়শই আমরা যখন নান্দনিক পদ প্রয়োগ করি, আমরা তখন এমন কিছু গুণধর্মের উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা দেই যাদের সনাক্তকরণ অভিরুচির অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল নয়। 'এটি প্যাস্টেল রঙের ও বাঁকানো রেখা বিশিষ্ট হওয়ার কারণে মাধুর্যপূর্ণ', 'এক দল মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে থাকার কারণে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙের হওয়ার কারণে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি।' বাঁকানো, কৌণিক, রঙ, ভর, গতির তীব্রতা ইত্যাদি গুণধর্মের মতো কোনো অভিরুচি ও সংবেদনশীলতার অনুশীলন ছাড়াই দর্শনযোগ্য, শ্রবণযোগ্য ও অন্যান্য কোনো উপায়ে প্রত্যক্ষযোগ্য গুণধর্মের উপস্থিতির ওপর নান্দনিক গুণধর্ম নির্ভরশীল এবং এদের কারণেই নান্দনিক পদের প্রয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে (Sibley, 1968: 329)। সিবলি উল্লেখ করেন যে, যখন আমরা বিবেচনা করি যে এটি কোন ধরনের নির্ভরতা, তখনই সমস্যাটি ওঠে, কারণ নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার শর্ত হিসেবে কাজ করে এমন কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্ম নেই। এটি সত্য যে কিছু নান্দনিক প্রত্যয় 'নঞর্থকভাবে শর্তাধীন'। যদি আমাকে বলা হয় যে একটি চিত্রকর্ম মূলত ধূসর রঙ দিয়ে অঙ্কিত এবং এর সমস্ত রেখাই হলো সরল রেখা, তাহলে আমরা জানব যে এটি মনোরম বা জাঁকালো বা উজ্জ্বল নয়। কিন্তু, এটি খুব বড় মাপের সাহায্য নয়, কারণ এক্ষেত্রে আমরা জানব না যে তাহলে সেটি ঠিক কী রকম, এটা কি লাবণ্যময়, প্রাণবন্ত, নাকি নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। নঞর্থক শর্তাধীন দৃষ্টান্তগুলোর বাইরে নান্দনিক পদ আদৌ শর্তাধীন নয়। তাদের প্রয়োগের আবশ্যিক শর্তও নেই, পর্যাপ্ত শর্তও নেই। এমনকি এগুলো বর্জনযোগ্যও নয়, অর্থাৎ এদের প্রয়োগের পর্যাপ্ত শর্ত বিবৃত করার সক্ষমতার বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনুপযুক্ত গুণধর্মের উপস্থিতির সম্ভাবনা।

সাইজারের আপত্তি

কাজেই, সমস্যাটি হলো: সমালোচক হিসেবে আমরা কীভাবে একটি নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করি এমন কিছু গুণধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করে, যেগুলো ওইরূপ প্রয়োগের পর্যাপ্ত শর্ত নয়? সিবলি বলেন, 'এটি স্পষ্ট যে, সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য অ-নান্দনিক গুণধর্মসহ সাধারণত সেই সমস্ত গুণধর্মের উল্লেখ ও নির্দেশনা থাকে, যার ওপর নান্দনিক গুণধর্ম নির্ভরশীল। কিন্তু, যে প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্নটি থেকে যায় তা হলো, ওই সমস্ত গুণধর্মের উল্লেখ করে সমালোচক কীভাবে তাঁর অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করেন?' (Sibley, 1968: 332)। কিন্তু সিবলির যুক্তি অনুসারে, শর্তের ওপর নির্ভরশীলতার এই অভাব নান্দনিক প্রত্যয়ের দিক থেকে কোনো দুর্বলতা বা ব্যর্থতা নয়। বস্তুত, ওইরূপ শর্তের অনুসন্ধান করা মানে সমালোচনার স্বরূপকে ভুল বোঝা :

> নান্দনিক প্রত্যয় অন্যান্য প্রত্যয়ের মতোই স্বাভাবিক প্রত্যয়; এটি কদাচিৎ সংখ্যা-লঘুর প্রত্যয় হয়ে থাকে। এটি দার্শনিক দিক থেকে সুপরিচিত ও ভিন্ন মডেলের পটভূমির বিপরীত যে, এগুলো প্রহেলিকাপূর্ণ ও উৎকট হয়ে থাকে।...আমরা কখনও যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে পারি না যে কোনো কিছু হলো মাধুর্যপূর্ণ; কিন্তু, এটি এই পরিস্থিতির চেয়ে বেশি প্রহেলিকাপূর্ণ নয় যেখানে সমালোচকের পদ্ধতি, রূপক ও অঙ্গাভঙ্গির দ্বারা আমরা প্রমাণ করতে অক্ষম হই যে, এই খেলাটি দশটি চালেই শেষ হবে (Sibley, 1968: 330)।

যদি আমরা সন্ধান করতে চাই যে নান্দনিক পদ প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করা কী দিয়ে সম্ভব, তাহলে আমাদের অবশ্যই সমালোচনার ধারা সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমাদের দেয়া হয়, তা কেবল সমালোচকের আচরণের বর্ণনার মধ্যেই নিহিত। সিবলি বলেন :

> আমরা নিজেরা যে নান্দনিক গুণাবলি অবলোকন করি তা অন্যকে দেখানোর চেষ্টা করার জন্য সমালোচক হিসেবে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। আমরা শুরু করতে পারি অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করে: ওই সমস্ত রঙের বিন্যাস, ছায়াচ্ছন্ন বস্তু, 'ওই রেখাগুলোর দিকে লক্ষ করো'; অথবা সেই সমস্ত গুণধর্মের উল্লেখ করতে পারি যা আমরা লোককে দেখাতে চাই: 'লক্ষ করো এটি কত স্পর্শকাতর ও লাবণ্যময়...'। আমরা উপমা, রূপক, তুলনা, বৈপরীত্য ও পুনরাবৃত্তির সাহায্য নিতে পারি। পরিশেষে, আমাদের শাব্দিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি, আমাদের প্রাসঙ্গিক আচরণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কথার সঙ্গে উপযুক্ত ধ্বনি, অঙ্গাভঙ্গি ও অভিব্যক্তিকে যুক্ত করতে পারি (Sibley, 1968: 334)।

কিন্তু শুরুতেই যদি আমরা প্রহেলিকার মধ্যে পড়ি, তাহলে ওই ধরনের বর্ণনা আমাদের কোনো সাহায্য করবে না। আমরা জানতে চাই যে, অভিরুচি বা প্রত্যক্ষযোগ্যতা ছাড়াই

যেসব গুণধর্মের সনাক্ত করা যায়, তার উল্লেখ করে কীভাবে একটি শব্দ প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা প্রদান করতে পারি, যার জন্য অভিরুচি ও প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সংক্ষেপে, কোন যুক্তির ভিত্তিতে একটি নান্দনিক পদ প্রয়োগের জন্য অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করা যায়? যদি বলা হয় যে সমালোচকেরা যা করেন, সেটাই তাদের অবধারণের সমর্থন প্রদান করে, তাহলে তা যথার্থ হবে না। কল্পনাবিলাসীরাও তাদের দাবির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেন আমরা সবাই যা জানি বা গ্রহণ করি তার উল্লেখ করে। সমালোচকদের মতো তারাও বাচনভঙ্গি ও অঙ্গাভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।

যদি সমালোচনা আদৌ সম্মানযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই দেখানো সম্ভব যে বাস্তবত সেটা সেই রকমই হয়। যদি এটি সঠিক হয় যে সমালোচকেরা তাঁদের অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের পক্ষে অবশ্যই একটি যুক্তিকে যুক্তি হিসেবে দেখা সম্ভব হবে। এবং আমরা এটাও বলতে সক্ষম হব যে, এই সমালোচনাগুলো কোনো অনুপযুক্ত মডেলের পটভূমি থেকে বিবেচিত নয়। অন্যান্য প্রসঙ্গ অপেক্ষা বিচারমূলক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে কি 'সমর্থন প্রদান করা', 'যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করা', 'ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা' ইত্যাদি অভিব্যক্তির ভিন্ন কোনো অর্থ রয়েছে? একটি অবধারণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা কি একটি অবধারণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা নয়, তাতে কেউ যে অবধারণই প্রতিষ্ঠা করুক না কেন? একটি মন্তব্যের দ্বারা যে সমর্থন প্রদান করা হয় তা যে একটি সমর্থন, সেটা দেখানোর অবশ্যই একটি উপায় একটি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যায় থাকবে।

সিবলি বনাম সাইজার

এই স্তরে বিস্তারিতভাবে দেখানো যাক, সিবলির সঙ্গে সাইজারের মতপার্থক্য কোথায়। সাইজার আদৌ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন না যে, নান্দনিক প্রত্যয় শর্তাধীন। তিনি এটাও অস্বীকার করতে চাইছেন না যে, সমালোচকেরা যা করেন বলে সিবলি মনে করেছেন তা সঠিক। নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে আমরা অবশ্যই অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করি এবং সমালোচকের অশাব্দিক আচরণও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

সাইজার যা অস্বীকার করতে চাইছেন তা হলো, একটি নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যা করা যায়, তার জন্য অশাব্দিক আচরণ সমেত অথবা কেবল অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করাই পর্যাপ্ত। নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেয়ার বিষয়টি অ-নান্দনিক গুণধর্ম উল্লেখ করার বিষয় এ কথা শুনে এটাই মনে হয় যে, সমালোচকেরা

একটি যৌক্তিক অঞ্চল থেকে আরেকটি যৌক্তিক অঞ্চলের দিকে বিচরণ করেন। তাঁর উক্তি ও অঙ্গাভঙ্গি তাঁকে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ভিসা প্রদান করে না। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে সমালোচকেরা আদৌ ওই রকম ভ্রমণ করেন না। (নান্দনিক ও অ-নান্দনিক) শব্দ ও তার প্রয়োগ এবং যে সমস্ত গুণধর্মের ওপর সেগুলো প্রযোজ্য হয়, তাদের প্রতি সিবলির মোহ তাঁকে প্রকৃত বিচারমূলক উক্তির স্বরূপ সংক্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি থেকে বিচ্যুত করেছে।

যদি আমরা একটি কলসকে মাধুর্যপূর্ণ দেখতে চাই, তাহলে আমরা কেবল এটাই বলতে পারি না যে, এটি লম্বা, পাতলা ও কিছুটা বাঁকানো। সিবলি এই বিষয়ে সচেতন এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আমরা সাধারণ গুণধর্মের উপস্থিতিকে নির্দেশ করি না, আমরা নির্দেশ করি নির্দিষ্ট কোনো গুণধর্মকে, যেমন আমরা বলি এটি মাধুর্যপূর্ণ 'এই কারণে নয় যে এটি কিছুটা বাঁকা, বরং এই কারণে যে এটি নির্দিষ্ট একরূপে বাঁকা।' এখন এই প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক: কলসটি যে মাধুর্যপূর্ণ তা আপনাকে দেখানোর জন্য আমরা কেন অকপটেই এ কথা বলতে পারি না যে, সেটি লম্বা, পাতলা ও কিছুটা বাঁকানো? বলতে পারি না, কারণ যে-কোনো ব্যক্তি তা নিজেই দেখতে পারে এবং নিজেই বলতে পারে সেটি সেই রকম। কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি ওই রকম কিছু বলতে না পারি, তাহলে কীভাবে এটি সম্ভব যে আমরা এভাবে তা বলতে পারি : 'তুমি দেখতে পাচ্ছ কলসটির ওপর দিকটি ও তলার দিকটি কত বাঁকিয়ে রয়েছে...?' 'যেহেতু তুমি তা নাও দেখে থাকতে পারো, সেহেতু তুমি তা নাও বলতে সক্ষম হতে পারো'।

এখন, প্রশ্ন হলো, কেন তা সেই রকম হয়, যখন আমরা যা বলছি তাতে কোনো নান্দনিক পরিভাষা নেই? মনে হয় কেবল একটা জিনিসই এখানে 'সহজভাবে পৃথকযোগ্য অ-নান্দনিক গুণধর্ম হতে পারে। কিন্তু, এর চেয়েও এখানে অনেক বেশি কিছু বলতে হয়। যেমন, কেউ কি দেখেছে এর স্কন্ধ কীভাবে ওপর ও নিচের দিকে ধাপে ধাপে বাঁকানো; কেউ কি তা দেখেনি। এর নীতিকথা হলো এই যে, যখন আমরা বলি 'কীভাবে ধাপে ধাপে...', তখন আমরা নান্দনিক প্রসঙ্গের মধ্যে যুক্ত হচ্ছি, যদিও আমরা এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করিনি যা ওই উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত। যখন আমরা খুব জোরের সঙ্গে দাবি করি যে আমাদের কলসটি মাধুর্যপূর্ণ এবং এর বাঁকানো সম্বন্ধে কিছু বলতে অগ্রসর হই, তখন আমরা নান্দনিক থেকে অ-নান্দনিকের দিকে অগ্রসর হইনি, কারণ আমরা আদৌ অ-নান্দনিকভাবে কথা বলিনি। যদি তা করতাম তাহলে তা একজন সমালোচক হিসেবে আমাদের ভূমিকার বাইরে কিছু করা হতো।

নান্দনিক ও অ-নান্দনিকের পার্থক্যের প্রসঙ্গটি সেই পরিধির মধ্যে পড়ে যেখানে আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও স্বাভাবিক বোধশক্তির দ্বারা বলতে পারি এবং পারি না যেখানে 'আমরা যা বলতে পারি না' অভিরুচি ও প্রত্যক্ষযোগ্যতার অভাব থাকার কারণে, যেমন শিক্ষণ বা অন্তর্দৃষ্টির অভাবে। সিবলি ঠিক একই কথা বলতে চেয়েছেন তাঁর লেখার প্রথম অনুচ্ছেদে। আমরা শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করি, তাকে সিবলি দুটি বৃহৎ দলে ভাগ করেন। একটি দল সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্য স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী যে কেউ করতে পারে।' অপর দল সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্যের জন্য নান্দনিক পৃথকযোগ্যতা বা উপলব্ধির সংবেদনশীলতা, প্রত্যক্ষযোগ্যতা ও অভিরুচির অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।' এখন লক্ষ করা যাক তাঁর বক্তব্য কীভাবে অগ্রসর হয়েছে? 'অনুরূপভাবে, যখন একটি শব্দ বা উক্তি এমন হয় যে যার প্রয়োগের জন্য অভিরুচি, ও প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা একে বলব নান্দনিক পদ।' কাজেই, সিবলি একে এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, কোনো নান্দনিক পদের প্রয়োগে সর্বদাই একটি নান্দনিক মন্তব্য থাকে (Schwyzer, 1962: 362)।

কিন্তু, এটি একটি ভুল। যে মন্তব্য করার জন্য অভিরুচির প্রয়োজন হয়, তা সেই মন্তব্য থেকে ভিন্ন যা করার জন্য তার অন্তর্গত শব্দ বা উক্তির প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এই দুই শ্রেণির মন্তব্য ভিন্ন; প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে অনেক ব্যাপক। 'তুমি দেখতে পাচ্ছো স্কন্ধটির ওপর ও নিচের দিকটা ধাপে ধাপে কতটা বাঁকানো' এটা স্পষ্টতই একটি নান্দনিক মন্তব্য। কিন্তু 'ধাপে ধাপে' পদটি নান্দনিক পদ নয়, (কারণ যে কেউ দেখতে পারে যে সেটি ধাপে ধাপে বাঁকিয়েছে)। যদি আমরা 'মাধুর্যপূর্ণ' শব্দটির মতোই 'কতটা' ও 'কতটা ধাপে ধাপে' পদগুলোকে নান্দনিক পদ হিসেবে বিবেচনা করতাম, তাহলে স্পষ্টতই ভুল করতাম। এমনকি এগুলোকে 'সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'গতিশীল', 'টানাপড়েন সৃষ্টি করে' এই সব পদ ও উক্তির মতো মনে করলেও, তা সঠিক হতো না। কোনো উক্তির শক্তি কখনও তার ভাবপর্যবিহীন ক্রিয়া-বিশেষণের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু যা নান্দনিক, যার জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন নয় তা কেবল সমালোচকের দ্বারা ব্যবহৃত কোনো বিশেষ প্রয়োগ নয়, বরং সমালোচকের বক্তব্যের নিহিতার্থও তাতে উপস্থিত থাকে (Schwyzer, 1962 : 358)।

সাইজার-এর মতে, অ-নান্দনিক গুণধর্ম উল্লেখ করার সিবলির অধিকাংশ দৃষ্টান্ত নান্দনিক মন্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। 'এই রঙের বিন্যাসটির দিকে, লক্ষ করো, যার পটভূমিতে রয়েছে কালো মূর্তি ও রেখার সমাহার'– এটি একটি অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ

হবে যদি সমালোচক সহজ-প্রত্যক্ষযোগ্য কোনো গুণধর্মের উল্লেখ করে থাকেন। কেন তিনি বলেন যে, 'এই চিত্রকর্মে কিছু রঙের বিন্যাস রয়েছে, কিছু কালো মূর্তি ও রেখা রয়েছে?' কিন্তু এটি কোনো সমালোচনা নয়; যে কেউ এটি বলতে পারে। তিনি যা বলেন তা বলে, তিনি যেভাবে তা বলেন সেভাবে তা বলে, সমালোচক বস্তুকে আমাদের কাছে নতুনভাবে দেখান, কিন্তু পুরনো কোনো উপায়ে নতুন জিনিসকে দেখান না। এটাই সিবলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত অঙ্গাভঙ্গি বা ইঙ্গিত-ইশারা অপরিহার্য বিচারমূলক হাতিয়ার।

এখন পর্যন্ত আমরা সরাসরিভাবে সিবলির প্রধান সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করিনি; এটি নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেয়ার প্রশ্ন। যখন সমালোচক বলেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো কত ধাপে ধাপে...', অথবা 'এই রঙের বিন্যাসটি লক্ষ করো...', তখন তিনি এই মন্তব্যের জন্য যুক্তি দিচ্ছেন না যে এটি হলো মাধুর্যপূর্ণ বা গতিশীল; যদিও এই ধরনের মন্তব্য ওই ধরনের অবধারণের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত 'কারণ' এই ধরনের পদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু, 'কারণ' শব্দটি অত্যন্ত ভিন্ন দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে থাকতে পারে।

১. 'এটি ভারসাম্যহীন, কারণ এর কিছু মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে রয়েছে এবং তা অত্যন্ত চকচকে আভা বিতরণ করছে।'

   এটি স্পষ্টতই একটি নান্দনিক অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত। এখানে একটি ছবিকে ভারসাম্যহীন বলে বিবেচনা করার কারণ বা হেতু দর্শানো হয়েছে। যে কেউ দেখতে পারে যে, এর কিছু মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে রয়েছে। কিন্তু কিছু মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে থাকাটা চিত্রটির ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণ নয়। তাছাড়া, কিছু মূর্তি অত্যন্ত বাঁ দিকে থাকা দেখার জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এছাড়া আর অন্য কিছু না বললে, সাধারণত এটাই বলা হয় যে, একটি নান্দনিক অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দেয়ার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত যে-কোনো উক্তির জন্য সর্বদাই প্রত্যক্ষযোগ্যতা, অভিরুচি ও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয়।

২. 'হালকা রঙ ও বাঁকানো রেখার কারণে এটি লাবণ্যময়'। সিবলির দেয়া অনুরূপ কিছু মন্তব্য এই রকম। 'এর মাইনর কর্ড একে অত্যন্ত গতিশীল করে তুলেছে (সঙ্গীত প্রসঙ্গে)', 'বাঁ দিকে মূর্তিগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হওয়ার ফলাফল হলো এর ভারসাম্যহীনতা।' কেবল প্রত্যক্ষ-সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন। এই বাক্যে অবাক করার মতো জিনিসটি হলো, এ যেন মনে হয় সমালোচক ওইরূপ উক্তি করার ক্ষেত্রে অ-নান্দনিক গুণধর্মকে নির্দেশ করছেন, যাদের ওপর তার অবধারণ নির্ভরশীল এবং যাদের সনাক্ত করার জন্য কোনো সংবেদনশীলতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এটাও একটা অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত নয়। 'হালকা রঙ ও বাঁকানো রেখার কারণে এটি লাবণ্যময়' এ কথা মানে কেন সেটি লাবণ্যময় হয় তার সপক্ষে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া নয়। এটি কেবল এ কথাই বলে যে, আপনি কোন গুণধর্মের দিকে লক্ষ করছেন। 'কারণে' বা 'কারণ' শব্দটি উল্লেখ থাকার জন্য এটি একটি যুক্তি দেয়ার সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু হালকা রঙের হওয়া, মাইনর কর্ডের হওয়া ইত্যাদি কোনো কারণ বা হেতু নয়। কাজেই, যে সমস্ত সমালোচকেরা দ্বিতীয় প্রকার মন্তব্য করেন, তাঁরা কেবল প্রাসঙ্গিক গুণধর্মকেই নির্দেশ করেন, তিনি কেবল এই গুণধর্ম সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে ও দেখাতে পারেন যা শিল্পকর্মটিকে মাধুর্যপূর্ণ, গতিশীল বা ভারসাম্যহীন করে তোলে। এটি করার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রকার মন্তব্যের মতো যুক্তি দেয়ার কাজে লিপ্ত হতে পারেন; অথবা তিনি এ বিষয়টিকে প্রদর্শন করার জন্য অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন (যেমন রেকর্ড বাজানো), এবং যেসব জিনিস আমরা বিবেচনা করেছি সেগুলো বলতে পারেন, যেমন 'তুমি দেখ কত ধাপে ধাপে...', 'এই বর্ণ বিন্যাসটি লক্ষ করো'। সম্ভবত তিনি উভয় কাজই করবেন; এবং সাধারণত প্রস্তুত কিছু নান্দনিক উক্তিও করে থাকবেন।

সাইজার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, একটি নান্দনিক অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করা মানে এমন কিছু বলা যা প্রত্যক্ষযোগ্যতাহীন বা নান্দনিক সংবেদশীলতাহীন কোনো ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে নান্দনিক থেকে অ-নান্দনিক ভাষা প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হওয়ার মতো কোনো প্রক্রিয়া নেই। সুতরাং, কীভাবে সেই প্রক্রিয়া সম্ভব এমন কোনো সমস্যার অস্তিত্ব নেই। এ পর্যায়ে নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত ফ্রাঙ্ক সিবলির বক্তব্যের বিপক্ষে ব্রয়লেস-এর আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সিবলি ও ব্রয়লেস

নান্দনিক প্রত্যয়ের আলোচনায় ফ্রাঙ্ক সিবলি যুক্তি দিয়েছেন যে, নান্দনিক প্রত্যয় শর্তাধীন ও সূত্র-নির্ভর নয় যার দ্বারা আমরা বস্তুর অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করে সঠিকভাবে নান্দনিক পদের প্রয়োগ করতে পারি। কাজেই, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষেও বস্তুর নান্দনিক গুণধর্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব নাও হতে পারে (কারণ এই সব সামর্থ্যের দ্বারা অ-নান্দনিক গুণধর্ম প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে), তাই এই সব নান্দনিক গুণধর্মের প্রত্যক্ষের জন্য এবং নান্দনিক পদের সঠিক

প্রয়োগের জন্য এক বিশেষ ধরনের অভিরুচির অনুশীলন প্রয়োজন। আমরা এই প্রবন্ধে চারটি আপত্তির উল্লেখ করব যা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সিবলির সিদ্ধান্তকে মারাত্মক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, (১) নান্দনিক গুণধর্মের অস্তিত্ব দেখাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, (২) নৈতিক স্বজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ওঠে, নান্দনিক গুণধর্ম ও 'অভিরুচির অনুশীলন' সম্বন্ধে তাঁর মতের বিরুদ্ধেও সেই সমস্ত আপত্তি ওঠে, (৩) অভিরুচির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি চক্রক, এবং (৪) অপরকে নান্দনিক গুণধর্ম দেখানোর জন্য আমরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করি সেই বিষয়ে তাঁর আলোচনা দেখায় না যে কীভাবে আমরা বস্তুর নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম দেখাই এবং নান্দনিক গুণধর্ম ও অভিরুচির অনুশীলন ছাড়াই নান্দনিক প্রত্যয় বিশ্লেষিত হতে পারে।

প্রথম আপত্তি

সিবলি দাবি করেন যে, একটি শিল্পকর্মের এমন কিছু গুণধর্ম আছে যা স্বাভাবিক বোধশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত মন্তব্য করি তাকে দুটি ব্যাপক গোষ্ঠীতে বিভাজন করে তিনি আলোচনা শুরু করেন। কতগুলো দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তিনি ওই বিভাজনটি করেছেন। প্রথম প্রকার মন্তব্যগুলো স্বাভাবিক চক্ষু, কর্ণ ও বোধশক্তির অধিকারী যে কেউ করতে পারে এবং স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য ও বোধশক্তির দ্বারা লব্ধ গুণধর্মই এই মন্তব্যগুলোর বিষয় হয়, যেমন 'এই চিত্রকর্মটি নতজানু মূর্তি ও ধূসর রঙবিশিষ্ট চিত্রকর্ম' ইত্যাদি। 'দ্বিতীয়ত, একটি শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমরা এটাও বলি যে, সেটি ভারসাম্যহীন, মাধুর্যপূর্ণ, প্রশান্তিময় ও লাবণ্যময়, এটি টানাপড়েন সৃষ্টি করে ইত্যাদি।' সিবলি বলেন যে, এই সমস্ত অবধারণ গঠন করার জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতা, সংবেদনশীলতা, নান্দনিক প্রভেদ-সামর্থ্য, উপলব্ধি ও অভিরুচির অনুশীলন প্রয়োজনীয়; তাই এগুলোকে প্রথম প্রকার অবধারণের অন্তর্গত করা যায় না (Dickie, 1997 : 235)।

শিল্পকর্ম সম্বন্ধে এই দুই প্রকার মন্তব্যের মধ্যে প্রভেদ করে এবং এদের মধ্যে এক প্রকার অবধারণের জন্য অভিরুচির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সিবলি তাঁর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য শুরু করেন (Sibley, 1959: 425)। তিনি ঘোষণা করেন, বস্তুর নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম যে আছে তা দেখা, লক্ষ করা ও বলার সামর্থ্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এটা কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘোষণা। তিনি শুরু করেছেন নান্দনিক মন্তব্য ও এগুলোকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভাজন করে। কিন্তু তারপর বলছেন যে তিনি গুণধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছেন। কাজেই পরিণামস্বরূপ, তিনি নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মন্তব্যের বিভাজন থেকে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের বিভাজনের দিকে একটি লাফ

দিয়েছেন। এটা ছোটখাটো লক্ষণ নয়, কারণ তিনি এখন বলতে পারেন যে শিল্পকর্মের এমন কিছু গুণধর্ম আছে যা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না, কিন্তু এই কথা অনেকাংশে এই দাবি থেকে ভিন্ন যে, শিল্পকর্ম সম্বন্ধে দুই প্রকার মন্তব্য রয়েছে।

সিবলি সম্ভবত ধরে নিয়েছেন যে, যেহেতু প্রথম প্রকার মন্তব্য শিল্পকর্মের গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য, সেহেতু দ্বিতীয় প্রকার মন্তব্যও শিল্পকর্মের গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য হবে (Sibley, 1959: 421)। আমাদের যেমন মনে হয়েছে 'characteristics', 'qualities' ও 'features' (গুণাবলি, গুণধর্ম ও ধর্ম) ইত্যাদি সমার্থক শব্দ। যখন তিনি নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের মধ্যে বিভাজন দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, তখন নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্ম এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিয়েই যে আলোচনা করবেন তা অস্বাভাবিক নয়। আমরা লক্ষ করব যে 'qualities' ও 'character' শব্দ দুটিকে তিনি সমার্থক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন যখন তিনি বলেন যে "we say what the (aesthetic) quality or character is, and people who had not seen it before see it"। তাছাড়া, তিনি নান্দনিক ও প্রত্যক্ষযোগ্য গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণাবলির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নান্দনিক গুণধর্ম যেভাবে নির্ভরশীল গুণধর্ম, অন্যান্য অ-নান্দনিক গুণধর্ম সেভাবে নির্ভরশীল গুণধর্ম নয়; নান্দনিক গুণধর্ম অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল এবং নান্দনিক গুণধর্ম অ-নান্দনিক গুণধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়। এটি মনে রেখে আমরা লক্ষ করব যে, দুই প্রকার মন্তব্যের পার্থক্য এমন নয় যে, এক প্রকার মন্তব্য 'features', সংক্রান্ত এবং আরেক প্রকার মন্তব্য 'qualities' সংক্রান্ত। নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মন্তব্যের পার্থক্য বরং এই রকম। উভয় প্রকার মন্তব্য গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য হলেও, প্রথম প্রকার মন্তব্য সেই সমস্ত গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য যা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার মন্তব্য সেই সমস্ত গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য যা ওইভাবে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এবং যাদের জন্য অভিরুচি চর্চার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এই প্রবন্ধে আমরা কেন 'গুণ' ('quality') শব্দটি প্রয়োগ করব (যদিও অনুবাদে 'গুণ', 'গুণধর্ম', বা কখনও 'ধর্ম' শব্দটি এক ও অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হবে), কারণ উল্লেখ্য শব্দগুলো সমার্থক শব্দ এবং সিবলি তাঁর কিছু পরবর্তী প্রবন্ধে এই রকম প্রয়োগকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে মনে হয় (Sibley, 1959: 425)। কাজেই, এই

দুই প্রকার মন্তব্যের পার্থক্য এই নয় যে, এক প্রকার মন্তব্য 'features' বিষয়ক এবং আরেক প্রকার মন্তব্য 'qualities' বিষয়ক, বরং উভয় প্রকার মন্তব্যই বস্তুর গুণাবলি সংক্রান্ত মন্তব্য। উভয় প্রকার মন্তব্যই বর্ণনামূলক হওয়ায় এই দিক থেকে তারা সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু এদের পার্থক্য হলো, এক প্রকার মন্তব্য স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি করতে পারে, কিন্তু আরেক প্রকার মন্তব্যের জন্য ওই শক্তির অতিরিক্ত অভিরুচির অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

সিবলি ধরে নিয়েছেন যে, শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমরা যেহেতু দুই ধরনের মন্তব্য করি, সেহেতু দুই প্রকার গুণধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে (Schwyzer, 1962: 355)। এটি স্পষ্ট যে প্রথম প্রকার মন্তব্য গুণধর্ম সংক্রান্ত ও বর্ণনামূলক মন্তব্য, কিন্তু তা থেকে কি প্রতিপাদিত হয় যে দ্বিতীয় প্রকার মন্তব্যও শিল্পকর্মের গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য হবে? এমন কিছু গুণধর্মের অস্তিত্ব আছে যা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা যে লব্ধ নয়, এই দাবির সমর্থনে তিনি কোন ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন? যতদূর সম্ভব তেমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ লক্ষ করা যায় না।

আমরা এখানে অস্বীকার করছি না যে, শিল্পকর্ম সম্বন্ধে দুই প্রকার মন্তব্য রয়েছে, কিন্তু উভয় প্রকার মন্তব্যই গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য কিনা সে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে চাইছি। এই প্রাকস্বীকৃতিকে অযথার্থ বলে বিশ্বাস করার সপক্ষে দুটি ভালো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, সিবলি দাবি করেছেন যে, নান্দনিক পদের প্রয়োগ শর্তাধীন ও সূত্র-নির্ভর নয়। এরপর, তিনি যথার্থভাবেই যুক্তি দিয়েছেন যে, আমরা এমন কোনো আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নির্ধারণ করতে পারি না যা নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার সূত্র হিসেবে কাজ করে। অভিরুচির প্রত্যয় নঞর্থকভাবে শর্তাধীন হতে পারে, যেমন যদি কোনো বস্তুর সমস্ত রঙই বিবর্ণ বা মলিন হয়, তাহলে বস্তুটির পক্ষে মাধুর্যপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, এমন কোনো গুণধর্মবিশিষ্ট বর্ণনা নেই যা যথার্থভাবে কোনো নান্দনিক পদ হিসেবে ব্যবহার করার একমাত্র সংশয়হীন বর্ণনা হতে পারে, তাতে তা যতই সম্পূর্ণ বর্ণনা হোক না কেন। তাই সিবলি বলেন :

> কাজেই আমরা অস্বীকার করতে চাইছি না যে অভিরুচির প্রত্যয় নঞর্থকভাবে শর্তাধীন হতে পারে। আমরা যা দাবি করছি তা হলো যে, এই প্রত্যয়গুলো সেই ধরনের শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়, যাদের ওপর অন্যান্য প্রত্যয় নির্ভরশীল। যদিও একটি ছবি দেখে আমরা বলতে পারি যে, এটি প্রশান্তিময়, লাবণ্যময় ও মাধুর্যপূর্ণ, চমকপ্রদ, কোমল অথবা স্নিগ্ধ ইত্যাদি, কিন্তু অ-নান্দনিক পদ বিশিষ্ট এমন কোনো বর্ণনা নেই যা আমাদের এই দাবির অনুমোদন দেয় যে, অমুক অমুক নান্দনিক পদগুলো অপরিহার্যরূপে ওই গুণধর্মের ওপরই কেবল প্রযোজ্য হতে পারে (Sibley, 1959:421)।

সর্বশেষ বাক্যটির দিকে লক্ষ করা যাক। কেন বলা হলো যে 'অ-নান্দনিক পদ বিশিষ্ট এমন কোনো বর্ণনা নেই?' এ কথার অর্থ কি এই নয় যে, বস্তুর এমন কোনো বর্ণনা নেই যার ভিত্তিতে নান্দনিক মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করা যায়? এ কথা থেকে এটাই প্রতিপাদিত হয় যে, নান্দনিক মন্তব্য অ-নান্দনিক মন্তব্য থেকে ভিন্ন, যেখানে অ-নান্দনিক মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বস্তুর বর্ণনার দ্বারা প্রতিপাদনযোগ্য, তাই তা বর্ণনামূলক মন্তব্য। কিন্তু নান্দনিক মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বস্তুর বর্ণনার দ্বারা প্রতিপাদনযোগ্য নয়, তাই তা বর্ণনামূলক মন্তব্যও নয়। যদি সিবলির এই দাবি সঠিক হয় যে, নান্দনিক মন্তব্য শর্ত বা সূত্র-নির্ভর নয়, তাহলে তা থেকে এটাই সূচিত হয় যে, নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মন্তব্যের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, প্রথমটি বর্ণনামূলক নয় কিন্তু দ্বিতীয়টি বর্ণনামূলক। আর এ কথার অর্থ হলো এটাই বলা যে, অ-নান্দনিক মন্তব্য গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য হলেও, নান্দনিক মন্তব্য গুণধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য নয়; নান্দনিক মন্তব্য বস্তুর বর্ণনা প্রদান করে না এবং এদের অস্তিত্বের প্রমাণ হলো নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মন্তব্যের পার্থক্য। কাজেই, দুই ধরনের মন্তব্যের ভিত্তিতে দুই প্রকার গুণধর্মের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার দাবিটি সংশয়জনক (Schwyzer, 1962:359)।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিরুচির অনুশীলনের প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যাক। শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমাদের দুই প্রকার বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকে শিল্পকর্মের দুই প্রকার গুণধর্মের দিকে ঝাঁপ দেয়ার বিষয়টিকে সিবলি ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন, যাকে তিনি বলেছেন 'অভিরুচির অনুশীলন' (Schwyzer, 1962: 362)। অভিরুচির অনুশীলন হলো এমন এক প্রকার গুণধর্মকে দেখা বা অবলোকন করার সামর্থ্য যা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা লভ্য নয়। বধির মানুষ যেমন থাকে, তেমনি অভিরুচিহীন মানুষও আছে। যার অভিরুচি নেই, তার পক্ষে রুচিশীল বস্তুকে পছন্দ করার কোনো যুক্তি থাকে না, যেমন যে ব্যক্তি বধির, তার পক্ষে কোলাহলো এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কারণ থাকে না। এখন একে এই কথা বলার 'নিরপেক্ষ' অনুমোদন বলা যায় না যে, এমন এক প্রকার মন্তব্য আছে যার জন্য অভিরুচি অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, যেহেতু এখানে ধরে নেয়া হয় যে বস্তুর নির্দিষ্ট কিছু গুণ উপলব্ধি করার জন্য এমন এক প্রকার সামর্থ্য বা বৃত্তিশক্তির অস্তিত্ব আছে, যে গুণাবলি সাধারণত স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা লভ্য নয়। অভিরুচির প্রত্যয় নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে এবং এই সমস্যা উত্থান প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি যে, সিবলির প্রাথমিক প্রকোষ্ঠীকৃতিতেই এই সমস্যা নিহিত রয়েছে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, নান্দনিক গুণধর্ম অস্তিত্বশীল এবং প্রতিরূচি-সামর্থ্যের দ্বারা সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

দ্বিতীয় আপত্তি

পরবর্তী দুটি পর্যায়ে সিবলি অভিরুচি অনুশীলনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, নান্দনিক প্রত্যয় শর্তাধীন ও সূত্র-নির্ভর নয় এবং তা না হওয়াটাই তাদের আবশ্যিক ধর্ম। বস্তুর কী সাধারণ ধর্ম, কী বিশেষ ধর্ম, কোনোটাই নান্দনিক পদ প্রয়োগের পর্যাপ্ত শর্ত নয়। তাহলে, কীভাবে আমরা নান্দনিক পদের যথার্থ প্রয়োগ করি? 'অভিরুচির অনুশীলন' বলতে আমাদের কী বলা হচ্ছে? অভিরুচি বলতে ঠিক কী বোঝায়? সিবলি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অনেক পূর্বেই করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ স্পষ্টভাবে বলেনি অভিরুচি বলতে ঠিক কী বোঝায়। সর্বপ্রথমে তিনি আমাদের বলেন যে, যখন তিনি অভিরুচির কথা বলছেন, তখন তিনি 'অভিরুচি' বলতে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে নির্দেশ করছেন না। তারপর তিনি আমাদের বলেন যে, অভিরুচি বলতে যা বোঝায় তার একটি আংশিক অর্থ হলো, অভিরুচি পদবিশিষ্ট কোনো অবধারণ অ-নান্দনিক শর্তের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে না। বস্তুত, এটি সাধারণভাবে নান্দনিক বা অভিরুচি অবধারণের যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য (Schwyzer, 1962:361)।

পরিশেষে, তিনি উল্লেখ করেন যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগের সঙ্গে কেউ অভিরুচির সামর্থ্যের তুলনা করতে পারেন; এবং আমরা এটাও দেখেছি যে তিনি অভিরুচির অভাবের সঙ্গে বধিরতার তুলনা করেছেন। সিবলি বলেন, অভিরুচি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগের মধ্যে যে সাদৃশ্যই থাকুক না কেন, এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে (Sibley, 1968)। এই বৈসাদৃশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগের সঙ্গে অভিরুচি অনুশীলনের তুলনাকে বাতিল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট কি-না তা তিনি বলেননি। কিন্তু মনে হয় তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক নিবিড়, যেহেতু তিনি বস্তুর কিছু গুণধর্মকে দেখার সামর্থ্যের কথা বলেছেন এবং অভিরুচির অভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যের অভাবের তুলনা করেছেন। এটি আবার পরবর্তী সময়ে লক্ষ করা গেছে যখন তিনি বলেন যে, যথার্থ ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও কেউ নান্দনিক গুণাবলি প্রত্যক্ষ করতে ব্যর্থ হতে পারে, তবে আমরা বলি যে আমরা তাদের পর্যবেক্ষণও লক্ষ করতে পারি। কাজেই, অভিরুচি অনুশীলনের সঙ্গে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যও আছে; স্বাভাবিক চোখ-কান থাকা সত্ত্বেও কেউ নান্দনিক গুণধর্ম প্রত্যক্ষ করতে ব্যর্থ হতে পারে। আমরা যেভাবে নান্দনিক পদের প্রয়োগকে সমর্থন করি, তা সরল প্রত্যক্ষমূলক পদের প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন।

সিবলি সত্যিই বলেননি অভিরুচি বলতে ঠিক কী বোঝায়? একদিক থেকে এটি ইন্দ্রিয়ের মতো, কিন্তু অন্য একদিক থেকে তা নয়। অনেক দার্শনিকের কাছে এর যথার্থ স্বরূপকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো ও উনিশ শতকের নৈতিক আলোচনা সম্বন্ধে

যিনি অবগত, তার মাথায় বহু প্রশ্নের সমারোহ হওয়ার কথা। একদিকে অলেস্টন্স (Wollastons), ক্লার্ক (Clarkes) ও প্রাইস (Prices) মনে করতেন যে এই সমস্ত গুণকে প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য হলো আমাদের এক ধরনের বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা, অপরদিকে হাচিনসন্স, শ্যাফটস্‌বারি ও হিউম মনে করতেন যে, ওই সব গুণের উপলব্ধি ইন্দ্রিয় বা আবেগধর্মী সংবেদনশীলতার মাধ্যমে হয়ে থাকে; আমরা কি এই রকম দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ব? আমাদের কি ম্যুওর, রস ও ইউঙের স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা শুরু করতে হবে যা নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থ চেষ্টার মতোই একটি কাজ হবে? মনে হচ্ছে সীমারেখা স্পষ্টভাবেই টানা হয়েছে; শুধু নিজের পক্ষটি গ্রহণ করলেই হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এটি কদাচিৎ কার্যকর প্রচেষ্টা হবে।

সিবলি নান্দনিক অবধারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা নীতিবিদ্যার স্বজ্ঞাবাদী অবস্থানের সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ; এই অবস্থান বহু শতাব্দী যাবৎ বিতর্কিত রয়েছে। আমাদের বিচার অনুযায়ী, নীতিবিদ্যার যুক্তিগুলো সিবলির অবস্থানের সপক্ষে কোনো সমর্থন প্রদান করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিরুচির ধারণা অবতারণা করার লক্ষ্য হলো আমরা কীভাবে নান্দনিক পদ যথার্থরূপে প্রয়োগ করতে পারি তার ব্যাখ্যা দেয়া। সিবলি উল্লেখ করেছেন যে, অ-নান্দনিক গুণধর্মের ভিত্তিতে কেউ ওই পদগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। যার অভিরুচি নেই, সে একটি সামান্যীকরণ করতে পারে এবং কোনো কোনো সময় নান্দনিক পদের যথার্থ প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু, একে ওই সমস্ত প্রত্যয় প্রয়োগের দক্ষতা বলা যাবে না; এবং একটি পদ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা ওই সামান্যীকরণের মাধ্যমে জানা যায় না। কারণ, সিবলির মতে, ওই প্রত্যয়গুলোর কোনো একটিতে দক্ষতা দেখানোর জন্য আমাদের অবশ্যই নতুন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। কিন্তু, অভিরুচি নেই এমন কেউ ওই কাজটি করতে পারে না।

অভিরুচির দ্বারাই আমরা নান্দনিক পদের সঠিক প্রয়োগ করে থাকি। এ কারণেই সিবলি অভিরুচির ধারণা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু, আমরা কীভাবে জানি যে কখন আমরা নান্দনিক পদের সঠিক প্রয়োগ করেছি? নিশ্চিতভাবে এটি এ কথা বলতে সাহায্য করে না যে, অপর ব্যক্তির নান্দনিক অবধারণ আমাদের নিজেদের অবধারণের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। এমনকি যদি তারা একমত হয়েও থাকে, তাহলে তাদের ঐকমত্যের সম্ভাবনা আমাদের অবধারণের ভিত্তিতে আরও জোরালো করে তুলবে কেবল এই প্রাকস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে যে, তাদের নান্দনিক অবধারণ সামগ্রিকভাবে সঠিক হওয়ার ঝোঁক রাখে। কিন্তু, সঠিক নান্দনিক অবধারণ হওয়ার প্রবণতার অস্তিত্বের জন্য

কেবল সম্ভাব্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হলো বাস্তবিক স্বজ্ঞার যাথার্থ্য। বাস্তবিক স্বজ্ঞার যাথার্থ্যের কারণেই আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজি।

কাজেই, একটি নান্দনিক পদের প্রয়োগ যে যথার্থ তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? নিশ্চয়ই আমাদের অবধারণ অভ্রান্তযোগ্য নয়। সিবলি উল্লেখ করেন যে, অ-নান্দনিক গুণধর্ম সম্বন্ধে সমস্ত রকম মতানৈক্যের মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পরও নান্দনিক মতানৈক্য থাকতে পারে (Sibley, 1959: 422)। কাজেই, অভিরুচির অনুশীলন অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একে অভ্রান্ত না বলা তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন তার যাথার্থ্য কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করার অন্য কোনো উপায় থাকবে। সিবলি দেখিয়েছেন যে, নান্দনিক অবধারণ তাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে কোনো কার্যকর সাক্ষ্যপ্রমাণ উৎপন্ন করার সম্ভবনার সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়। বস্তুতপক্ষে, এ কারণে সিবলি প্রথমেই অভিরুচির অবতারণা করেছেন। যদি সিবলির ব্যাখ্যা সঠিক হয়, তাহলে নান্দনিক অবধারণকে সংশোধনযোগ্য ও অসংশোধনযোগ্য উভয়ই বলতে হবে, কিন্তু তা হবে অসঙ্গাতিপূর্ণ দাবি। আমরা কীভাবে নান্দনিক পদের প্রয়োগ সঠিকভাবে করতে পারি তার ব্যাখ্যার অভিরুচির অবতারণা থেকে এ বিষয়ের মীমাংসা পাওয়া যায় না যে আমরা কীভাবে নান্দনিক গুণধর্ম প্রত্যক্ষ করি। আমরা উল্লেখ করেছি যে, নন্দনতত্ত্বে সিবলির অবস্থান অনেকাংশে নীতিবিদ্যায় স্বজ্ঞাবাদের অবস্থানের অনুরূপ। আমরা এখানে এমন একটি আপত্তির প্রস্তাব করলাম যাকে সিবলির আলোচ্য সমস্যার দৃষ্টান্ত হিসেবে নৈতিক স্বজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। সম্ভবত তিনি এই আপত্তির উত্তর দিতে পারেন অথবা স্বজ্ঞাবাদের অবস্থান পরিত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু, কীভাবে তিনি তা করতে পারেন আমরা তার কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

তৃতীয় আপত্তি

নান্দনিক পদ ও গুণধর্ম সম্বন্ধে সিবলির আলোচনার সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে তিনি বলেন—'নান্দনিক পদবিশিষ্ট অবধারণের একটি আবশ্যিক ধর্ম হলো যে, এগুলো আলোচ্য অর্থে অ-নান্দনিক শর্তের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণভাবে এটাই হলো নান্দনিক ও অভিরুচি অবধারণের যৌক্তিক ধর্ম, যদিও আমরা নান্দনিক পদ বিশিষ্ট অবধারণের একটি সীমিত পরিধির কথা মনে রেখেই যুক্তি গ্রহণ করেছি। 'অভিরুচি' বলতে যা বোঝায়, এটি তার অংশ' (Schwyzer, 1969: 364)।

আমাদের মনে হয় সিবলি বলতে চাইছেন, একটি নান্দনিক অবধারণ গঠন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অভিরুচির অনুশীলনে সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। এখন এটি বিস্তৃত করা

যাক। আমাদের মতে, সিবলি তাঁর এই দাবির যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করেন নি যে, অ-নান্দনিক মন্তব্যের মতোই নান্দনিক মন্তব্যও বর্ণনামূলক। নান্দনিক মন্তব্য কীভাবে বর্ণনামূলক হয়, তা আমরা বুঝতে পারি; আমরা বস্তুর এমন কতগুলো শর্তের উল্লেখ করতে পারি যার জন্য একটি মন্তব্য বস্তুটিতে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু, সিবলি যদি সঠিক হন, তাহলে নান্দনিক অবধারণের ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনো শর্তাবলি সনাক্ত করতে পারি না যার ভিত্তিতে একটি নান্দনিক পদের যথার্থ প্রয়োগ করা যাবে। কারণ, 'সাধারণভাবে এটাই হলো নান্দনিক ও অভিরুচি অবধারণের আবশ্যিক ধর্ম।' কাজেই, অভিরুচির বিশেষ সামর্থ্যের অস্তিত্বের একান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হলো, কিছু লোক নান্দনিক ও অভিরুচির অবধারণ গঠন করতে পারে, এবং তারা যে নান্দনিক ও অভিরুচির অবধারণ গঠন করতে পারে তার একান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হলো, তাদের অভিরুচি সামর্থ্য আছে। এটি একটি চক্রাবর্ত যতক্ষণ না সিবলি অভিরুচির অস্তিত্বের সপক্ষে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখাতে পারছেন এ ব্যাপারটি নিরপেক্ষভাবে যে আমরা নান্দনিক অবধারণ গঠন করতে পারি, ততক্ষণ অভিরুচিকে বিশেষ কোনো সামর্থ্য হিসেবে গ্রহণ করার সপক্ষে কোনো যুক্তি থাকবে না। ওইরূপ অবধারণ গঠনের জন্য অভিরুচি যে আবশ্যক, এর সপক্ষে তিনি কোনো যুক্তি দেখাননি।

চতুর্থ আপত্তি

সবশেষে আমাদের বিচার্য বিষয় হলো কীভাবে কেউ তার অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করে এবং সে যা দেখেছে তা দেখাতে অপরকে সাহায্য করে, এ বিষয়ে সিবলির আলোচনা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিবলির আলোচ্য বিষয় ছিল কোনো বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম যে আছে তা লক্ষ করা, দেখা ও বলার একটি সামর্থ্য। এই সমস্ত নান্দনিক গুণধর্ম কাউকে দেখানোর জন্য সমালোচক হিসেবে আমরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করি তা বিচার-বিশ্লেষণ করে সিবলি বহু পদ্ধতিকে নির্দেশ করেছেন। (১) আমরা অ-নান্দনিক গুণধর্ম নিছক উল্লেখ করি; (২) আমরা যে গুণধর্ম কাউকে দেখাতে চাই কেবল সেগুলো উল্লেখ করি; (৩) আমরা প্রায়শই সাহায্যকারী উপমা বা রূপক প্রয়োগ করি; (৪) আমরা বৈপরীত্য প্রদর্শন, তুলনা ও স্মৃতিচারণ করি; (৫) পুনরাবৃত্তি প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; (৬) আমাদের শাব্দিক দক্ষতার পাশাপাশি অন্যান্য আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। সিবলির সিদ্ধান্ত হলো, যদি কোনো কিছু করা হয়, তাহলে এগুলোই পরম্পরাক্রমে করা হয়ে থাকে; বস্তুত এগুলোই হলো সেই সব কাজ যা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন হলো, কখন এই পদ্ধতিগুলোর আগমন ঘটে? সিবলি বলেন, কোনো নান্দনিক পদের প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে এবং বস্তুর নান্দনিক গুণধর্ম অপরকে দেখানোর ক্ষেত্রে ওই সমস্ত পদ্ধতিগুলোর অবতারণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, তিনি নান্দনিক গুণধর্মের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই, যদি নান্দনিক গুণধর্মের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে ওই পদ্ধতিগুলো প্রযোজ্য হয় কোথায়?

প্রথমত, মনে হয় যে, সিবলি যাকে নান্দনিক পদ বলেছেন এবং মনে করেছেন যে তারা একই ভূমিকা নির্বাহ করে, অর্থাৎ বর্ণনা করে, এদের সবগুলোকে তিনি একত্রে গুলিয়ে ফেলেছেন। একরূপ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ, প্রাণহীন, প্রাণবন্ত, প্রশান্তিময়, মনোরম, মাধুর্যপূর্ণ, গতিশীল, শক্তিশালী, অনন্য, করুণ, বিষণ্ন, নিরানন্দময়, প্রীতিকর, সংবেদনশীল, সুন্দর ইত্যাদি পদগুলো একই ভূমিকা নির্বাহ করে না। 'করুণ' ও 'বিষণ্ন' এ দুটি পদ নেয়া যাক। দেখা যাক এই দুটি পদ কোনো নান্দনিক মন্তব্যে কী বা কেমন ভূমিকা নির্বাহ করে। ধরা যাক, আমরা কোনো নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে বললাম যে, সে একটি করুণ চরিত্র। যখন প্রশ্ন করা হয় আমরা কেন তা বললাম, তখন বলতে পারি যে, সে একজন ভালো মানুষ এবং সারা জীবনে তার কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও কিছুই পেল না। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের 'করুণ' পদটি প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদনের জন্য কিছু শর্তের উল্লেখ করলাম। আমরা এখানে এই প্রত্যয়টির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত উল্লেখ করার চেষ্টা করিনি। সিবলির বক্তব্য সঠিক যখন তিনি বলেন :

> এমন কোনো পর্যাপ্ত শর্ত নেই, এমন কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্ম নেই যাদের উপস্থিতি প্রশ্নাতীতভাবে কোনো নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার যৌক্তিক নিশ্চয়তা বা যুক্তিযুক্ততা প্রদান করবে (Sibiey, 1959: 445)।

কিন্তু, আমাদের মন্তব্যকে কেবল এ কারণেই বর্ণনামূলক বলা যায় যে একটি পদ প্রয়োগ করার সঙ্গে কিছু শর্ত প্রাসঙ্গিক। সিবলি বলেন, এই শর্তের পরিধি আমরা যতই বিস্তৃত করি না কেন তাতে কোনো সুবিধা হবে না, আমরা কখনও দেখাতে পারব না যে অমুক নান্দনিক পদটি অমুক বস্তুতে অপরিহার্যরূপে প্রযোজ্য। আমরা কোনো নান্দনিক পদ প্রয়োগে যৌক্তিকভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারি না এবং যৌক্তিকভাবে একে নির্দোষ বলতে পারি না। কিন্তু, আমরা কখনও দাবি করিনি যে, আমরা তা করেছি। আমরা কেবল সেই শর্তাবলির উল্লেখ করে আমাদের অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি যেগুলোর ভিত্তিতে আমাদের অবধারণ গঠিত হয়েছে। কেউ এই শর্তগুলোকে অস্বীকার করে অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক শর্তের উল্লেখ করতে পারেন এবং

বলতে পারেন যে আমরা যে শর্তাবলির উল্লেখ করেছি তা করুণ পরিণতিকে নয়, বরং দুঃখদুর্দশা নির্দেশ করে। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের নির্ধারণ করতে হয় যে আমাদের আলোচনায় প্রত্যয়টি কোন ধরনের শর্তের অধীন। কিন্তু, চরিত্রটি যে করুণ ছিল এই মন্তব্য বর্ণনামূলকই থাকবে। এটি বর্ণনামূলক, কারণ পদটি প্রয়োগ করার ভিত্তিস্বরূপ আমরা একটি শিল্পকর্মের নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম বিবেচনা করেছি। পদটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শর্ত প্রাসঙ্গিক হবে সে ব্যাপারে আমরা আমাদের মন পরিবর্তন করতে পারি। একজন প্রতিপক্ষ আমাদের উল্লেখ্য শর্তগুলোকে অস্বীকার করতে পারেন এবং তিনি তার শর্তাবলির উল্লেখ করতে পারেন। হয় আমরা আমাদের মতানৈক্যের মীমাংসা করব অথবা বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটবে যেহেতু আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কথা বলছি।

আমরা এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি : (১) কীভাবে একটি নান্দনিক পদের বর্ণনামূলক প্রয়োগ হতে পারে; এটি বর্ণনামূলক হতে পারে কেবল এই কারণে যে এটি শর্তাধীন বা সূত্র-নির্ভর। (২) বিষয়টি যৌক্তিকভাবে নির্দোষ ও সংশয়াতীত নয়, কেননা প্রত্যয়টি যে-সব শর্তের অধীন তা পরিবর্তিত হতে পারে। এদের পরিধি সংকীর্ণ ও ব্যাপক হতে পারে; কিন্তু বাতিল ও কিছু যোগ করা যেতে পারে। এটাই উপযুক্ত বলে মনে হয়, যেহেতু নতুন কোনো শিল্পকর্মের আবির্ভাব হলে প্রত্যয়টি তাতে প্রয়োগ করার জন্য তাকে অবশ্যই পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে। 'ট্রাজেডি' একটি মুক্ত প্রত্যয়। 'ট্র্যাজিক' শব্দটি প্রয়োগ করার কোনো আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নেই। কিন্তু, কোনো বস্তুকে ট্র্যাজিক বা করুণ বলে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে, যদি মন্তব্যটি বর্ণনামূলক হয়ে থাকে, তাহলে তা সমালোচকের মানসপটে থাকা নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্মের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল হবে। এগুলো সেই সমস্ত গুণধর্ম নয় যা কোনো শিল্পকর্মকে ট্র্যাজিক করে তোলে, কিন্তু এগুলোর দ্বারাই আমরা কোনো শিল্পকর্মকে ট্র্যাজিক বলে থাকি।

সম্পূর্ণ বিপক্ষ অবস্থান থেকে আমরা এখন উল্লেখ করতে চাই যে, কীভাবে নান্দনিক পদের কিছু প্রয়োগ আদৌ বর্ণনামূলক নয়। 'বিষণ্ন' পদটি বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক আমরা কোনো ছাত্রের কাছে মন্তব্য করলাম যে, কবিতাটি বিষণ্ন ভাবাত্মক। এখন যদি সে প্রশ্ন করে যে, 'কীভাবে আপনি তা জানলেন' অথবা 'কবিতাটিকে বিষণ্ন বলার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত কী?', তাহলে আমাদের বিবৃতিটিকে যথাযথভাবে সে গ্রহণ করেছে কিনা তাতে আমাদের সংশয় হবে। আমরা আসলে কবিতাটি বর্ণনা করছি না, আমরা তাকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করার কথা বলছি। আমরা প্রস্তাব করছি যে, কবিতাটিকে নির্দিষ্ট এক ধরনের কণ্ঠস্বরে পাঠ করা উচিত এবং কবিতাটি পাঠের ক্ষেত্রে কোনো এক নির্দিষ্ট ধরনের কণ্ঠস্বরের ওঠানামা উপযুক্ত নয়।

অনেক নান্দনিক পদ বর্ণনামূলক ভূমিকা নির্বাহ করে না। তাদের ভূমিকা অসংখ্য ও জটিল। এদের কতগুলো প্রস্তাব করে, কতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে অথবা একটি শিল্পকর্মকে আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে দেখতে কাউকে উদ্দীপিত করতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি না যে, নান্দনিক প্রত্যয়ের কোনো ব্যাখ্যা এই বক্তব্যের দ্বারা বিশেষ কোনো সুবিধা পায় যে, সমস্ত প্রত্যয় বর্ণনামূলক এবং এদের যথার্থ প্রয়োগের জন্য অভিরুচির অনুশীলন প্রয়োজন। এমনকি এটাও বলা সঠিক বলে মনে হয় না যে, সমালোচকের পদ্ধতির সাফল্য নান্দনিক গুণধর্ম দেখানোর মধ্যে নিহিত। সমালোচকের পদ্ধতি কোনো অভিরুচির অনুশীলন ও নান্দনিক গুণধর্মকে প্রাকস্বীকার করে নেয় না। এবং এই ধরনের আলোচনার জন্য নান্দনিক অবধারণের ভিত্তি প্রদানকারী কোনো পদ্ধতির সাফল্য অপ্রাসঙ্গিক। যদি কেউ সমালোচকের পদ্ধতির দিকে নিবিড়ভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবে যে, এগুলো মূলত প্রস্তাব এবং উদ্দীপনা বা অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী পদ্ধতি মাত্র। এটি একটি সংকেতসূত্র হতে পারে যে, অনেক নান্দনিক মন্তব্য বর্ণনামূলক নয়, বরং সেগুলো অন্য কোনো ভূমিকা নির্বাহ করে। এ পর্যায়ে নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত ফ্রাঙ্ক সিবলির বক্তব্যের বিরুদ্ধে ম্যাগারের আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সিবলি ও ম্যাগার

নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত ফ্রাঙ্ক সিবলির বক্তব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক আর. ম্যাগার (R. Meager) প্রস্তাবিত বিষয়ে ইসাবেল ক্রীড হাঙ্গারল্যান্ড (Isabel Creed Hungerland)-এর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপন্যস্ত করেছেন। অধ্যাপক ম্যাগার মনে করেন প্রস্তাবিত বিষয়ে ফ্রাঙ্ক সিবলি যে ভুলটি করেছেন, তাঁর একজন সুযোগ্য অনুসারী হিসেবে হাঙ্গারল্যান্ডও একই বিভ্রান্তির জটাজালে ঘুরপাক খেয়েছেন। তাই, এ বিষয়ে সিবলির বক্তব্যের আলোচনাকালে হাঙ্গারল্যান্ড-এর বক্তব্যের পর্যালোচনাও একান্তভাবে অপেক্ষিত। অধ্যাপক ম্যাগারকে অনুসরণ করে, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে প্রস্তাবিত বিষয়ে ফ্রাঙ্ক সিবলির বক্তব্য, এবং এরপর হাঙ্গারল্যান্ড-এর সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করব। এ আলোচনার শুরুতেই অধ্যাপক ম্যাগার প্রস্তাবিত বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেন, যার গুরুত্ব বর্তমান নান্দনিক আলোচনায় খুবই অপরিসীম।

নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রেক্ষাপট

ম্যাগার মনে করেন যে, নন্দনতত্ত্ব শিরোনামের অধীনে আমরা যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা স্পষ্টভাবে বোঝার বহুবর্ষজীবী দার্শনিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে

আমাদের মনোযোগের যাত্রাপথ বা অভিমুখ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো কোনো সময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে সেই সকল বস্তু বা বস্তুর গুণধর্মের ওপর, যা নান্দনিক আগ্রহ (aesthetic interest)-এর ভিত্তি হতে পারে। যেমন : ট্র্যাজেডি, সৌন্দর্য ইত্যাদি। কখনও কখনও এই মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে সেই সব অভিজ্ঞতার ওপর, যা স্বয়ং নান্দনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন : সাধারণভাবে নান্দনিক সুখ (aesthetic pleasure), ট্র্যাজেডি থেকে উৎপন্ন সুখ, অথবা নান্দনিক আবেগ (aesthetic emotion) ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আবার মনোযোগ পড়েছে সেইসব উপায়ের দিকে, যার মাধ্যমে আমরা স্বভাবতই এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রকাশ করি।

অবশ্য, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই সব জিনিস, যা আমরা বস্তু বা বস্তুর গুণধর্ম সম্বন্ধে বলি, এবং কান্টের পরিভাষায়, যার ওপর আমরা এই সব অভিজ্ঞতা আরোপ করি। সম্ভবত সাধারণ উদ্দেশ্য না হলেও, মনোযোগের এই সর্বশেষ অবস্থানের একটি ভালো কারণ হলো এই যে, সাধারণ মানুষজন তাদের অভিজ্ঞতা ও বস্তুর গুণধর্মকে শব্দ ও কর্মের মধ্যে প্রকাশ করে কেবল আন্তর্ব্যক্তিকভাবে (interpersonally) যাচাইযোগ্য বিষয়বস্তু হিসেবে; আর এসব অভিজ্ঞতাই আন্তর্ব্যক্তিকভাবে সনাক্ত করা এ আলোচনার লক্ষ্য । তাই, অভিজ্ঞতা থেকে অভিব্যক্তির দিকে দার্শনিক মনোযোগের পরিবর্তন মূলত কোনো লক্ষ্য নয়, একটি পদ্ধতিমাত্র, এবং এই মনোযোগের উল্লেখযোগ্য সব পরিবর্তনকে একই আলোকে দেখানো যেতে পারে। কাজেই, আমাদের পরিবেশ-প্রতিরূপের নান্দনিক আকর্ষণ (attractions) ও বিকর্ষণ (distractions)-এর প্রতি প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিক মনোযোগের লক্ষ্য যে আমাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড বা জীবনপ্রণালি হবে, তাতে সংশয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

মনোযোগের শেষোক্ত পরিবর্তন সংক্রান্ত অধ্যয়নকে সংক্ষিপ্ত করার সহজ উপায়টি হলো একে নান্দনিক অবধারণের যৌক্তিক অনুসন্ধানের অধীন করা, যদি নান্দনিক অবধারণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সব ধরনের অভিব্যক্তিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একে যথেষ্ট ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা মনে করি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। কারণ, নান্দনিক মন্তব্যের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে, একজন বাঙালি যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না, তিনিও ইংরেজের বিস্ময়বোধক উক্তির অর্থ বোঝার ভালো সুযোগ পেয়ে থাকেন : 'What a marvelous light' যদি উক্তিটি যথাযথ স্বরভঙ্গিতে বলা হয়, এবং তিনি এভাবেই তা শুনে থাকেন। কিন্তু, যথাযথ স্বরভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হলেও একজন ইংরেজি না জানা বাঙালি ব্যক্তির পক্ষে এই উক্তির মর্ম

বোঝা অত্যন্ত কঠিন : 'If the train does not arrive punctually at five o'clock he'll miss the cennexion'। এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণত নান্দনিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত উক্তির অর্থ-সম্বন্ধ (meaning-relations) প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই সীমিত হতে পারে না। প্রসক্তির সম্বন্ধ (relations of entailment), অসঙ্গতিপূর্ণ (inconistency) ও পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র উক্তিগুলোর সঙ্গতিপূর্ণতার সম্বন্ধ ইত্যাদি। নান্দনিক মন্তব্যের অর্থের যৌক্তিক সীমা কোনো প্রসঙ্গ সাপেক্ষে যৌক্তিকভাবে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এই সম্বন্ধগুলো প্রসক্তি বা অসঙ্গতির সম্বন্ধের চেয়ে অনেক কম সুস্পষ্ট, অন্ততপক্ষে তাদের আপাতদৃষ্ট ব্যাকরণ অনুযায়ী; আমরা জানতে পারি যে, এই সম্বন্ধগুলো বাস্তবিকই অস্পষ্ট।

যাইহোক, যৌক্তিক অসঙ্গতি (logical oddity)-র একটি পদ্ধতিগত মানদণ্ড (methodological criterion) আমাদের অবশ্যই থাকে এই রকম একটি নিয়ম অনুসারে যে, একটি অসঙ্গতি স্বরূপতই যৌক্তিক হিসেবে নিজেকে দেখায়, যদি তা শাব্দিক অভিব্যক্তির মধ্যে শ্রোতার কাছে স্রেফ বিস্ময় সৃষ্টি করার চেয়ে একটি দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, যদি তা করেও সাধারণভাবে বোধগম্য শব্দ প্রয়োগ অপেক্ষা কারও শব্দের ভুল বোঝাবুঝিকে দেখানোর জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং বস্তুর গুণধর্মের অসাধারণ অনুষঙ্গ বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন : যদি কেউ বিরক্তি প্রকাশক কণ্ঠস্বরে বিরক্তি-প্রকাশক উক্তি করে বলে : 'Oh, how uninteresting and beautiful!' অথবা হাসিমাখা স্বরভঙ্গিতে বলে : 'Oh, how charming and ugly!' এবং আমাদের এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে অবাক হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করেই, অর্থের ভুল বোঝাবুঝির উল্লেখ করে সে দেখায় যে তার শব্দ প্রয়োগে একটি যৌক্তিক অসঙ্গতি রয়েছে। অন্যদিকে, যদি এভাবে সে যথাযথ স্বরভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে 'Oh, how beautiful but (somehow, profoundly) uninteresting!' : অথবা 'Oh, how ugly and get (somehow peculiarly) charming', তাহলে দুর্বোধ্যতার আশঙ্কা এখানে থাকবে না।

স্পষ্টতই এখানে শব্দগুলো যথাযথভাবে বোধগম্য এবং বিশেষ একটি প্রসঙ্গ সাপেক্ষে বস্তুর গুণধর্মের মধ্যে ও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অভিজ্ঞতামূলকভাবে বিজাতীয় অনুষঙ্গকে ব্যক্ত করার জন্য সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এখন সমগ্র নন্দনতত্ত্ব জুড়ে বিভ্রান্তিকর গুণধর্ম ও শক্তির প্রতি ওই ধরনের বিজাতীয় প্রতিক্রিয়াকে আমাদের অনুমোদন করতে হবে, যা একজন বক্তা অন্যের কাছে বোধগম্য করে তোলার প্রত্যাশা

করতে পারেন এবং করেনও। ফলস্বরূপ সমগ্র ক্ষেত্রে শব্দের সেইসব অস্থায়ী প্রয়োগকে অনুমোদন করতে হবে, যেভাবে একজন বক্তা এমন পরিস্থিতিতে শব্দগুলোর আরোপণকে কার্যকর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারেন, যেখানে শব্দগুলোর গতানুগতিক যৌক্তিক প্রয়োগরীতি তাদের তাৎপর্যপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়া পালনে অনুমোদন দেয় না। কিন্তু, ওই ধরনের আরোপণে পৌঁছাতে হলে শ্রোতাকে অবশ্যই আলোচ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত থাকতে হবে, অথবা কোনো-না-কোনোভাবে একে কল্পনায় উপলব্ধি করতে হবে। কাজেই, নন্দনতত্ত্বে আমরা পাচ্ছি শব্দের অর্থের প্রসঙ্গ-সাপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য এবং অসঙ্গতি ও অনুপযুক্ততার কোমল আচরণ এবং সঙ্গতি ও প্রসক্তির কঠোর বন্ধন, যা দিয়ে এর যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু, একে একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা যেতে পারে, তিরোভাবের কারণ হিসেবে নয়।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যে, যখন একটি নান্দনিক উক্তির দৃষ্টান্তকে আমাদের অবধারিতভাবে গ্রহণ করতে হয়, তখন নান্দনিক অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি—'ওহ কতো সুন্দর!', 'উফঃ কতো জঘন্য'— হিসেবে যা কিছু আমাদের কাছে সর্বাধিক নিরাপদ তাকে বিবৃতি হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই তাকে আদৌ অবধারণের প্রকাশ হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। কেউ বলতে পারেন যে, এ ধরনের বিস্ময়বোধক উক্তি অন্তত একটি বিবৃতিকে প্রতিপাদন করে, অথবা তা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত একটি বিবৃতি। যেমন : 'কতো জঘন্য'—এই উক্তিটি একটি বিবৃতিকে প্রতিপাদন করে। তাই তা একটি অবধারণ। কিন্তু, এটি বিবৃতির চেয়ে বেশি সাক্ষাৎভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রকাশভঙ্গি। যদি 'ক' ব্যক্তি 'খ' কে বলে : 'গ' আমার কাছে এসে বললো 'ঘ' হলো জঘন্য, এবং যদি 'খ' জানে 'খ' তার পুরনো বন্ধু 'ক' এবং 'গ' প্রত্যেকে মিথ্যা বলতে অক্ষম এবং যদি 'গ' একজন সফল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে নান্দনিক অবধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়, যেখানে 'ঘ'-এর মতো বস্তুসমূহ বিবেচ্য, তাহলে সে আদৌ কোনো নান্দনিক অবধারণ গঠন করা ছাড়াই খুব সম্ভবত এই খবরটি দেবে যে, 'ঘ' দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য ব্যক্তির কাছেও জঘন্য। কিন্তু, যে ব্যক্তি 'ওহঃ কতো জঘন্য' এ ধরনের উক্তি করে, সাধারণত তার একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতা থাকে। আমরা এ বিষয়ে আবার প্রত্যাবর্তন করব। তার আগে নান্দনিক প্রত্যয়ের যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দু'একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

নান্দনিক প্রত্যয়ের যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ম্যাগার মনে করেন, চিন্তার স্বাভাবিক অগ্রগতি অবধারণের নির্দিষ্ট একটি আকারের যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানকে চালিত করে ওই অবধারণে আদর্শমূলকভাবে

প্রযোজ্য নান্দনিক প্রত্যয়ের যৌক্তিক শক্তির আরও নির্দিষ্ট অনুসন্ধান হিসেবে। এটি নান্দনিক অবধারণের ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে ঘটে থাকে (Meager, 1970: 401)। কান্টের সময় থেকেই দেখা গেছে যে, নান্দনিক অবধারণের গ্রহণ ও বর্জনযোগ্যতার জন্য এই অবধারণের স্বতন্ত্র একটি যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য নান্দনিক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আর বর্তমান অনুচ্ছেদে এ নিয়েই, নান্দনিক প্রত্যয় ও নান্দনিক অবধারণের এই যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা আলোচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

ম্যাগার মনে করেন যে, নান্দনিক অবধারণ ও নান্দনিক প্রত্যয়ের এই যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ ও বর্জন করা যেতে পারে এবং করা হয়েও থাকে। এই যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যই নান্দনিক প্রত্যয়কে অন্যান্য প্রত্যয় থেকে পৃথক করেছে। যদি আমি বলি : 'এটি জঘন্য', এবং আপনি তাতে একমত না হন, তাহলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি কেন এ ধরনের মন্তব্য পেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি এর ব্যাখ্যায় আপনাকে সেই সব বিষয় উল্লেখ করতে পারি যার জন্য আমি বস্তুটিকে জঘন্য বলে সাব্যস্ত করছি। যদি আমি বলি যে খাবার হাতে থাকা ডিমটির রঙ স্বর্ণালি এবং আপনি তাতে একমত না হন তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব থাকবে না। আমরা বরং পর্যবেক্ষণের শর্তগুলোকে আরও নিখুঁত করার চেষ্টার মাধ্যমে অবধারণটিকে যাচাই করব। যেমন : ডিমটিকে আরও উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে গিয়ে দেখব, সাদা কাগজের ওপর রেখে পর্যবেক্ষণ করব ইত্যাদি।

তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এগুলো হেতু, কারণ বা যুক্তি-প্রদর্শনের প্রক্রিয়া নয়, যেমন 'ওহঃ কতো জঘন্য!' এই উক্তি প্রসঙ্গে করা হয়েছে। অবশ্য এই হেতুগুলো সেই ধরনের হেতু থেকে ভিন্ন, যেগুলো আমরা কোনো ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি কি-না, অথবা, জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য মাছেরা তাদের ফুসফুস ব্যবহার করে কি-না তার সপক্ষে বিপক্ষে দিয়ে থাকি। কোনো কিছুকে 'জঘন্য' বলে সাব্যস্ত করার সমর্থনে আমরা যে ধরনের যুক্তি গঠন করতে পারি, সেগুলো এমন কোনো যুক্তি নয় যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, বস্তুটি জঘন্য। বরং কোনো কিছুকে পছন্দ অপছন্দ করার সমর্থনে আমরা যে ধরনের যুক্তি গঠন করতে পারি, এগুলো সেই ধরনের যুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে অপরের পছন্দ অপছন্দের সমর্থনে আমরা যেসব যুক্তি দেখাতে পারি, যা খাঁটি নান্দনিক প্রত্যয় ও নান্দনিক অবধারণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, সেগুলোর সঙ্গে এগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং এগুলো স্রেফ প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতা থেকেও ভিন্ন। একটি বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক ও আইনের প্রত্যয় ও অবধারণকে যেভাবে যন্ত্রবদ্ধ সূত্রাবলির

সাহায্যে প্রমাণ ও অপ্রমাণ করা যায়, সেভাবে ওই হেতু বা যুক্তিগুলোর সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ ও অপ্রমাণ কিছুই করা যায় না।

এখন নান্দনিক অবধারণের এই স্বতন্ত্র যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যকে নান্দনিক অবধারণে প্রযুক্ত একটি বিশেষ ধরনের প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্য হিসেবে অঙ্গীকার করা স্বাভাবিক এবং এই ধরনের প্রত্যয়কে নান্দনিক অবধারণে আরোপিত একটি বিশেষ ধরনের ধর্মের নাম দিয়ে স্বতন্ত্র যৌক্তিক শক্তির অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বস্তুত, কান্ট কর্তৃক নান্দনিক অবধারণের যৌক্তিক কাঠামোর ধ্রুপদী বা চিরায়ত অনুসন্ধানকে সৌন্দর্য ও মনস্তত্ত্বের ধর্ম বা প্রত্যয়ের অনুসন্ধান হিসেবে সমানভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, এই দুটি স্বতন্ত্র ধরনের প্রত্যয় অপেক্ষা নান্দনিক অবধারণে প্রযুক্ত প্রত্যয়ের পরিধি স্পষ্টতই অনেক ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কাজেই, এটি বোধগম্য যে, দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের সম্প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অধিকাংশই ওইসব পুরনো দার্শনিক রণাঙ্গনের অশ্বের সঙ্গে ততটা সম্পৃক্ত নয়, যতটা সুচারু (dainty), মাধুর্যপূর্ণ বা মনোরম (dumpy) ইত্যাদি নান্দনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমনটা জে.এল. অস্টিন উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে সীমাহীন পরিধির ও বৈচিত্র্যের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের নান্দনিক গুরুত্ব পাওয়া যায় আমাদের বর্তমান শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের সবচেয়ে উন্নত কর্মশালায়।

অধ্যাপক ম্যাগারের মতে, ফ্রাঙ্ক সিবলি এবং ইসাবেল ক্রীড হাঙ্গারল্যান্ড প্রমুখ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যেখানে ওইসব প্রত্যয়ের মাঝে অ-নান্দনিক প্রত্যয় হিসেবে গৃহীত প্রত্যয়ের পার্থক্য ও যৌক্তিক সম্বন্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওইসব প্রচেষ্টার সাফল্য আমাদের একটি বাড়তি পাওনা, যার মাধ্যমে আমরা একটি নান্দনিক প্রত্যয়ের এমন একটি মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারি যা হবে অচক্রক (non-circular)। এখানে নান্দনিক পদের চক্রক বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে নন্দনতত্ত্বের চক্রকতাহীন উন্মুক্ত একটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা যায়। আমরা এগুলোকে বোধগম্য বলে মনে করলেও এগুলো আমাদের বিপথে চালিত করতে পারে। কারণ আমরা মনে করি এদের সাফল্য নান্দনিক অবধারণের গঠনমূলক প্রত্যয়ের বদ্ধ সমষ্টির ওপর নির্ভরশীল, এবং তা সেইসব গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল, বস্তুতে যাদের আরোপণ একটি নান্দনিক অবধারণ গঠন করে (Meager, 1970: 401)। এখানে আমরা নিশ্চিত নই যে, নান্দনিক অবধারণের ক্ষেত্রে আমরা মূলত সেইসব গুণধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকি যেগুলোকে সরাসরিভাবে বস্তুর গুণধর্ম বলা যেতে পারে। কিন্তু, এ ধরনের একটি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান রক্ষা করার জন্য এমন কিছু বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

প্রয়োজন হবে যাদের কোনো কার্যকারিতা আছে বলে মনে হয় না। নান্দনিক প্রত্যয়ের বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যানে আমাদের এ আলোচনা আরও বেশি সুস্পষ্ট হবে।

নান্দনিক প্রত্যয়ের বিশেষ লক্ষণ

নান্দনিক প্রত্যয় সম্বন্ধে অধ্যাপক সিবলি এবং হাজ্গারল্যান্ডের বিশ্লেষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ব্যাপক গৃহীত মত হলো, নান্দনিক প্রত্যয়গুলো তৃতীয় স্তরের গুণ (tertiary quality) হিসেবে পরিচিত গুণাবলির একটি উপশ্রেণি (sub-class) গঠন করে। 'Tertiary quality' একটি দার্শনিক পরিভাষা, যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তৃতীয় স্তরের গুণের সাধারণ ধারণাটি গৌণগুণের গুণবিষয়ক ধারণা, যেখানে একে মুখ্যগুণের গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং এগুলো বস্তুতপক্ষে বস্তুর গুণ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, মুখ্যগুণ হলো আকার, আয়তন, ওজন ও গতির গুণ। এই বিভাজনের প্রবর্তক হলেন জন লক।

একটি বিভ্রান্তিকর আধা-বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, আকার, আয়তন, ওজন ও গতি ছাড়া অন্যান্য পর্যবেক্ষণযোগ্য গুণ হলো গৌণগুণ। এগুলোকে গৌণগুণ বলা হয়েছে এই ভিত্তি থেকে যে, এগুলো বস্তুত পর্যবেক্ষিত বস্তুর গুণাবলি নয়, বরং এগুলো হলো বস্তুর একটি শক্তি, যার দ্বারা আমাদের মনে রঙ, শব্দ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির অবভাস উৎপন্ন হয়। জন্ম থেকে উদ্ভূত এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে এবং তাদের আকার, আয়তন, ওজন ও গতি ইত্যাদি মুখ্যগুণের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ছাপ রেখে যায়। এ ধরনের জগাখিচুড়ি তত্ত্ব অনুযায়ী রঙ, স্বাদ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি গৌণগুণগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সূক্ষ্ম কণিকার মুখ্যগুণের মধ্যে সন্নিকর্ষের বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এইজন্য এগুলোকে মুখ্যগুণের বিন্যাস প্রক্রিয়ার গুণ বলা হয়ে থাকে। জর্জ বার্কলির মতে, যে তত্ত্ব এই ধরনের ঘোলাটে নয়, সেই ধরনের কোনো তত্ত্ব অনুযায়ী, বস্তুর পর্যবেক্ষণকৃত ওজন, আয়তন ও আকার অন্য গুণাবলির মতোই সবচেয়ে গৌণগুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। একমাত্র ক্ষুদ্র কণিকার অপর্যবেক্ষণযোগ্য আকার, আয়তন, ওজন ও গতিই মুখ্যগুণ হতে পারে যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে।

এই তৃতীয় স্তরের গুণকে গৌণগুণের বিন্যাস হিসেবে কখনও কখনও গণ্য করা হয়ে থাকে। আবার, কখনও কখনও একে উন্মেষমূলক (emergent) বা পরিণামী (consequential) গুণও বলা হয়ে থাকে। তবে, গৌণগুণের বিন্যাসের উন্মেষমূলক গুণাবলি যে থাকতে পারে, এ ধারণা গৌণগুণের ধারণার মতো তেমন ঘোলাটে নয়।

কাজেই, একটি স্তরের গুণ হবে বস্তুতে উন্মেষমূলক গুণ হিসেবে বিশেষিত গুণ, যা গৌণগুণের বিন্যাস ব্যবস্থার গুণ হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, বা ওই বিন্যাস থেকেই উৎপন্ন এবং ওই বিন্যাসের ওপরই তা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। গৌণগুণের আদর্শ বিন্যাসব্যবস্থা হবে কোনো পতাকার দাগ ও ত্রিভুজে লাল, সাদা ও নীল রঙের বিন্যাস, সেক্ষেত্রে উন্মেষমূলকভাবে একটি তৃতীয়স্তরের গুণ হিসেবে বস্তুটি একটি ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘের, অর্থাৎ ইউনিয়ন জ্যাকের (ইংল্যান্ডের জাতীয় পতাকা) দৃষ্টান্ত হয়।

এ ধরনের গুণের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেগুলো বস্তুতে থাকে এদের রঙ ও আকৃতি গৌণগুণ থাকার কারণে। তাই, একথা বলা প্রকারগত ভ্রান্তি (category mistake) যা একটি লাল, সাদা ও নীলের নকশার নির্দিষ্ট বিন্যাসকে বা ইউনিয়ন জ্যাককে প্রকাশ করে। তৃতীয় স্তরের গুণকে গৌণগুণের সহযোগী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাকে অবশ্যই ওই ধরনের গৌণগুণের ভিত্তিতে নির্ভরশীলরূপে দেখানো যেতে পারে। এখানে সৌন্দর্যের মতো নান্দনিক গুণের ক্ষেত্রেও ওই কথা বলা যেতে পারে। কেউ কখনও সুন্দর হতে পারেন না আকার, আকৃতি ও রঙ ছাড়া এবং এই গুণাবলির সংযোজনের দ্বারা কেউ সুন্দর হননি, কেউ সুন্দর হয়েছেন এই গুণগুলোর কারণে বা ভিত্তিতে। যেমন : ভিটগেনস্টাইন বলেন, কারও পক্ষে এই বিন্যাসকে মেনে নেয়া কঠিন হতে পারে যে, 'একটি প্রজাপতি যেমন হয় তাকে সেইভাবে সুন্দর হিসেবে নয়, কুৎসিত হিসেবে কল্পনা করুন।' যদিও এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, কেউ কীভাবে ওই ধরনের কাজ করতে পারে, প্রাণীটিকে অকল্যাণজনক হিসেবে দেখার চেষ্টা করে, একে কুৎসিত হিসেবে দেখার জন্য এ জগতে ওই প্রাণীটির ভূমিকাকে বিরূপ হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

আদর্শমূলকভাবে আমাদের উপলব্ধ মাধুর্যপূর্ণতা (gracefulness), মনোরম (prettiness), জাঁকালো (garishness), চমকদার (gawkiness) ইত্যাদি নান্দনিক প্রত্যয়গুলো তৃতীয় স্তরের গুণাবলির মডেলের সঙ্গে যথেষ্ট মানানসই। কিন্তু আমাদের দেয়া দৃষ্টান্ত সংঘবদ্ধতা বা ইউনিয়ন জ্যাকের গুণ, বা তৃতীয় স্তরের গুণ হলেও, নিশ্চিতভাবে স্বরূপত নান্দনিক নয়। আমাদের উচিত হবে নান্দনিক প্রত্যয়কে তৃতীয় স্তরের গুণের এক উপশ্রেণি হিসেবে গণ্য করা। এখানে আমরা কয়েকটি নান্দনিক প্রত্যয় সম্বন্ধে একটি মৌলিক সমস্যার মধ্যে পড়ছি। কারণ, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার গুণটিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নান্দনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ধর্ম হতে পারে। পতাকার নকশা স্টারস ও স্ট্রিপ্স (Stars and Strips) নিয়ে জ্যাসপার জনস্ (Jasper Johns)-ও অনেক কিছু করেছেন এবং আমরা এখনও দেশপ্রেমী, যেহেতু আমরা নিশ্চিত যে, একটি সমানভাবে

গতিশীল নান্দনিক ভঙ্গি ইউনিয়ন জ্যাক-এর ক্ষেত্রেও গঠন করা যেতে পারে একটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শক-গোষ্ঠীর জন্য, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কারও জন্য নয়। এই সম্ভাব্য নান্দনিকভাবে জোরালো গুণধর্মের অসীম বিস্তৃত হওয়ার ক্ষমতা থেকে আমরা একটি নীতিবাক্য টানতে পারি। আর সেটি হলো, আমাদের উচিত হবে নান্দনিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দেয়া আলোচ্য প্রকার গুণধর্মের উল্লেখ করে নয়, বরং সেই ধরনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে, যেখানে এই ধরনের গুণধর্মের প্রতি মনোযোগ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যখন সেগুলোতে নান্দনিক উৎকর্ষ খুঁজে পাওয়া যায়। যাইহোক, নান্দনিক অভিজ্ঞতার গুণধর্মে তৃতীয় স্তরের গুণধর্মের মডেল নিশ্চিতভাবে যুক্ত থাকতে পারে, যাকে বস্তুর গুণাবলির এমন একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা আমাদের প্রতিক্রিয়ার শক্তির ওপর প্রযুক্ত নয়। হাঙ্গারল্যান্ড-এর মন্তব্যে এ বিষয় আরও প্রকট হয়েছে।

হাঙ্গারল্যান্ডের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

অধ্যাপক হাঙ্গারল্যান্ড এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রদান করেছেন, যা নান্দনিক গুণধর্মকে গৌণগুণের বিন্যাসের গুণধর্ম অর্থে তৃতীয় স্তরের গুণধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে (Hungerland, 1968: 290)। হাঙ্গারল্যান্ডের মতে, মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, সমাজ জীবনে টিকে থাকার জন্য আবশ্যক মানসিক হাতিয়ার নিয়ে আমরা সবাই বিকশিত হয়েছি। অন্ততপক্ষে ওই ধরনের বিন্যাস উপলব্ধি করার সামর্থ্যকে এখানে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একটি বিন্যাস উপলব্ধি করার সামর্থ্য হলো, বিন্যাস গঠনকারী বস্তুটির দিকে বিশেষ কোনো মনোযোগ না দিয়েই সরাসরিভাবে বিন্যাসটিকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য। আর দ্বিতীয়টি হলো বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে বিন্যাস উপলব্ধির ক্ষমতা। এই ধরনের বিন্যাস উপলব্ধির সামর্থ্য দুটি সুপরিচিত প্রধান তৃতীয় স্তরের গুণধর্মের প্রকার প্রদান করে।

দৈশিক ও কালিক বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি আবশ্যিকভাবে আমাদের মনোযোগকে দৈশিক ও কালিক উপাদানের দিকে নিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, একটি বিস্তৃতিশীল বিন্দু বা কালিক ক্ষণের চরম অবিন্যাসক্রমিক দৈশিক ও কালিক একক কেমন হতো তা চিন্তা করা কঠিন। এদের কোনোটিই নিয়মানুসারে প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই, সাধারণ দৈশিক ও কালিক সমগ্র (রেখা, ত্রিভুজ, কথিত বাক্য, সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ইত্যাদি) সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি জন লকের মুখ্যগুণকে উপলব্ধি করার বিষয় হয় না, যেমন তৃতীয় স্তরের গুণকে উপলব্ধি করার বিষয় হয় অথবা যাকে বলা হয় যথাযথ গেস্টাল্ট। এ ধরনের বিন্যাসের প্রত্যয় বা গেস্টাল্ট হতো তৃতীয় স্তরের গুণের প্রত্যয়।

হাঙ্গারল্যান্ডের মতে, এ দুটি বিন্যাসপ্রক্রিয়াই আমাদের কাছে মানসিক হাতিয়ার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। আমাদের বিকাশধারার মূলে এ দুটিই হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

কাজেই, যদি আমরা একটি বর্গাকার সাদা কাগজের টুকরোর সম্মুখীন হই, তাহলে আমরা সাধারণত তাকে উপলব্ধি ও স্মরণ করতে পারি তার চার বাহুর সমান হওয়া ও সমকোণী হওয়ার দিকে কোনো ধরনের মনোযোগ দেয়া ছাড়াই, যেগুলো তাকে বর্গাকার রূপ প্রদান করে। অনুরূপভাবে কোনো বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে, আমরা শব্দের সেইসব বিন্যাসক্রমকে উপলব্ধি ও স্মরণ করতে পারি, যার দ্বারা বক্তার উক্তির অর্থ অনুধাবন করা যায় বিশেষ কোনো শব্দের দিকে মনোযোগ দেয়া ছাড়াই, এবং এই ধরনের কোনো অন্তর্দর্শনকে লক্ষ না করেই যে শব্দগুলোর পারস্পরিক আন্তঃসম্বন্ধ বিন্যাসের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ যুক্ত করে। ওই ধরনের বিন্যাস এবং গেস্টাল্টের প্রত্যয় পর্যবেক্ষিত প্রতিভাসের তৃতীয় স্তরের গুণাবলির প্রত্যয় হবে। এবং ওই ধরনের দৈশিক ও কালিক বিন্যাস হতে পারে আকার ও কাঠামোর প্রত্যয় হওয়ার উপযুক্ত, যদি একে অধিক সূক্ষ্ম ও কম পরিচিত ও নিয়মিত ধরনের প্রত্যয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যা বস্তুকে জৈবিক ঐক্য হিসেবে গঠন করার ঐক্যবদ্ধ ভিত্তি প্রদান করে। এই জৈবিক ঐক্য হলো শিল্পকলার সুপ্রতিষ্ঠিত কাঙ্ক্ষিত ধর্ম, যা নান্দনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুণধর্ম উৎপন্ন করে।

আমাদের সবার মধ্যে উৎপন্ন অপর একটি বিন্যাস উপলব্ধি করার জন্য সামর্থ্য হলো এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে জানা। একদিকে অবভাস, অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এবং অন্যদিকে আমাদের চারপাশের মানুষজনের আচরণ, যা তাদের বিভিন্ন প্রবণতা, মনোভাব, আদেশ, অভিপ্রায়, আশঙ্কা প্রকাশ করে। আমাদের সাধারণ প্রজ্ঞা বলে যে, শিশুরা অথবা আমাদের পালিত পশুরা রঙ, রেখা, শব্দের স্বরভঙ্গি, ছন্দ ইত্যাদির সূক্ষ্ম ও অতি স্বল্প পার্থক্যের ভিত্তিতে সর্বদাই জানে। তার মানে, পার্থক্য করতে পারে সে, কোন ধরনের বিন্যাস তার প্রভুকে ক্রুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কোন ধরনের বিন্যাস তার প্রভুকে প্রফুল্ল হিসেবে চিহ্নিত করে। এখানে আমরা বিস্ময়কর পরিধির, সূক্ষ্মতার এবং টিকে থাকার মূল্যবিশিষ্ট একটি প্রাকৃতিক বিন্যাস উপলব্ধি করার সামর্থ্যকে নির্দেশ করি। আর এ সামর্থ্যই ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিমূলক তৃতীয় স্তরের গুণধর্মের একটি সম্ভাব্য পরিধিকে উৎপন্ন করে। এই গুণধর্মগুলো আবার তাদের প্রকশিত গৌণগুণের স্বতন্ত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে ব্যক্তির আচরণ ও অভ্যাসের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই, এই ধরনের প্রত্যয়কে প্রয়োগ করার সাধারণ আগ্রহ ব্যবহারিক, যা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া

আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু, একথা কবুল করা সর্ববাদীসম্মত যে, অভিব্যক্তিমূলক ও অঙ্গাভঙ্গিমূলক গুণধর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি একটি মুখ্য ও অধিক চর্চিত ভূমিকা নির্বাহ করে।

তৃতীয় স্তরের গুণকে বস্তুর অন্তর্গত গুণ হিসেবে নয়, বরং একটি শক্তি হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা যে আদ্যতা দিয়েছি তাতে আবার প্রত্যাবর্তন করা যাক। আমরা কবুল করে নিচ্ছি যে, কাঠামোগত তৃতীয় স্তরের গুণধর্মের নান্দনিক তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি যদি আমরা তাদের সম্বন্ধে মনে করি যে, সেগুলো আমাদের সক্রিয় মনোশ্চিত্র গঠন করার শক্তিকে উদ্দীপিত করে থাকে, তাদের মডেল সংযুক্ত অংশগুলোর অভ্যন্তরীণভাবে সংসক্তিপূর্ণ সংগঠনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে, যাতে সব শিল্পকলার সমালোচনা আমাদের নান্দনিক তাৎপর্য উপভোগ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত নয়। কিন্তু, আমাদের লক্ষ করা উচিত যে, বুদ্ধিগম্যতা ও উপভোগ মনোশ্চিত্র গঠনকারী প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়, যার কারণ হলো বস্তুর তৃতীয়স্তরের গুণাবলি, কিন্তু বস্তুর অন্তর্গত গুণধর্মের অভ্যাসমূলক সাক্ষাৎ উপলব্ধি নয়। তাছাড়া, এ ধরনের মনোশ্চিত্র গঠনপ্রক্রিয়া নান্দনিকভাবে গতিশীল প্রভাবরূপে চলতে পারে গৌণগুণের অবিন্যাসক্রমিক দৃষ্টান্ত সাপেক্ষে। যেমন : নীল রঙের একটি মাত্র আভা হিমবাহের শীতলতাকে উদ্ভাসিত করতে পারে। সন্দেহ নেই, নান্দনিক বিশুদ্ধতাবাদীরা তাদের বিবেচনা থেকে একে অনেক দূরবর্তী বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা তাদের এ অবস্থানকে ভুল মনে করি।

যে-কোনো ক্ষেত্রে, আমাদের অভিব্যক্তিপূর্ণ তৃতীয় স্তরের গুণাবলির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে অতীন্দ্রিয় ভিত্তি (transcendental grounds) থেকে– আবেগধর্মী শব্দ শেখা ও শেখানোর সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ভিত্তি থেকে– যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, অনেক ধরনের অনুভব এবং নির্দিষ্ট এক ধরনের অভিব্যক্তি, অঙ্গাভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে অবশ্যই একটি সাধারণ প্রাকৃতিক, প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক সম্বন্ধ রয়েছে, এবং এ ধরনের আচরণ, অঙ্গাভঙ্গি ও অভিব্যক্তি উপলব্ধি ও উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া-আচরণের মাধ্যমে তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একটি নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। যেমন : প্রভুর ক্রুদ্ধ কান মলায় গৃহপালিত কুকুর কু-কুই করে, কিন্তু প্রভু সাদরে কান টানলে উৎফুল্ল হয়ে লেজ নাড়ায়। যদি এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্বন্ধ অবলোকন করা যায়, তাহলে শিল্পকলার অভিব্যক্তিপূর্ণ গুণধর্মের নান্দনিক শক্তির একটি সংকেত আমরা পেয়ে যাব।

কারণ, এ ধরনের প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক (pre-linguistic) সম্বন্ধ নির্দেশ করে যে, আবেগ-অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক হোক বা সামাজিক, প্রতিক্রিয়া অনুভবকে উৎপন্ন করার

জন্য সাক্ষাৎভাবে দায়ী। কিন্তু, তা আবেগের অভিব্যক্তি হিসেবে বিস্তৃত পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনের জন্য আদৌ দায়ী হতে পারে না। এটা আসলে পাঠকের কাছ থেকে অন্তর্দর্শনমূলক চিন্তা ও উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া-আচরণের দাবি রাখে। যে পার্থক্য আমরা এখানে নির্দেশ করেছি তা ভিটগেনস্টাইনও উল্লেখ করেছিলেন সমান্তরাল একজোড়া দৃষ্টান্তের মধ্যে। একটি চিত্রে উপলব্ধি করা যে, একটি বেলুন এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে তা একটি ভাসমান বেলুন হিসেবে প্রতিফলিত হয়, এবং বাতাসে ভাসমান একটি বেলুন দেখা। সেহেতু অভিব্যক্তিপূর্ণ ও অঙ্গাভঙ্গিমূলক গুণধর্ম পর্যবেক্ষিত গুণাবলির বিন্যাসের শক্তি, যা আবেগ অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে, এবং আমাদের থেকে সাক্ষাৎভাবে মনের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া অবস্থা উৎপন্ন করে। কিন্তু, স্রেফ ঘটমান আবেগকে তা বর্ণনা ও নির্দেশ করে না সেইসব পদের ভিত্তিতে যেগুলো আমাদের পাঠ করে বুঝতে হয় মনের কোন অবস্থা নির্ধারণ করে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হয়। তাই, এটি নান্দনিক প্রসঙ্গে ওই ধরনের বিন্যাসের নান্দনিকভাবে প্রাসঙ্গিক সংঘটনের বিশেষ শক্তিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখে।

এতক্ষণ আমরা তৃতীয় স্তরের গুণধর্ম এবং নান্দনিক তাৎপর্যবিশিষ্ট গুণধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করলাম তা থেকে এই উভয় গুণধর্মবিশিষ্ট শ্রেণির মধ্যে একটি ব্যাপক ফাঁক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই যে, অনেক লোক একটি প্রাক-স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়েছেন। এই প্রাক-স্বীকৃতি অনুযায়ী, তৃতীয় স্তরের গুণের প্রত্যয় হিসেবে নান্দনিক প্রত্যয়কে পর্যাপ্তভাবেই বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু, আমরা ইতোমধ্যেই ইউনিয়ন জ্যাক হওয়ার গুণটির অবতারণা করেছি, যা একটি তৃতীয় স্তরের গুণ হলেও সাধারণত নান্দনিক গুণ বর্জিত। সুতরাং, তৃতীয় স্তরের গুণাবলির শ্রেণিটি নান্দনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির শ্রেণি অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। এখন আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত অভিব্যক্তিমূলক গুণধর্ম সর্বদাই বা সাধারণত নান্দনিক আগ্রহের বিষয় হয় না। এমনকি, বিষণ্নতা দেখার, পুরুষোচিত বা মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনতে লাগার ও অস্বস্তিকর মনে হওয়ার গুণগুলো প্রায়শই নান্দনিক তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারিক হয়ে থাকে। অবশ্য, নান্দনিক মন্তব্যের ক্ষেত্রে যখন ওই ধরনের গুণধর্ম শিল্পকর্মের ওপর, অথবা অমানবিক কোনো বস্তু, যেমন : গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ওপর আরোপ করা হয়, তখন সেগুলো নান্দনিক প্রাসঙ্গিকতা (aesthetic relevance) অর্জন করে। কিন্তু, এটি এমন এক নান্দনিক আগ্রহের প্রসঙ্গ যা তাদের নান্দনিক শক্তি প্রদান করে, যে শক্তি নান্দনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সব প্রসঙ্গের উদ্ভব ঘটায়।

তবে, এটি ওইসব গুণের আবশ্যিক ধর্ম প্রদান করে না, যেখানে তাদের প্রকৃতি যেমনভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন। ইভা স্কাপের (Eva Schaper) রচনায় এ বিষয়ের বিকাশের রূপরেখা লক্ষ করা যায় (Schaper, 1963)। কিন্তু, প্রসঙ্গ যদি আর প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যয়টির বিশেষ প্রয়োগকে নির্ধারণ করেও নিজে প্রত্যয়টির দ্বারা নির্ধারিত না হয়, তাহলে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের প্রকৃতির উল্লেখ করে, সেই প্রসঙ্গের স্বরূপের ব্যাখ্যা দেয়ার পরিকল্পনাটি ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার সীমাহীন দোষের ক্রমধারার পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, আমরা মনে করি যে, এই অনুভবের একটি যুক্তি রয়েছে যে, নান্দনিকভাবে প্রভাবশালী গুণাবলি নিবিড়ভাবে তৃতীয় স্তরের গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে আমরা যে যুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছি, তাকে আমরা আরও স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করতে পারি। যদি আমরা তৃতীয় স্তরের গুণকে গৌণগুণের শক্তি হিসেবে, অথবা সরাসরিভাবে বস্তুর পর্যবেক্ষিত গুণাবলি হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে তৃতীয় স্তরের গুণাবলিকে যেভাবে বোঝা হয়েছে তাতে তা তার উপশ্রেণি হিসেবে নান্দনিকভাবে কার্যকর গুণাবলিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু, এটি পদটির কোনো সাধারণ ধারণা নয়। এরপর, ম্যাগারের যুক্তির আলোকে সিবলির বক্তব্য মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

যুক্তির কাঠগড়ায় সিবলি

ম্যাগার মনে করেন, প্রস্তাবিত সমস্যার প্রতি সিবলির পরিকল্পনা আগাগোড়াই ভ্রান্ত। সিবলির একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের আলোচনার সূত্র ধরে ম্যাগার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। ওই প্রবন্ধে সিবলি যুক্তি দিয়েছেন যে, নান্দনিক প্রত্যয়ের বিভাজন শুরু করা যায় শিল্পকলার আলোচনায় প্রযুক্ত মন্তব্যগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভাজন করে। সিবলির ওই বিভাজন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই ম্যাগার তাঁর প্রথম আঘাতটা হানলেন। এ পর্যায়ে শুরুতেই সিবলির বক্তব্যের নির্যাসটুকু ম্যাগার সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেন।

সিবলি যুক্তি দিয়েছেন যে, নান্দনিক প্রত্যয়ের বিভাজন শুরু করা যায় প্রধানত দুই ভাবে। এই বিভাজনের ভিত্তি হলো, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী যে-কোনো ব্যক্তির দ্বারা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে প্রথম শ্রেণির মন্তব্য বিতর্কহীনভাবে যাচাইকৃত হতে পারে। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণির মন্তব্যের জন্য প্রয়োজন, যাকে সিবলি বলেছেন, অভিব্যক্তির অনুশীলন, নান্দনিক উপলব্ধির প্রত্যক্ষযোগ্যতা এবং সংবেদনশীলতা। তিনি বলেন, যখন একটি শব্দ বা অভিব্যক্তির প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তখন তিনি একে বলবেন নান্দনিক পদ বা অভিব্যক্তি, এবং এর অন্তর্গত প্রত্যয়কে

বলবেন নান্দনিক প্রত্যয় বা অভিরুচির প্রত্যয়। প্রথম প্রকার মন্তব্যের দৃষ্টান্ত হলো, যা দেখে, শুনে ও বুঝে যাচাই করা যায়। এই উপন্যাসটি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে তুলে ধরে, গানটির বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট একটি স্থানে পাল্টে গেছে, নাটকটির পঞ্চম অঙ্কে দুটি ভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, চিত্রটির রঙ সর্বত্রই সমানভাবে বিবর্ণময় ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণির নান্দনিক মন্তব্যের দৃষ্টান্ত হলো, এই কবিতাটি শক্ত বুনটে রচিত, বা এটি গভীরভাবে গতিশীল, এই চিত্রটি ভারসাম্যহীন, অথবা এর মধ্যে একটি গভীর নীরবতা বিদ্যমান, এই উপাখ্যানের চরিত্রগুলো জীবন-চরিত্র প্রতিফলিত করে না, ওই চিত্রটির রঙ অত্যন্ত চমকদার ইত্যাদি। সিবলির এ ধরনের বক্তব্যকে ম্যাগার অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করেন।

এক. সিবলি দাবি করেন যে, নান্দনিক প্রত্যয়ের একটি বিশেষ যৌক্তিক রীতিনীতি রয়েছে। নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রয়োগ কোনোভাবেই শর্তাধীন নয়। বিশেষভাবে বললে, এমন কোনো গুণধর্মের সমষ্টি নেই, যা নান্দনিক প্রত্যয় প্রয়োগের পর্যাপ্ত শর্ত হতে পারে। কাজেই, এদের জন্য অভিরুচির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, সাধারণভাবে যাচাইযোগ্য কিছু প্রত্যয়ের প্রয়োগযোগ্যতা একটি নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রয়োগযোগ্যতার আবশ্যিক শর্ত। একটি নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রয়োগকে চূড়ান্তভাবে অ-নান্দনিক প্রয়োগযোগ্যতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কাজেই, একটি অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের উপস্থিতি একটি নান্দনিক প্রত্যয়ের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু যাচাই করতে পারে না। এই দুই শ্রেণির প্রত্যয়ের সম্পর্ক স্বরূপত অনুষঙ্গের সম্বন্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুখ্য রঙগুলোর একটি সমন্বয় একটি অ-নান্দনিক ধর্মের সূচনা করে, যা জাঁকালো রঙের নান্দনিক ধর্মের সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ। কিন্তু, 'এটি মুখ্য রঙগুলোর সমন্বয়'—এই অবধারণ কখনও 'এটি জাঁকালো রঙের'— এই অবধারণের সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এটি চমকপ্রদভাবে প্রাণবন্তও হতে পারে। ম্যাগার মনে করেন যে, সিবলির ব্যাখ্যা এভাবে অ-নান্দনিক ধর্মের ওপর নান্দনিক ধর্মের নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে, আমরা তৃতীয় স্তরের গৌণগুণের বিভাজনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এটি আলোচিত দু'শ্রেণির প্রত্যয়ের মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধের সবচেয়ে সযত্নে রচিত ব্যাখ্যা।

দুই. এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে অ-নান্দনিক ধর্মের উপস্থিতি নান্দনিক ধর্মের উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে পারে? সিবলি উল্লেখ করেন যে, কিছু অ-নান্দনিক ধর্মের সমষ্টি কিন্তু নান্দনিক ধর্মের অনুপস্থিতির যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত শর্ত হতে পারে। যেমন : যদি একটি চিত্রের সমস্ত রঙ ধূসর হয়, তাহলে চিত্রটি জাঁকালো রঙের হতে পারে না।

কিন্তু, বিপরীতভাবে, চিত্রটির সমস্ত রঙ যদি ধূসর হয়, তাহলেও চিত্রটি মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে, অথবা প্রাণহীন হতে পারে। কাজেই, যদি একটি চিত্র মাধুর্যপূর্ণ হয়, তাহলে এর সমস্ত রঙ ধূসর হওয়ার ব্যাপারটি কোনো-না-কোনোভাবে চিত্রটির মাধুর্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে, যদিও তার নিশ্চয়তা দিতে অপারগ। আমরা যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধরে নিয়েছি যে, একটি চিত্রের অ-নান্দনিক ধর্মের আরোপণ যেভাবে এর সঙ্গে অনুষঙ্গাবদ্ধ নান্দনিক গুণের আরোপণকে ব্যাখ্যা করে, সেভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সম্ভাবনার সমীকরণের মধ্যে কোনো কিছু উপস্থিত করা যেতে পারে সম্ভাব্যতার বিষয় হিসেবে। কিন্তু, আমরা প্রকৃতপক্ষে যে ব্যাপারে আগ্রহী তা ততটা অ-নান্দনিক বিশেষণ ও নান্দনিক বিশেষণের মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধ নয়, যতটা অ-নান্দনিক ধর্মের সঙ্গে এর অনুষঙ্গা নান্দনিক ধর্মের সম্বন্ধ।

আর এই অনুষঙ্গা লক্ষণধর্মই প্রকৃত সম্বন্ধ, যা অ-নান্দনিক ও নান্দনিক অবধারণের যৌক্তিক অনুষঙ্গাকে বোধগম্য করে তোলে। এমন একটি পরিস্থিতির বিবেচনা করা যাক, যেখানে 'রঙটি খুব ফেকাসে'—এই অবধারণটিকে এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, চিত্রটি মাধুর্যপূর্ণ। এটি খুব সহজেই এরকম একটি বিবৃতি যে, এই ভূমিকার জন্য মন্তব্যটি একটি সূত্রপাতহীন ব্যাপার এবং 'চিত্রটি বিবর্ণ'—এ ধরনের একটি অবধারণের ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তুত। 'চিত্রটি মাধুর্যপূর্ণ'—একে ব্যাখ্যা করার কাজে মন্তব্যটিকে বরং এভাবে প্রকাশ করা হতো, 'ওই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাসমান রেখা ও ধূসর রঙের মিশ্রণটির দিকে তাকাও'। বস্তুত, যদি না ভাসমান রেখা ও রঙগুলো ফেকাসে না হয়ে খুব তীব্রভাবে ধূসর হতো, তাহলে বাক্যটি দুর্বল হয়ে পড়তো। অর্থাৎ, যদি ধূসর রঙ মাধুর্যের ব্যাখ্যা দেয়, তাহলে তা দেয় এ কারণে যে, তারা মাধুর্যের সূচনা করে। কিন্তু, এতে অ-নান্দনিক ও নান্দনিক ধর্মের পার্থক্যটি আর বাকি থাকে না, যে পার্থক্য সিবলি খুব সযত্নে করেছিলেন।

তিন. এবার প্রশ্ন ওঠে যে, অ-নান্দনিক শ্রেণির গুণধর্ম থেকে নান্দনিক শ্রেণির গুণধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সিবলির নির্দেশ কতটা সফল? সিবলি তাঁর নান্দনিক ধর্মের একটি সংকেত দিয়েছেন এই দাবি উত্থাপন করে যে, সেগুলোর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে অ-শর্তাপেক্ষিক। অবশ্য তিনি কেবল টেবিল, চেয়ারের মতো সাধারণ বস্তুর উন্মুক্ত প্রত্যয়ের সঙ্গেই যে তুলনা করেছেন তা-ই নয়, এর সঙ্গে তিনি এইচ. হার্ট (Hart) দ্বারা উল্লেখিত নৈতিক ও আইনগত প্রসঙ্গে প্রাপ্ত বর্জনযোগ্যতার প্রত্যয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। যেমন : চুক্তি বা স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি। কিন্তু, সিবলির

মতে, মাধুর্যের মতো একটি নান্দনিক প্রত্যয়ের আবশ্যিক ধর্ম এই যে, 'আমরা সিদ্ধান্ত করতে বা নিতে পারি না', এমনকি যদি সমস্ত বর্জনযোগ্য ধর্মের অনুপস্থিতির কথা আমাদের বলা হয়ে থাকেও। একটি বস্তু অবশ্যই মাধুর্যপূর্ণ হবে, তাতে এর মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার গুণধর্ম হিসেবে আমাদের কাছে যত সম্পূর্ণভাবেই এর বর্ণনা দেয়া হোক না কেন। আমরা মনে করি যে, এটা সিবলির একটি সাহসী দৃষ্টান্ত। আমরা আরও মনে করি যে, অন্যান্য নান্দনিক ধর্মের চেয়ে একটি বস্তুর মাধুর্যের গতিশীল ধর্ম ও রেখার দ্বারা উৎপন্ন সুখদায়ক সংবেদনের ব্যাপারে কান্ট যাকে সংবেদনের বিনিময়যোগ্যতা (communicability of sensation) বলেছেন, তাতে অনেক বেশি কিছু রয়েছে, এবং এ কারণে এটা বিশ্বাস করা কঠিন, যেমন সিবলি করেছেন যে, একটি সরল প্রাকৃতিক মাধুর্যপূর্ণ রঙের দৃষ্টান্তে মাধুর্যকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন স্বাভাবিক দৃষ্টি বা বুদ্ধির চেয়ে বেশি কিছু। আমরা মনে করি যে, এ ধরনের আকৃতি ও গতির প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সুখ অনুভবের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাপক গৃহীত ও সাধারণ সামর্থ্য অপেক্ষা আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন বস্তুর অধরা গুণধর্মকে পরিশীলিতভাবে উপলব্ধি করার আগ্রহের জন্য একটি বিশেষ সামর্থ্য। কিন্তু, সিবলি পূর্বাপর তা উপেক্ষা করেছেন।

চার. নান্দনিক প্রত্যয় সম্বন্ধে সিবলির ব্যাখ্যার ওপর আরও একটি প্রধান আপত্তি উত্থাপনের দিকে আমাদের চালিত করছে। এটি অভিরুচিকে প্রত্যক্ষযোগ্যতা বা সংবেদনযোগ্যতার সমধর্মী হিসেবে সিবলির বিবেচনার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি। সিবলির বিবেচনা অনুযায়ী কোনো বস্তুতে যে কোনো গুণধর্ম আছে তা লক্ষ করা, দেখা বা বলা একটি সামর্থ্য। এটি প্রশ্ন তোলে, একটি বস্তুতে গুণধর্ম থাকা বলতে আসলে ঠিক কী বোঝায়? এ প্রশ্ন সিবলির প্রবন্ধের সমগ্র অনুসন্ধানের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। এখানে তিনি যথার্থভাবেই উল্লেখ করেন যে, গুণ বা অগুণের যে দ্বৈততা, তা বস্তুর বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয় প্রয়োগের বস্তুনিষ্ঠতা বা অবস্তুনিষ্ঠতা অতি সরল চিত্রের ওপর নির্ভরশীল। একটি তীক্ষ্ণ দ্বৈততার এই চিত্র থেকে ভিন্নরূপে ঘটনাক্রমে আমরা যা পাই, তা হলো ওই ধরনের আরোপণের বিভিন্ন মাত্রার একটি সমগ্র পরিধি এবং এক ধরনের আন্তর্ব্যক্তিক ভিত্তি। এ পরিধি শুরু হয় 'একটি পরিমাপণের কোনো একটি প্রান্তে কোনো কিছু খুব আকর্ষণীয় কি-না, কিংবা মজাদার বা গতিশীল কি-না, মাধুর্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, থেকে এটি কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কি-না পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু এ মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় না যে, অভিরুচির প্রত্যক্ষণযোগ্যতা বা সংবেদনযোগ্যতা এক ও

অভিন্ন। সিবলি কিন্তু সর্বদাই এ দুটোকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করে একটা বিভ্রান্তির জটাজালে আটকে গেছেন অনেকটা নিজেরই অজান্তে, যা সিবলির মতো নন্দনতত্ত্ববিদের আদৌ শোভা পায় না।

পাঁচ. পূর্ববর্তী আপত্তির যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে সিবলির বিরুদ্ধে এ আপত্তিটিও উত্থাপন করা যায়। এ আপত্তি সিবলিকে প্রকার-বিভ্রান্তির জটাজালে নিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। প্রকার-বিভ্রান্তি এমন এক যুক্তিদোষ, যেখানে পারস্পরিকভাবে ভিন্ন দুটি সত্তাকে একই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনের জনক রেণে ডেকার্টের বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট বিশ্লেষণী দার্শনিক গিলবার্ট রাইল। চতুর্থ আপত্তির পরিশেষে আমরা যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম তার সঙ্গে সিবলি যোগ করেন : 'এটি প্রতিভাত হয় যে, এ সব ক্ষেত্রে আমরা সবাই সমান প্রত্যক্ষ সামর্থ্যের অধিকারী, যা বিভিন্ন মাত্রায় আমাদের ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ'। কাজেই, যা যথার্থ গুণধর্ম হিসেবে গণ্য সেই বিষয়ে তাঁর বিবেচনা তাঁকে অভিরুচি থেকে প্রত্যক্ষযোগ্যতা পর্যন্ত তার সমন্বয়কে পরিশীলিত করার দিকে চালিত করেনি। তিনি বিস্তারিতভাবে বলেন, যে অভিরুচির প্রতি তিনি আগ্রহী, তা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থেকে ভিন্ন, যাকে তিনি আগ্রহহীন সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিবেচনা বলেছেন। কিন্তু, একটি বক্ররেখা মাধুর্যপূর্ণ বা কদাকার কি-না, একটি চিত্রকর্ম মনোরম বা প্রাণহীন কি-না, একটি সাজসজ্জা জাকালো না হয়ে মলিন কি-না, একটি সুর কর্কশ না হয়ে প্রাণবন্ত কি-না এসব প্রশ্নকে একটি অতি সংবেদনশীল প্রভেদের প্রশ্ন হিসেবে, অর্থাৎ, মাধুর্য থেকে কদাকার, প্রাণবন্ত হওয়া থেকে নিষ্প্রাণ দেখা, লক্ষ করা বা বলার একটি সর্বাধিক অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য হিসেবে গণ্য করাকে আমরা প্রকারগত বিভ্রান্তি বলেই মনে করি।

ছয়. এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে সিবলি প্রকারান্তরে কান্ট প্রবর্তিত নান্দনিক অবধারণের বৈশিষ্ট্যের মূলেও আঘাত হেনেছেন। একথা অবশ্যই কবুল করতে হবে যে, কান্ট অভিরুচির অবধারণকে অবধারণ হিসেবে সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছিলেন। কান্ট বস্তুর প্রতিনিধিকে নির্দেশ করেছিলেন জ্ঞানীয় অনুভবের বস্তুর ধারণা দিয়ে নয়, বরং ব্যক্তি ও তার সুখ-দুঃখের অনুভবের কল্পনা দিয়ে। অর্থাৎ, একটা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বা সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এটি মাধুর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে, আমরা বস্তুটিকে আমাদের কল্পনাধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি গুণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু, যদি এটি সংকেতের নিকটবর্তী হয়, যদি অভিরুচি প্রত্যক্ষিত বা জ্ঞাতবস্তুর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিকগুলোর মধ্যে প্রভেদ করার

ব্যাপার হওয়ার চেয়ে প্রত্যক্ষমূলক বা সাহিত্য অভিজ্ঞতার জীবন্ত কল্পনামূলক উপভোগের ব্যাপার হয়, তাহলে নান্দনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রভেদের সাধারণ পরিশীলনের চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজনের উল্লেখ করে আমরা ওই ধরনের গুণধর্মকে পৃথক করতে পারি না বরং যদি আমরা কান্টকে অনুসরণ করি, তাহলে প্রত্যয়ের গুণ ও পরিধিকে পৃথক করার ভিত্তি আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু, সিবলি অনেকটা নিজেরই অজান্তে কান্ট-প্রবর্তিত রীতিকে ভেঙে দিয়েছেন, যা সিবলির কাছে আমরা আশা করিনি।

সাত. সিবলির আলোচনা নান্দনিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রত্যয়কে আদৌ সূচিত করে না। এটা সিবলির আলোচনার মস্তবড় দুর্বলতা। নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার্থী মাত্রই আমরা জানি যে, অবিচ্ছেদ্য নান্দনিক প্রত্যয় মূলত সেই ধরনের প্রত্যয়, বস্তুতে যাদের আরোপণ প্রধানত একটি বস্তুর অভিজ্ঞতার ওপর সুখ-দুঃখের বাহক—এ ধরনের কল্পনার অনুভবের নির্দেশনাবিশিষ্ট অভিব্যক্তি। সিবলির অর্ধ-শর্তাপেক্ষিক প্রয়োগের সূত্রের প্রতি আনুগত্য রাখার জন্য আমাদের উচিত প্রত্যয়ের ওই পরিধি থেকে এই পরিধির প্রত্যাশা করা, যেমন কান্ট তাঁর সৌন্দর্য ও মননের প্রত্যয়ের জন্য করেছিলেন। কিন্তু, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে নান্দনিক গুরুত্বের যে-কোনো প্রত্যয়কে গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত অ-সূত্রনির্ভর প্রয়োগকে মনে না করেই। কাজেই, সিবলির প্রকল্পিত সূত্র সেইসব প্রত্যয়কে নির্ধারণ করতে পারে না, বা করে না, যাদের নান্দনিক গুরুত্ব বা তাৎপর্য রয়েছে। এটি অবশ্যই প্রামাণিক যে, এমন কোনো প্রত্যয় রয়েছে, যেগুলো সিবলির সূত্রকে মেনে নেয়। তবে, এটা অবিচ্ছেদ্য কোনো নান্দনিক গুরুত্বের জন্য নয়, অন্য কোনো কারণে। কাজেই, এটা স্পষ্ট নয় যে, গভীরভাবে গতিশীল প্রকৃত জীবন পরিস্থিতিকে ওই ধরনের দেখানো যেতে পারে, গভীরতাকে গতিশীলতার যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত শর্তাবলির উল্লেখ করে। কিন্তু, নান্দনিক যুক্তির কারণে নয়। আমি আপনার মেয়েকে রোগা-পাতলা বলতে পারি, যেখানে আপনি তাকে মোটাসোটা বলে মনে করেন; আপনি আমাকে উদ্ধত বলে মনে করতে পারেন, যেখানে আমি নিজেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সহৃদয়, সজ্জন বলে মনে করি। এ ধরনের বিশেষণ আরোপণ নান্দনিক আগ্রহের ব্যাপার না-ও হতে পারে। কিন্তু, দেখতে রোগা-পাতলা, দেখতে মোটাসোটা, উদ্ধত, সহৃদয়, সজ্জন ইত্যাদি হলো এমন প্রত্যয়ের নির্দেশক, যা নিশ্চিতভাবে সিবলির সূত্র মেনে চলে। এবার দেখা যাক, হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যকে ম্যাগার কীভাবে মূল্যায়ন করেন। তবে, তার আগে নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কে হাঙ্গারল্যান্ডের মূলবক্তব্য উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

হাঙ্গারল্যান্ডের মতের নির্যাস

হাঙ্গারল্যান্ড সিবলির নান্দনিক ও অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের বিভাজনটি গ্রহণ করেন এবং নান্দনিক প্রত্যয়কে 'প্রাতিভাসিক গুণাবলি' (phenomenological qualities)-র শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেন, যার দ্বারা তিনি মূলত বস্তুর প্রতিভাত হওয়ার গুণকে বুঝিয়েছেন, বস্তুর স্বরূপগত গুণধর্মকে নয়। তিনি বলেন যে, সাধারণ প্রত্যক্ষের বস্তুগুলো আমাদের কাছে অস্বস্তিকর (dismal) বা স্বস্তিদায়ক (Jolly), কদাকার (awkward) বা মাধুর্যপূর্ণ (graceful), চমৎকার (dainty) বা ফিকে (stardy) হিসেবে প্রতিভাত হয়, এবং বস্তুগুলোকে আমরা ওই ধরনের গুণবিশিষ্ট বলে মনে করি। আর এ ধরনের প্রতিভাত গুণধর্মই বস্তুর প্রাভিভাসিক গুণধর্ম।

এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণের জন্যই হাঙ্গারল্যান্ড নান্দনিক গুণধর্মকে বর্ণ, স্বাদ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি অনুভবে সীমিত রেখেছেন। কিন্তু, এই ফলাফল এগিয়ে যাওয়া হয়েছে পরবর্তী একটি পদক্ষেপের দ্বারা যেখানে নান্দনিক গুণধর্মকে এমন একটি দিক বা মাত্রা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে, যাকে ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Philosphical Investigations* গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ পরিচ্ছেদে সন্ধান করার চেষ্টা করেন। এই দিকটি 'ক'-কে 'খ' হিসেবে দেখার মনোভাবের সঙ্গে সহসম্বন্ধে যুক্ত, যেখানে 'দেখা' শব্দের অর্থের মধ্যে অ-সংবেদনমূলক সাধারণভাবে 'বুঝে দেখা'-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, হাঙ্গারল্যান্ড নান্দনিক বিশ্লেষণ আরোপণের যৌক্তিক নিয়মের ব্যাখ্যা দেন তাঁর 'প্রাতিভাসিক গুণাবলি'র প্রত্যয়ের মডেল দিয়ে। 'এটি মাধুর্যপূর্ণ'—এ ধরনের বিশিষ্টকরণের যৌক্তিক নিয়মকে 'এটি দেখতে লাল'— এ ধরনের উক্তির সমান্তরাল হিসেবে দেখানো যেতে পারে, কিন্তু 'এটি লাল'— এ ধরনের সাধারণ অবধারণ হিসেবে নয়। তবে, এ ধরনের আনুরূপ্য সর্বত্র যথার্থ।

কারণ, 'এটি দেখতে লাল'— এই অবধারণের স্বতন্ত্র ভূমিকা এমন একটি পরিস্থিতির সূচক, যেখানে একজন বক্তা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত যে, 'এটি লাল'। কিন্তু, বর্ণ প্রত্যক্ষের শর্তাবলি কোনো এককভাবে যে উপযুক্ত নয়, তা নিয়ে তার আশঙ্কা রয়েছে। তাই, 'এটি লাল'— এ ধরনের অবশিষ্ট বিবৃতিকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হয়ে সে কেবল প্রাতিভাসিক প্রতিবেদনে সীমিত রাখেন, যাকে এই বিবৃতির অনুরূপ বলা যায় : এটি তখন আমার কাছে দেখতে লাল বলে প্রতীত হচ্ছে, যেমন স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণকারীর কাছে স্বাভাবিক শর্তের অধীনে লাল বস্তুর প্রতিভাত হয়। কাজেই, 'এটি মাধুর্যপূর্ণ' এই বিবৃতির স্বতন্ত্র ভূমিকা হলো প্রাতিভাসিক প্রতিবেদন দেয়া কোনোভাবে অবশিষ্ট বিবৃতির সঙ্গে তুলনার উল্লেখ ছাড়াই, যে বিবৃতি মাধুর্য-পর্যবেক্ষণের একটি আদর্শ মানদণ্ডকে পূর্ব

থেকেই স্বীকার করে নেয়। এমন কোনো শর্ত নেই, যাকে মাধুর্য প্রত্যক্ষের আদর্শ শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে হাঙ্গারল্যান্ড বলেন :

> স্বাভাবিক পর্যবেক্ষকের কাছে স্বাভাবিক শর্তের অধীনে পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ করার সম্ভাবনা আমাদের ও আমাদের পরিবেশের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার যে, এই স্থায়িত্ব নির্দিষ্ট একটি রঙের হওয়ার মতো গুণধর্মের জন্য অস্তিত্বশীল, কিন্তু নান্দনিক গুণধর্মের জন্য নয় (Hungerland, 1968: 292)।

নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কে হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যের নির্যাস উপস্থাপন করার পর ম্যাগার এ বক্তব্যের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেন। এখানেও ম্যাগার কেবল যুক্তিশৈলী অবলম্বন করেই হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্য মূল্যায়নে অগ্রসর হলেন।

যুক্তির কাঠগড়ায় হাঙ্গারল্যান্ড

এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, সিবলির বক্তব্যকে ম্যাগার যেভাবে যুক্তির আলোকে মূল্যায়ন করেছেন, হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যকেও তিনি একই শৈলীতে তুলোধুনো করেছেন। ম্যাগার উল্লেখ করেছেন যে, হাঙ্গারল্যান্ড ছিলেন ফ্রাঙ্ক সিবলির একজন সফল অনুসারী। তাই নান্দনিক প্রত্যয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্বাভাবিকভাবেই সিবলির বক্তব্যের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণে, নান্দনিক প্রত্যয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত সিবলির বক্তব্যের দুর্বলতা হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যেও স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

এক. ম্যাগার মনে করেন যে, সতর্কতার সঙ্গে হাঙ্গারল্যান্ডের নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত বক্তব্য আলোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, তিনি আসলে মাধুর্যের মতো নান্দনিক প্রত্যয়ের গণতাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। আর এই না-পারাটা হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যের এক মস্তবড় দুর্বলতা। যিনি বুদ্ধি-অগম্য ব্যক্তিগত বস্তু (unintelligible private object)-র আশঙ্কার প্রতি উত্তরপর্বের ভিটগেনস্টাইনের সংবেদনশীলতা অর্জন করেছেন, তিনি এখানে এই প্রশ্নটি অনুভব করবেন। মাধুর্যের মতো একটি প্রত্যয়ের ওপর এবং 'এটি মাধুর্যপূর্ণ'— এ ধরনের একটি অবধারণের ওপর গণতাৎপর্য (public significance) প্রদান করে কে? সিবলির মতো হাঙ্গারল্যান্ডও বিশেষ সংবেদনশীলতার অধিকারী নির্দিষ্ট ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, প্রশিক্ষণের সম্ভাবনার ও ওই ধরনের সংবেদশীলতার ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে এমন সংস্কৃতির ওপর ওই ধরনের তাৎপর্য আরোপণের দিকে এবং এই আরোপণেও

সহজলভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। লোকেরা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে, যাকে হাঙ্গারল্যান্ড বলেছেন, 'প্রত্যক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' ('perceptual view-point'), যা থেকে প্রদত্ত নান্দনিক ধর্মকে প্রত্যক্ষকারীর প্রথম সূর্যোদয়ের উপলব্ধি হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যায়, বিশেষত যখন তাদের মনোযোগ প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অ-নান্দনিক ধর্মের দিকে সাক্ষাৎভাবে চালিত হয়ে থাকে। কিন্তু হাঙ্গারল্যান্ড এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. ম্যাগার অভিযোগ করেন যে, হাঙ্গারল্যান্ডের নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত আলোচনা বর্ণতত্ত্বের উদ্ভব সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোনো কিছু স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বর্ণতত্ত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রদত্ত কিছু বক্তব্য, সম্ভবত একজন শিল্পী হিসেবে মার্ক রোথকো (Mark Rothko)-র বিকাশের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, গিয়েটো (Giotto) থেকে অগ্রবর্তী প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণ-সচেতন চিত্রকর্মের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, এর সঙ্গে রঙের বিশ্লেষণের অ-নান্দনিক সূচক থেকে অ-নান্দনিক কার্যফল, যাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, ইত্যাদি ঘটনা থেকে একজন ছাত্র একটি রোথকোর চিত্রকর্মে গতিশীল দৃশ্যের টানাপড়েনের উপলব্ধি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে নতুন সূর্যোদয়ের মুখোমুখি হবে, এবং তারপর সে এমন সব চিত্রকর্ম পৃথক করতে সক্ষম হবে, যাদের নান্দনিক প্রভাবের ক্ষেত্রে ওই ধরনের গতিশীল দৃশ্যের টানাপড়েন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, এখানে আমরা যেমন দেখলাম, নান্দনিক দিকের আন্তর্ব্যক্তিক মূল্যায়নমূলক আলোচনার সম্ভাবনা বস্তুতপক্ষে একটি স্থানীয়, সীমিত, উপগোষ্ঠীকে আবদ্ধ ও অস্থায়ী করার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু, আবশ্যিকভাবে উদ্দীপকমূলক সম্মতি যার দ্বারা অন্যের কাছে অভীপ্সিত দিকটি 'সূর্যোদয়' হয়ে উঠতে পারে, তা স্মৃতিতে জাগ্রত হবে এবং বিচারমূলকভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু, হাঙ্গারল্যান্ডের বক্তব্যে বিষয়টির নিতান্তই অসদ্ভাব রয়েছে।

তিন. হাঙ্গারল্যান্ড তাঁর নান্দনিক প্রত্যয়ের আলোচনায় অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে নান্দনিক প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব, তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হাঙ্গারল্যান্ডের আলোচনায় লক্ষ করা যায় না। বস্তুত, যখন হাঙ্গারল্যান্ড এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন যে, কীভাবে বিচারমূলক প্রসঙ্গে অ-নান্দনিক ধর্মের উল্লেখ নান্দনিক ধর্মের উল্লেখকে সমর্থন করে, তখন তিনি এই উল্লেখের জন্য ওই ধরনের সম্মতির ভিত্তিমূলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, নান্দনিক গুণধর্ম নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়

একটি নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে দৃষ্টিকোণটি ভিটগেনস্টাইন যাকে 'aspects' বলেছেন তার সঙ্গে সহসম্বন্ধে যুক্ত। এখানে 'aspects' একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের দ্বারা অভিগম্য, এবং সম্ভবত কোনো একটি সংস্কৃতিতে এর দৃঢ় স্থায়িত্ব রয়েছে। যথা : সঙ্গীতের কোনো এক নির্দিষ্ট ধরনের শোক বা আনন্দসূচক গুণধর্ম। কিন্তু, এই অনুমোদন পূর্বের দাবির সঙ্গে খাপ খায় না বলেই মনে হয়। পূর্বোক্ত দাবি অনুযায়ী, ওই ধরনের স্থায়িত্ব নান্দনিক গুণধর্মের জন্য অস্তিত্বশীল নয়। এটি নান্দনিক ধর্মকে যথাযথভাবে সিবলির অনৈর্ব্যক্তিক যাচাইযোগ্যতার মাত্রার ওপর রাখতে পারে, যেখানে মাধুর্যের জন্য একটি নান্দনিক ধর্মকে নীলচে রঙের চেয়ে লালের নিকটবর্তী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত কি-না তাতে আমাদের সংশয় থেকে যায়। তাই, হাঙ্গারল্যান্ড কীভাবে অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে নান্দনিক প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা দিলেন তা বোধগম্য নয়।

চার. ম্যাগার মনে করেন যে, আন্তর্ব্যক্তিক যাচাইযোগ্যতাহীন নেতিবাচক সদগুণের ধারণার স্বরূপ ও তাৎপর্য হাঙ্গারল্যান্ড উপলব্ধি করতে পারেননি। আমাদের জিজ্ঞাসা, মলিনতাকে বিবর্ণ থেকে পৃথক করে কে? নিশ্চিতভাবে, এটা কি মূলত আন্তর্ব্যক্তিক যাচাইযোগ্যতার পার্থক্যের ব্যাপার নয়? অথবা, মলিনতার উপলব্ধির জন্য বিশেষ একটি প্রস্তুতির ব্যাপার নয় কি? এবং ওই বিবর্ণ, প্রতীতির জন্য নয় কি? ওটা কি এরকম নয় যে, মলিনতার ধারণা দিয়ে চিন্তা করা মানে বিবর্ণ ব্যক্তির বর্তমান দৈহিক অবস্থার অতীত চিন্তা করা? অন্তত তা হতে পারে 'মলিন' শব্দটির নান্দনিকতার তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগের একটি শক্তি। কারণ, একটি আরামদায়ক আবহাওয়া ও গতির নিশ্চয়তা মাধুর্যপূর্ণভাবে একটি নৃত্যের চিন্তা বা নকশা করা কলসের চিন্তা থেকে উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে, মাধুর্যের দ্বারা অর্জিত আন্তর্ব্যক্তিক যাচাইযোগ্যতার মাত্রার প্রধান ভিত্তি হলো তাই যা খুব সহজেই তার নবজাতক শিশু সন্তানের নড়াচড়ার মধ্যে ওই 'বাতাস'কে উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন ও উৎসাহিত করেন, অথবা এর অনুপস্থিতির জন্য তিরস্কার করেন, অনুভব করেন, উপলব্ধি করেন ও অনুশোচনা করেন। এরপর মা তার সন্তানের মধ্যে মূলত এই ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন এবং যা এই ধরনের হয় না তা বর্জন করেন। এ মতকে গ্রহণ করে আমরা মনে করি যে, এভাবেই আমরা নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের বিভাজনটি নির্ধারণ করতে পারি, যা সাক্ষাৎভাবে এমন একটি কাল্পনিক উত্তোলনের সুখের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা বস্তুর গুণধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু, সেটি বস্তুর কোনো প্রাতিভাসিক বা অন্যান্য গুণধর্মের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। হাঙ্গারল্যান্ড এ বিষয়টি উপলব্ধিটি করতে পারেননি।

পাঁচ. ম্যাগার মনে করেন যে, হাজ্গারল্যান্ড যেভাবে প্রাতিভাসিক মানদণ্ডের আলোকে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধর্মের মধ্যে বিভাজন টানলেন তা বোধগম্য নয়। ঢেউ-খেলানো কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালে অধিকাংশ বিশ্রী গমনশীল বস্তু তরঙ্গায়িত ভাসমান মাধুর্যপূর্ণ বস্তু হিসেবে প্রতিভাত হবে, ঠিক যেমন সবুজ কাঁচের আলো দিয়ে লাল বস্তুকে দেখলে কালচে সবুজ রূপে প্রতিভাত হয়। আর এ কারণেই প্রাতিভাসিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধর্মের মধ্যে বিভাজন টানা যায় না। এ প্রসঙ্গে, আমরা এখানে একজন দেখতে রোম্যান্টিক বিবর্ণ তরুণের অরসিকের উল্লেখ করে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব। আমরা মনে করি যে, সেখানে আমরা অরসিকের রোম্যান্টিক প্রতীতিকে, এবং একটি নান্দনিক ধর্ম হিসেবে তার মাধুর্যকে গ্রহণ করায় স্বস্তিবোধ করতে পারি, যেখানে তার ফ্যাকাসে বিবর্ণতা কদাচিৎ ওইভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে। তবু বিবর্ণ হওয়া মানে দেখতে বিবর্ণ হওয়া, এবং দেখতে বিবর্ণ হওয়াকে সবচেয়ে বেশি প্রাতিভাসিক গুণের মতো প্রতিভাত হবে। সম্ভবত যে ধরনের চাক্ষুষ ও শ্রবণগত প্রতিভাস প্রাতিভাসিক গুণ হিসেবে প্রতিভাত বা উত্তীর্ণ তা ভিন্ন ধরনের গুণ। কিন্তু, তাই যদি হয় তাহলে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক প্রত্যয়কে সাব্যস্ত করার নির্দেশনা আমরা প্রাতিভাসিক গুণধর্মের মধ্যে পাই না। প্রাক-বিশ্লেষণী স্বজ্ঞা (pre-analylical intuitions) অনুযায়ী একটি অ-নান্দনিক গুণ হিসেবে বিবর্ণ হওয়াকে একটি নান্দনিক গুণ হিসেবে মলিন হওয়া থেকে আমাদের পৃথক করা উচিত। কিন্তু, হাজ্গারল্যান্ড-এর দাবি অনুযায়ী প্রাতিভাসিক মানদণ্ডের আলোকে আমরা এ কাজ করতে পারি না।

ছয়. সম্ভবত এই বিপাকে পড়েই হাজ্গারল্যান্ড তাঁর পরবর্তী রচনায় নান্দনিক ও অ-নান্দনিক প্রত্যয় বা গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টায়ও ম্যাগার স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার অসদ্ভাব লক্ষ করেন। এ বিষয়ে হাজ্গারল্যান্ড নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে একটি উপমামূলক যুক্তি (argument by analogy)-র উদ্ভাবন দিয়ে শুরু করেন, যেখানে আলোচিত দু'ধরনের গুণধর্মের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ও অপ্রাঞ্জল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এখানে তিনি প্রস্তাব করেন যে, অ-নান্দনিক প্রত্যয়ে মূলত তথ্যমূলক বা ব্যাপারবিষয়ক প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু, নান্দনিক প্রত্যয়ের মূল লক্ষ্য বিচারমূলক প্রসঙ্গ। সেজন্য, এখানে অ-নান্দনিক প্রত্যয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর, হাজ্গারল্যান্ড দু ধরনের প্রসঙ্গের সঙ্গে দুটি খেলা, ব্রিজ ও পোকার খেলার উপমা টেনে বলেন এই উভয় খেলায় একই তাস ব্যবহার করা হলেও তাদের একটি পার্থক্য থাকে। পোকার খেলায় 'জোকার' ব্যবহার করা

হলেও ব্রিজ খেলায় তা ব্যবহার করা হয় না। এরপর তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, অন্যান্য তাসের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রিজ টাইপ-নিয়মকে ব্রিজের মধ্যে জোকারের জন্য সন্ধান করা যেমন অদ্ভুত, তেমনি কেবল অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্পর্কিত তথ্যমূলক প্রসঙ্গের টাইপ-নিয়মকে অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের প্রয়োগের জন্য সন্ধান করাও অদ্ভুত। অ-নান্দনিক ও নান্দনিক প্রত্যয়ের আরোপণের মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধ কীরূপ– এ থেকেই জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয় যে, জোকারের চাল দেয়ার জন্য ব্রিজ নিয়মটি কী। ওই ধরনের কোনো নিয়ম বা সম্বন্ধ সেখানে নেই, যদিও বিচারমূলক প্রসঙ্গে অ-নান্দনিক ও নান্দনিক আরোপণের মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ অযৌক্তিক সম্বন্ধ। কাজেই, এটিও হাজ্গারল্যান্ড-এর একটি অস্পষ্ট ও অপ্রাঞ্জল বক্তব্য।

সাত. আমরা কান্টকে অনুসরণ করে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের যে বিভাজনটি রচনা করতে চেয়েছি, এখন তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য হাজ্গারল্যান্ড যদি তাঁর যুক্তি সংযুক্ত করেন, তাহলে তাতে তাঁর সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের কোনো অসদ্ভাব থাকে না। বরং, তাহলে তাঁকে আমরা সাদরেই গ্রহণ করতে পারি। কান্টকে অনুসরণ করে আমরা যে বিভাজনটি করেছি তার একদিকে রয়েছে তথ্যমূলক বা ব্যাপারবোধক প্রসঙ্গ এবং অন্যদিকে রয়েছে অভিব্যক্তিমূলক প্রসঙ্গ। কিন্তু, হাজ্গারল্যান্ড-এর মনে যে দুই ধরনের প্রসঙ্গ বিদ্যমান, আমরা মনে করি, তা সম্পূর্ণভাবে বিসংবাদী নয়। বস্তুর প্রাতিভাসিক গুণধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রসঙ্গ আমাদের কাছে একটি প্রতিযোগিতামূলক ভাষা খেলা হিসেবে প্রতিভাত হওয়ার চেয়ে বরং সাধারণ তথ্যধর্মী বা ব্যাপারবিষয়ক প্রসঙ্গের অসুষ্থ প্রশাখা হিসেবে প্রতীত হয়। আমরা মনে করি না যে, বস্তুর একটি কদাকার বা সজীব চাক্ষুষ প্রতিভাসের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক কোনো প্রসঙ্গ, অথবা বস্তুগুলো যথার্থরূপে কালো দাগের মধ্যে সাদা হিসেবে, অথবা সাদা দাগের মধ্যে কালো হিসেবে বর্ণিত হবে কি-না, এ ধরনের কোনো প্রশ্ন অনিবার্যভাবে একটি নান্দনিক বা বিচারমূলক প্রসঙ্গ। কাজেই, এখানেও হাজ্গারল্যান্ডের অবস্থান খুব একটা জোরালো নয়।

পরিশেষে, ম্যাগার প্রস্তাব করেন যে, ভাষাগত জনগ্রাহ্য শ্রদ্ধাশীল কোনো একটি সংস্কার এবং তার বস্তুনিষ্ঠা ও আন্তর্ব্যক্তিক যাচাইযোগ্যতা ফ্রাঙ্ক সিবলি এবং হাজ্গারল্যান্ড উভয়কেই নান্দনিক ও অ-নান্দনিক প্রত্যয়ের বিভাজনের ক্ষেত্রে ভুলপথে চালিত করেছে। তাঁরা উভয়ই সেগুলোকে দেখেছেন বস্তুর গুণধর্মের প্রত্যয় (concepts of features of objects) হিসেবে বস্তুর একান্ত গুণধর্ম (genuine fixed features)

হিসেবে নয়। এর ফলে তাঁরা অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও আবেগ প্রকাশক সুখের সবচেয়ে প্রধান গুরুত্বকে খর্ব করে দিয়েছেন, অথচ এগুলোই বস্তুর কোনো গুণধর্মের ওপর নান্দনিক শক্তি ও মূল্য (aesthetic pewers and value) আরোপ করে থাকে। অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয়ের গুরুত্বকে খর্ব করা মানে নান্দনিক মূল্যের স্বরূপ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল সংঘটিত করা। কারণ, নান্দনিক সুখকে আকর্ষণীয় মূল্যায়নের মধ্যে বস্তুর অধরা গুণধর্মের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদশীল প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হিসেবে প্রত্যক্ষ করা গেলেও এমন অভিজ্ঞতাকে আমাদের কবুল করতে হয় যাদের ওপর সিবলি ও হাজ্গারল্যান্ডের নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত যুক্তি নির্ভরশীল। কিন্তু, এমন অনেক নান্দনিক অভিজ্ঞতাও রয়েছে, যেখানে রঙ ও শব্দের সবচেয়ে সরল ও সূক্ষ্মতম প্রত্যক্ষমূলক গুণধর্মের প্রতি প্রত্যক্ষণকারীর কল্পনামূলক ও আবেগধর্মী প্রতিক্রিয়ার শক্তির সর্বমোট অভিনিবেশ অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কল্পনামূলক ও আবেগধর্মী সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা প্রদানের শক্তি প্রকৃতপক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতাকে এমন বস্তুর শক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করতে সক্ষম, যা বস্তুর আদৌ কোনো শক্তি নয়। এ ধরনের বস্তু সনাক্তকরণের পরিশীলিত অনুশীলনের দ্বারা লক্ষিতও নয়। তাই, নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত সিবলি ও হাজ্গারল্যান্ড-এর বক্তব্যকে সর্বজনসম্মত মতরূপে গ্রহণ করা যায় না। এ পর্যায়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সিবলির মতের প্রতিকূলে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর মূল্যায়ন করা যাক।

মূল্যায়ন ও মন্তব্য

মনে হয় সিবলির প্রবন্ধ সম্বন্ধে মি. সাইজারের (Schwyzer, 1962, 374) মন্তব্যের উৎস হলো দুটি। তিনি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সিবলির বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কতগুলো বিষয় উপেক্ষা করেছেন; সিবলি যা বলতে চান নি, তাকেই তিনি সিবলির বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যে প্রশ্নের বিবেচনা করেছেন, সিবলি আদৌ তা আলোচনার জন্য বিবেচনা করেন নি।

সিবলি বলেন যে, যখন আমরা নান্দনিক অবধারণ গঠন করি, তখন আমরা প্রায়শই এর সমর্থনে যুক্তি দেই এবং এর যুক্তিযুক্ততা প্রদান করি। এরপর তিনি নান্দনিক অবধারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি চলচ্চিত্র বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং কারও পোশাক খুব জাঁকালো। তিনি বলেন, তিনি যে প্রশ্নটি আলোচনার জন্য বিবেচনা করেছেন তা হলো আমরা প্রাথমিকভাবে যা বলি এবং তারপর এর সমর্থনে যা বলতে যাই, এদের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্ন। সাইজার মনে করেন, এ প্রসঙ্গে আমাদের মত হলো, প্রথমত, প্রাথমিক উক্তিটি মূল্যায়নমূলক উক্তি এবং তারপরের মন্তব্যগুলো বর্ণনামূলক উক্তি;

দ্বিতীয়ত, নান্দনিক মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদনের সময় প্রাথমিক উক্তি থেকে পরবর্তী মন্তব্যের দিকে একটি অভিগমন ঘটে; এবং এই অভিগমন থেকে যে প্রহেলিকার জন্ম হয়, সেটা দূর করাই হলো আমাদের লক্ষ্য। কাজেই, সাইজার স্বীকার করেন যে, যদি কেউ ওই প্রহেলিকা অনুভব করেন, তাহলে তা দূর করার জন্য তাঁর ব্যাখ্যা নীতিগতভাবে ব্যর্থ হবে। তিনি নিজেই একে দূর করার জন্য যুক্তি দেন যে, আসলে এখানে আদৌ ওইরূপ কোনো প্রহেলিকা নেই। দুর্ভাগ্য যে, এইসব বিষয় আদৌ সিবলির প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয় এবং এর সপক্ষে সিবলি কোনো যুক্তিও দেয়ার চেষ্টা করেন নি।

প্রথমত, যদিও এ কথা সত্য যে মূল্যায়নমূলক অবধারণ ও বর্ণনামূলক অবধারণের মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধ আমাদের বিচার্য বিষয় ছিল, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে সাইজার উল্লেখ্য দুই প্রকার অবধারণের মধ্যে কেবল এক প্রকার অবধারণকেই বিবেচনা করেছেন। প্রথম প্রকার অবধারণকে আমরা বলেছিলাম নির্ণায়ক অবধারণ বা ভার্ডিক্ট (verdicts) (যথা, চলচ্চিত্রটি খুব আকর্ষণীয়, কবিতাটি খুব ভালো, সমৃদ্ধ বা দুর্বল)। আমরা একে দ্বিতীয় প্রকার অবধারণ থেকে অত্যন্ত ভিন্ন বলে মনে করেছিলাম, যথা কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ, লাবণ্যময়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ইত্যাদি। এই অবধারণগুলো অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, যা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। সিবলি উল্লেখ করেছিলেন যে, এই দুই প্রকার অবধারণের পার্থক্য পর্যাপ্তরূপে নির্ধারণ করা হয়নি। সিবলির প্রবন্ধের কোথাও তিনি প্রথম প্রকার অবধারণ নিয়ে আলোচনা করেন নি এবং তিনি তা ওই একই স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখও করেছেন। সিবলির প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল এই দ্বিতীয় ধরনের অবধারণ।

সাইজার ধরে নিয়েছেন যে সিবলি মনে করেন প্রাথমিক অবধারণগুলো মূল্যায়নমূলক এবং এর পরবর্তী অবধারণগুলো সাদামাটা বর্ণনামূলক, কিন্তু এই প্রাক-স্বীকৃতি ভুল। সিবলি কোথাও বলেন নি যে নান্দনিক পদগুলো হলো মূল্যায়নমূলক এবং সিবলি 'অ-নান্দনিক' পদটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপনযোগ্য পদ হিসেবে 'বর্ণনামূলক' শব্দটিকে কখনও গ্রহণ করেন নি। সিবলি বর্ণনামূলক মূল্যায়নমূলক বাদ-প্রতিবাদকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে সিবলি তা গ্রহণ করে থাকেনও, তাহলেও তিনি এই মতকে অস্বীকার করেন যে, নান্দনিক পদ হলো মূল্যায়নমূলক পদ। তাই, সিবলির দ্বারা ব্যবহৃত 'নান্দনিক' অথবা 'অভিরুচি অন্তর্ভুক্ত থাকা' পদের সঙ্গে সাইজার 'মূল্যায়নমূলক' পদটিকে যেভাবে যুক্ত করেছেন তা আপত্তিজনক। তাছাড়া সিবলি যদি 'বর্ণনামূলক পদটি প্রয়োগ করেও থাকেন', তাহলে অনেক নান্দনিক পদকেই বর্ণনামূলক বলে বিবেচনা করার কথা।

উপরিউক্ত সংশোধনীকে মনে রেখে সিবলির প্রবন্ধটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে সাইজারের ব্যাখ্যাটি এবার বিবেচনা করা যাক। সাইজারের মতে, যখন সমালোচকেরা নান্দনিক অবধারণের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন, তখন তাঁরা এক ধরনের প্রসঙ্গ (অ-নান্দনিক) থেকে আরেক ধরনের প্রসঙ্গের (নান্দনিক) দিকে অগ্রসর হন এবং এই অভিগমনের মধ্যে কোনো প্রহেলিকা নেই। এটি যে সিবলির প্রবন্ধের লক্ষ্য ও যুক্তি এটি একটি মস্তবড় ভুল, তা সিবলির যুক্তিটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করলেই জানা যাবে। প্রথম পরিচ্ছেদে যে বিভাজন সিবলি নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল দুই ধরনের পদ বা উক্তির বিভাজন। সিবলি এই উক্তিগুলো উপস্থাপন করেন দুই প্রকার মন্তব্যের বৈপরীত্যের উল্লেখ করে। এক ধরনের পদ বিশিষ্ট মন্তব্য করার জন্য কোনো নান্দনিক অভিরুচি বা সংবেদনশীলতার প্রয়োজন নেই। এভাবে তাদের উপস্থাপন করার পর সিবলি এই ধরনের পদের আলোচনায় নিজেকে সীমিত রাখেন। সিবলি কোথাও ধরে নেন নি, বা বলেন নি যে, কেউ তৃতীয় এক প্রকার মন্তব্য বা অবধারণের সন্ধান পাবে না যা ওই দুই প্রকার অবধারণ থেকে ভিন্ন এবং যার জন্য অভিরুচি ও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হলেও তাতে কোনো নান্দনিক পদ থাকবে না। কাজেই সাইজার যে মতবাদ সিবলির ওপর আরোপ করেছেন তা আদৌ সিবলির বক্তব্য থেকে প্রতিপাদিত হয় না। কারণ, সিবলি কোথাও বলেন নি যে, নান্দনিক মন্তব্যের ক্ষেত্রে সর্বদাই নান্দনিক পদের প্রয়োগ থাকবে। সিবলি এটাও ধরে নেন নি যে, যেসব অবধারণের জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয় সেগুলো সেই সমস্ত অবধারণ থেকে ভিন্ন যাদের অন্তর্গত পদ ও উক্তির প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষযোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সিবলির প্রবন্ধের প্রথম অংশের সবশেষে তিনি বলেছিলেন যে, নান্দনিক বা অভিরুচি অবধারণ মাত্রই সাধারণভাবে তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল একটি সীমিত পরিধির অন্তর্গত অবধারণ যেখানে নান্দনিক পদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সাইজারের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা তাঁর সমালোচনার জন্য দায়ী।

কাজেই, সিবলির প্রবন্ধের প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় ছিল দুই প্রকার পদ ও উক্তি, কিন্তু দুই প্রকার মন্তব্য বা অবধারণ নয়, যাদের এক প্রকারের জন্য নান্দনিক সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয়, অন্য প্রকারের জন্য তা প্রয়োজন হয় না। সিবলি প্রথম যে দাবিটি করেন তা হলো, নান্দনিক পদ ও উক্তি এমন এক প্রকার গুণধর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রযুক্ত হয়, এবং নান্দনিক গুণধর্ম এমন এক প্রকার গুণধর্মের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, যা কোনো সংবেদনশীলতা বা অভিরুচির অনুশীলন ছাড়াই প্রত্যক্ষযোগ্য। এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই দাবি করা যে, নান্দনিক গুণধর্ম যেভাবে 'নির্ভরশীল', সেভাবে লাল সবুজ গুণধর্মগুলো নির্ভরশীল নয়। একটি বস্তু মাধুর্যপূর্ণ কি-না তা তার রঙ, রেখা ও গতিশীলতার ওপর নির্ভর করে না। সিবলি এই দাবির অবতারণা করেন এটি উল্লেখ

করে যে, যখন আমরা নান্দনিক পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদান করি, তখন আমরা ওইরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করি বা নির্দেশ করি; এবং সাধারণত তা করা অবশ্যই সম্ভব। যেমন, এই রঙ রেখা থাকার কারণে এই বস্তুটি মাধুর্যপূর্ণ, এমন হালকা রঙ থাকার কারণে এটি লাবণ্যময় ইত্যাদি।

কাজেই, অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নান্দনিক গুণধর্মের নির্ভরশীলতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই সিবলি তাঁর যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছেন, যা প্রায়শই নান্দনিক অবধারণের সমর্থন প্রদান করে। যেক্ষেত্রে নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে সিবলি এমন কোনো মন্তব্য করেন যেখানে অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ রয়েছে, সেক্ষেত্রে নান্দনিক সংবেদনশীলতার প্রয়োজন আছে কি-না এই প্রশ্ন সিবলি আলোচনা করেন নি; এমনকি এটা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। একটি বস্তুর নান্দনিক গুণধর্ম তার অ-নান্দনিক গুণধর্মের ফলাফল অথবা এর ওপর নির্ভরশীল, এই দাবি করা এক জিনিস এবং নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে এমন কিছু অবধারণের প্রস্তাব করা আরেক জিনিস, যেখানে অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ থাকে যার জন্য অভিরুচির অনুশীলন প্রয়োজন হয় না (Sibley, 1968)। এই শেষোক্ত মতটাই সাইজার অন্যায্যভাবে সিবলির ওপর আরোপ করেছেন।

সিবলির প্রবন্ধের প্রথম অংশের অবশিষ্ট আলোচনা একটি নেতিবাচক প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিপাদ্যটি হলো, এমন কোনো অ-নান্দনিক গুণধর্ম নেই যা নান্দনিক পদ প্রয়োগের শর্ত হিসেবে কাজ করে। কারণ, যখন বলা হয় যে, নান্দনিক গুণধর্ম কোনো একভাবে অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল, তখন ধরে নেয়া হয় যে এই নির্ভরশীলতা যেন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত নির্ভরশীলতার অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি আকৃতি বর্গাকার কিনা তা তার রেখা ও কৌণিকতার ওপর নির্ভরশীল; একজন মানুষ বুদ্ধিমান কিনা তা তার কর্মের ওপর নির্ভরশীল ইত্যাদি ইত্যাদি। নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের মধ্যে কোন ধরনের নির্ভরশীলতা রয়েছে তা দেখানো সিবলির যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাদের মধ্যে কোন ধরনের নির্ভরশীলতা নেই সেটাই দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। সিবলির যুক্তি ছিল যে, অ-নান্দনিক গুণধর্ম যৌক্তিকভাবে নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কাজ করে; এবং এই পর্যাপ্ত শর্ত সরবরাহ করার অসম্ভবতা রূপান্তরযোগ্য প্রত্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত শর্ত সরবরাহ করার অসম্ভবতার মতো নয়। এটাই ছিল প্রথম অংশের প্রধান যুক্তি; নান্দনিক অবধারণ কীভাবে সমর্থিত হতে পারে সে প্রসঙ্গে এখানে সিবলি কদাচিৎ কিছু বলেছেন। যেহেতু সিবলি স্বীকার করেন যে, নান্দনিক প্রত্যয় শর্তাধীন বা সূত্র-নির্ভর হয় না ও হতেও পারে না। এই দাবি থেকে সাইজার ভুল করে এই মত সিবলির ওপর আরোপ করেছেন যে,

নান্দনিক পদ প্রয়োগের কোনো আবশ্যিক শর্ত নেই। কিন্তু, সিবলি মনে করেন, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবশ্যিক শর্তের অস্তিত্ব থাকতে পারে যখন আমরা বলি যে, 'এমন কিছু পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে যেখানে নান্দনিক পদের প্রয়োগ শর্তাধীন বা সূত্র-নির্ভর, কিন্তু তা নঞর্থকভাবে শর্তাধীন' (Sibley, 1968 : 33)।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে সিবলি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নান্দনিক প্রত্যয় যে শর্তাধীন নয় তার উপলব্ধি নান্দনিক পদ কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেই বিষয়ে একটি প্রহেলিকার উদ্ভব ঘটাতে পারে, যা অনেকেই অনুভব করে থাকবে। এই প্রহেলিকা অন্যান্য পদের উল্লেখ করে দূর করা যায় না, যেমন বর্ণনাবাচক পদ, যা এই দিক থেকে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ; কারণ আমরা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে গুণধর্মের উল্লেখ করে নান্দনিক অবধারণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। এখানে সিবলি এই মত গ্রহণ করেছিলেন যে, সমালোচকের ভাষা প্রায়শই তার অবধারণের ন্যায্যতা সমর্থিত বিশেষ একটি উপায়ে; তিনি যা দেখেছেন তা আমাদের দেখাতে সেটি সাহায্য করে। সিবলি এখানে এমন কোনো দাবি করেন নি যে, একমাত্র এই রকম প্রক্রিয়াকে অবধারণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা বলে; সিবলি কেবল এটাই বলেছেন যে, মূলত এটাই একমাত্র জিনিস যা সমালোচকেরা করেন এবং আমরা এছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ের বিবেচনা করি নি। অবশিষ্ট প্রবন্ধে যে সমস্যা সিবলির বিচার্য বিষয় ছিল তা হলো, লোকেরা যা দেখেনি তা মন্তব্যের দ্বারা কীভাবে দেখানো যেতে পারে। সিবলির মতে এখানে সেই রকম কোনো সমস্যা নেই এবং এটাই ছিল সিবলির ওই প্রশ্নের উত্তর। এক ধরনের মন্তব্য কীভাবে নান্দনিক গুণধর্ম পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে তাতে প্রহেলিকায় পড়া মানে নান্দনিক প্রত্যয়ের চরিত্রকে ভুলে যাওয়া এবং একে অন্য কোনো প্রকার প্রত্যয়ের সঙ্গে একাকার করে দেয়া।

এই সময় সাইজার সিবলির বিচার্য আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে কৌতূহলো দেখান। প্রশ্নটি হলো : কীভাবে এক ধরনের গুণধর্মের পর্যবেক্ষণ থেকে আর এক ধরনের গুণধর্মের পর্যবেক্ষণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং বিশেষভাবে মন্তব্য কীভাবে ওই কাজে সাহায্য করে থাকে। (তাঁর মতে সমালোচক আমাদের নতুন কোনো জিনিস দেখান না, বরং কোনো জিনিসকে নতুনভাবে দেখান; এবং তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন যে, সিবলি নাকি ওই ব্যাপারটি আদৌ লক্ষ করেন নি।) কিন্তু, সিবলি মনে করেন যে, তিনি যে সমস্যা ও অগ্রসরের কথা বলেছেন তা এই ধরনের নয়। তাঁর বিবেচ্য প্রশ্ন ছিল এক ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে আর এক ধরনের মন্তব্যের সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রশ্ন, অর্থাৎ অ-নান্দনিক মন্তব্যের সঙ্গে নান্দনিক মন্তব্যের সম্বন্ধ, যাদের প্রথমটি দ্বিতীয়টির সমর্থন প্রদান করে। সিবলির মতে,

তিনি একে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যেখানে সমালোচক একটি যৌক্তিক অঞ্চল থেকে আর একটি যৌক্তিক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন অবৈধভাবে। তাঁর এই অগ্রসরের অভিমুখ নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য থেকে অন্যান্য অতিরিক্ত কিছু গুণধর্ম পর্যবেক্ষণ করার দিকে নয়, বরং তা হলো একটি যুক্তির অন্তর্গত একটি যৌক্তিক অঞ্চল থেকে আর একটি যৌক্তিক অঞ্চলের অবধারণের দিকে।

তবে, নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেয়া কীভাবে সম্ভব সেই বিষয়ে সিবলি কোনো মত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন কি-না তাতে সাইজার সন্দিহান ছিলেন। ঘটনা হলো, সিবলি কোথাও নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি বা হেতুর উল্লেখ করেন নি। কাজেই, সিবলি নিশ্চয়ই এমন কোনো দাবি করেন নি যে, অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করা মানেই ওই ধরনের যুক্তি দেয়ার সম্ভাবনার পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্য। এমনকি সিবলি এটাও দাবি করেন নি যে অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ সমালোচকের মন্তব্যের পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্য। সমালোচক বলেন ও করেন এমন অনেক কিছুই সিবলি উল্লেখ করেছেন। পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে সাইজার এমন কিছু আলোচনা করতে চেয়েছেন যা সিবলি আদৌ আলোচনা করেন নি। অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারার ব্যর্থতাকে সাইজার সিবলির যুক্তির দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন, সমালোচকের কর্মকাণ্ড 'তাকে সীমান্তরেখার কাছে নিয়ে আসে, কিন্তু কখনও ভিতরে যাওয়ার অনুমোদন বা ভিসা প্রদান করে না।' আপত্তিটা হলো সমালোচকের যুক্তি তার অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রদান করার পক্ষে যৌক্তিকভাবে উপযুক্ত নয়। কিন্তু, সমালোচকের যুক্তি থেকে তার অবধারণের দিকে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি সিবলির আলোচ্য বিষয় ছিল না; তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল তিনি কীভাবে তার মন্তব্যের দ্বারা 'সীমান্তরেখার' কাছে নিয়ে আসেন সেটাই; অর্থাৎ সিবলি যা দেখেননি তা দেখানোর জন্য তার মন্তব্য কীভাবে আমাদের সাহায্য করে। যদি সাইজারের এই দাবি সঠিক হয় যে, যখন সমালোচক তার অবধারণের সমর্থনে যুক্তি প্রদান করেন, তখন তিনি ওই রকমভাবে এক ধরনের প্রসঙ্গ থেকে আর এক ধরনের প্রসঙ্গের দিকে অগ্রসর হন না, তাহলে সিবলি ও সাইজারের আলোচ্য বিষয় যে ভিন্ন সেটাই দাবি করা হবে। সিবলি যে প্রহেলিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্ম পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য থেকে নতুন কিছু গুণধর্ম পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার এক বিশেষ প্রক্রিয়া।

কাজেই, যতদূর মনে হয়, সিবলির প্রবন্ধ সাইজারের সমালোচনার মূল বিষয়ের অনেক বাইরে চলে এসেছে। নান্দনিক অবধারণ সমর্থন-প্রদানকারী যুক্তি সম্বন্ধে তাঁর মত একটি ভিন্ন বিষয়ের সূচনা করেছে, যা সিবলি আলোচনা করেন নি এবং যার পরিধি

অনেক ব্যাপক বলে সিবলি মনে করেন। তবে, সিবলি 'নান্দনিক প্রত্যয়' বিষয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা উপন্যস্ত করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সিবলির আগে কোনো শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন নি। নান্দনিক প্রত্যয় বিষয়ক সিবলির এই বিস্তৃত আলোচনা নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনের ইতিবৃত্তকে গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে ঋদ্ধ করেছে সন্দেহাতীতভাবে। তাঁর এ আলোচনাকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক সাইজার, অধ্যাপক ম্যাগার, হাঙ্গারল্যান্ড এবং অধ্যাপক ব্রয়লেস যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন, নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনের ইতিবৃত্তে তার গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। নান্দনিক প্রত্যয় নিয়ে এই পঞ্চমুখী বিতর্কের নিকষ-পাষাণে নন্দনতত্ত্বের পরবর্তী বিকাশধারা যে মসৃণ ও গতিশীল হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

১. Andrews, M. (1989), *The Search for the Beauty*, Stanford : Stanford University Press.

২. Anderson, J. (2000), 'Aesthesic Concept of Art', in *Theories of Art Today*, Madison : University of Wisconsin, pp.237-245.

৩. Adorno, T.W. (1984), *Aesthetics Theory*, London : Reutledge and Keganpaul.

৪. Beardsley, M. (1958), *Aesthetics : Problem in the Philosophy of Criticism*, New York : Harcourt, Barace.

৫. Berleant, A. (1996), *Art and Engagement*, Philadelphia : Temple University Press.

৬. Bourassa, S. C. (1991), *The Philosophy of Beauty*, London : Belhaven.

৭. Budd, M. (1996), 'The Aesthetic Appreciation of Nature', *British Journal of Philosophy*, 36 : 207-222.

৮. Carlson, A. (1983)', 'Nature of Positive Aesthetics', *Journal of Aesthetics And Art-criticism*, 62 : 149-158.

৯. Davies, S. (1999), *Definitions of Art*, Ithaca : Cornell University Press.

১০. Dickie, George (1997), *Introduction to Aesthetics : An Analytic Approach*, Oxford and New York : Oxford University Press.

১১. Elliot, R. K. (1966), 'Aesthetic theory and the experience of art', *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 67, issue, o6 : 111-126.

১২. Elton. W. ed. (1964), *Aesthetics and Larguage*, Oxford : Oxford University Press.

১৩. Goodman, N. (1996), *Language of Art*, Indianapolis : Hackett.

১৪. Hampshire, Stuart (1959), *Philosophy of Art*, Oxford : Oxford University Press.

১৫. Hart. H.L.R. (1951), 'The Ascription of Responsibility and Rigtes', in *Logic and Language*, edited by A.C.N. Flew, Oxford : Oxford University Press.

১৬. Holloway, John (1949), 'Aesthetic Concepts', *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary vol. 25. 175-186.

১৭. Hungerland, Isabel Creed (1968), 'Once again, Aesthetic and non-aesthetic', *The Journal of Aesthetics and Art-Criticism*, vol. 26, issue. 03 : 290-295.

১৮. Macdonald M. (1997), *Aesthesis Today*, Ithaca : Cornell University Press.

১৯. Meager, Robert (1970), 'Aesthetic Concepts', *The British Journal of Aesthetics'*, vol. 10, issue. 04 : 398-422.

২০. Miller, M. (1993), *The Garden as on Art*, Albany, New York : State University of New York Press.

২১. Nicolson, M.H. (1997), *The Development of the Aesthetics of the Infinite*, Ithaca : Cornell University Press.

২২. Onions, A. (2001), 'Nature of Aesthetic Concepts', *Journal of Aesthetis and Art-Criticism*, 53(2) : 263-285.

২৩. Schoper, Eva (1963), 'The History of Art and the History of Taste', *The Baitish Journal of Aesthetics*, vol. 3, issue. 2 : 157-159.

২৪. Schwyzer, R. G. (1962), 'Sibley's Aesthesic Concepts' *Philosophical Review*, 71 : 355-361.

২৫. Sibley, Frank (1959), 'Aesthetic Concepts', *Philosophical Review*, 68 : 421-450.

২৬. — (1968), 'Aesthetic Concepts : A Rejoinder', *Philosophical Review*, 72 : 327-332,

২৭. Walton. K. (1990), 'Categories of Art', *Philosophical Review*, 80 : 334-367.

২৮. Wisdom, John (1953), *Aesthetics And Analysis*, Oxford : Oxford University Press.